লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭০ বর্ষ ■ ১৯ ও ২০তম সংখ্যা

১৭ বৈশাখ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ■ ২৩ রবি: সানি:, ১৪২৯ হিজরি

৩০ শাহাদাত, ১৩৮৭ হি: শা: ■ ৩০ এপ্রিল, ২০০৮ ঈসাব্দ

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

لا إله إلا الله محمد رسول الله
২৩তম সালানা জলসা' ০৮
23rd Salana Jalsa' 08
২৮ ও ২৯ মার্চ, ২০০৮
শুক্র ও শনিবার
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, দুর্গারামপুর
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Durgarampur

সম্পাদকীয়

## আহমদীয়া খিলাফত–কল্যাণবর্ষী ঐশী ধারা

আসছে ২৭ মে ২০০৮ সাল আহমদীয়া মুসলিম জামাআত খিলাফত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে। বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান আর বিভিন্ন ধর্মের জাতিগোষ্ঠী থাকলেও আজ কোন্ সম্প্রদায় বলতে পারে যে 'আমাদের এমন এক নেতা রয়েছেন, যিনি আমাদের জন্য খোদার কাছে দোয়া করে অশ্রু ঝড়ান, আমাদের আলোর দিশা দেখান'। হ্যাঁ, এ দাবী একমাত্র আমরা– আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সদস্যরাই করতে পারি, আমাদের মাঝেই কেবল মাত্র সেই আধ্যাত্মিক নেতা রয়েছেন যার ওয়াদা আল্লাহ্ স্বয়ং দিয়েছেন, **"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে নিযুক্ত করেছিলেন"** (সূরা 'নূর ঃ ৫৬) । এই আয়াত এবং হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাদীসে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে **".....নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে"** (মিশকাত) এর পূর্ণতা আমরা আহমদীয়া খিলাফতের মাঝে দেখতে পাই। খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তাআলার সেই রজ্জু যা ধারণ করে মু'মিনদের জামাআত ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর এই খিলাফতই নবুওয়তের ঐশী কল্যাণকে জগতে প্রতিষ্ঠিত রাখে। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে এর অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। এ যুগে রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়ে ইসলামকে স্বীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন আর তাঁর তিরোধানের পর ১৯০৮ সালের ২৭ মে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর সেই ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী পালন করতে যাচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত আগামী ২৭ মে ২০০৮। তাই জোরালো দাবীর সাথে এ কথা আমরা বলতে পারি যে, সারা পৃথিবীতে কেবল আমরা–আহমদীরাই বড় সৌভাগ্যবান। আমরা আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.) -এর নির্দেশের ওপর আমল করে এমন এক খিলাফতের অধীনে রয়েছি যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত জারি থাকবে আর এ খিলাফতের নেতৃত্বেই ইসলামের বিশ্ববিজয় হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই খিলাফতের সাথে গভীর ভাবে সংবদ্ধ রাখুন।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ৫ম খলীফার আশিস লাভ করে লাখ লাখ বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। নির্মিত হচ্ছে শত শত মসজিদ। দুঃখ জর্জরিত মানুষকে সাহায্য করতে আহমদীয়া খিলাফতের আশিসপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন Humanity First খাবার তুলে দিচ্ছে লাখ লাখ অনাহারীর মুখে। এ সংগঠন জাতিসংঘ ছাড়াও ২৯টি দেশে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে খুবই সুনামের সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসস্থান সর্বক্ষেত্রে সেবাদান করে যাচেছ। এর স্বেচ্ছাসেবীরা বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এ বিধ্বস্ত লোকদের পাশে দাঁড়িয়ে নানাবিধ সাহায্য ও পূর্ণবাসন কাজ করছে। এ সংগঠন খিলাফতের কল্যাণে দিনের পর দিন মানব সেবার পরিধি বাড়িয়েই চলছে। মহান আল্লাহ্ তাআলা এসব প্রচেষ্টাকে কবুল করুন !

মহান খোদা তাআলা সবাইকে খিলাফতের শতবর্ষ উদযাপনের এই বছরে আহমদীয়া জামাআতের সত্যতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এই ঐশী নিয়ামতের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন!

সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| • কুরআন শরীফ | ৪ |
| • হাদীস শরীফ | ৫ |
| • অমৃতবাণী | ৬ |
| • জুমুআর খুতবা<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) | ৭-১৫ |
| • ইসলামী খিলাফত<br>আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ১৬-১৯ |
| • বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) | ২০-২৬ |
| • কেন এত দুর্যোগ<br>সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী | ২৭-২৮ |
| • বলপ্রয়োগের শিক্ষা–ইসলামের নয়<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ২৯-৩২ |
| • ইসলামের বিশ্ববিজয়-আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত<br>মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান | ৩২-৩৩ |
| • ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ও মিডিয়া ডেস্ক থেকে | ৩৪-৩৭ |
| • সার্কুলার | ৩৮-৩৯ |
| • শান্তি সম্প্রীতির আদর্শ স্থাপনকারী দেশ-ঘানা | ৪০-৪১ |
| • বিভিন্ন জলসার প্রতিবেদন | ৪২-৪৫ |
| • সংবাদ | ৪৬-৫৩ |


প্রচ্ছদ : ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ০৮ কিশোর গঞ্জ জোন

## শুভ হোক বাংলা নববর্ষ-১৪১৫

জীবন সংগ্রামের পাতা থেকে আরেকটি বছর ঝরে গিয়ে শুরু হলো বাংলা নববর্ষ ১৪১৫ সন। নববর্ষের দিনে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। আমরা সবাই কামনা করি, নতুন বছরের দিনগুলো প্রতিটি মানুষের জন্য বয়ে আনুক প্রভূত কল্যাণ। তবে সম্প্রতি ১লা বৈশাখে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে যে অসংস্কৃতি ও বেহায়াপনা ছড়াচ্ছে তা কোনক্রমেই সংস্কৃতি নয়। এ থেকে সবাইকে বিশেষ করে যুব সমাজকে দূরে থাকতে হবে। নববর্ষে দেশ ও সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক আর সমগ্র জাতি অর্জন করুক উন্নয়ন ও অগ্রগতি। নববর্ষ সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি আর দূর হোক সব হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি। সবাই ফিরে পাক প্রকৃত সুখের নীড়। এ কামনা করে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা–

**শুভ নববর্ষ**

## কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। আর আল্লাহ্ ছাড়া তুমি এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার অপকারও করতে পারে না। আর তুমি এরূপ করলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের একজন হয়ে যাবে।'

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٨﴾

১০৮। আর আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্টে ফেলে দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর তিনি তোমার জন্য কোন মঙ্গল চাইলে তাঁর অনুগ্রহ[১২৯২] রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান (অনুগ্রহ) দান করেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। সুতরাং যে-ই হেদায়াত লাভ করে সে তার নিজের (মঙ্গলের) জন্যই হেদায়াত লাভ করে। আর যে-ই পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের (স্বার্থের) বিরুদ্ধেই বিপথে যায়। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই'।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। আর তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি কেবল এরই অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ নিজ সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত তুমি অবিচল থাক। তিনি মীমাংসাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম।

---

১২৯২। এক প্রকার মঙ্গল আছে যা প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং মানুষ তা নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্য আর এক প্রকার মঙ্গল রয়েছে যা মানুষ আল্লাহ্ তাআলার খাস অনুগ্রহে লাভ করে থাকে।

## হাদীস শরীফ

# জুমুআর আদব

কুরআন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহকে স্মরণ করতে তাড়া-তাড়ি আসো এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র ফযল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হও। (সূরা জুমুআ ঃ ১০-১১)

হাদীস ঃ

হযরত আওস ইবনে আওস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের (সপ্তাহের) দিনগুলোর উত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। সেদিন আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কেননা এ দিনের পাঠকৃত দরূদ আমার সমীপে পেশ করা হয়। (আবু দাউদ)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জুমুআর ফযিলত ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা রয়েছে। জুমুআ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একটি বিশেষ দিন। এ দিনটিতে জুমুআর নামাযের প্রথম আযান হতে আসর পর্যন্ত আর এক বর্ণনায় আছে মাগরিব পর্যন্ত এমন এক সময় রয়েছে যে, আল্লাহ্ সে মুহূর্তের সব দোয়া কবুল করেন। এছাড়াও এ দিনটিকে ফযলের দিনও বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, জুমুআর আযানের সাথে সাথে সব কাজ কর্ম পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে একত্রিত হও। এ দিনটির সম্মান করা আমাদের সবারই কর্তব্য। এ দিনটিতে জামে মসজিদে আসার জন্য সকাল থেকে প্রস্তুতি নেয়া দরকার এবং গোসল করা, উত্তম পোশাক পড়া, সুরমা লাগান, সুগন্ধি ব্যবহার, পেঁয়াজ রসুন খেয়ে থাকলে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করা, প্রথম আযানের আগেই মসজিদে হাজির হওয়া, পরিবারকে সাথে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এ দিনটির গুরুত্বপূর্ণ আদব আমাদের এভাবে শিখাচ্ছেন যে, এই দিনে যেন বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা হয়। তার কারণ এই বলা হয়েছে যে, এই দরূদ 'সেই দিনে' আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে পেশ করা হবে আর যার দরূদ খোদার রসূলের নিকট পৌঁছায় তার জীবনই তো সফল হয়ে গেলো।

আজ আমাদের পরিবেশের চারদিকে তাকালে দেখতে পাই জুমুআর পরে অনেকে টিভির সামনে বসে আজে বাজে প্রোগ্রাম দেখতে ব্যস্ত হয় বা জুমুআর দিনে আনন্দ ফুর্তি বা খেলাধূলায় মত্ত হয়ে যায়। এটা আমাদের জন্য মোটেই কল্যাণজনক নয়। জুমুআর দিনে আহমদীয়া জামাআতের যুগ খলীফা জুমুআর খুতবা প্রদান করেন যা আমরা M.T.A-এর মাধ্যমে সরাসরি Live দেখতে পাই এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া তাই জুমুআর দিনে এ থেকে লাভবান হওয়া উচিত। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) ফরমান মানি এবং সে অনুযায়ী এ দিনের আদবকে মেনে চলি। আমীন!

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

## অমৃতবাণী

### হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

# ঈসা মসীহ্ ও মাহদী এসেই লোকদের হত্যা করতে আরম্ভ করবেন এ কেমনতর কথা !

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হবেন না; কারণ এরূপ অনেক নিগূঢ় রহস্য আছে যা মানুষ তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে না। কথা শুনা মাত্রই তা রদ করতে উদ্যত হবেন না কারণ এটা তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতির পদ্ধতি নয়। আপনাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি না ঘটত এবং আপনারা যদি কোন কোন হাদীসের বিপরীত অর্থ না করতেন, তবে ন্যায়-বিচারকরূপে যে মসীহ্ মাওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁর আগমনই বৃথা হত।

আপনাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে যে কাজের উদ্দেশ্যে মসীহ-ইবনে-মরিয়ম আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ মাহদীর সাথে মিলিত হয়ে মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলমান করবার জন্য যুদ্ধ করবেন, এটা এরূপ এক 'আকিদা' যা ইসলামের দূর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ সঙ্গত আছে? পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ–

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

অর্থাৎ "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই" (২ঃ২৫৭)। অতঃপর মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করে দেয়া হবে?

সমস্ত কুরআন বার বার বলছে যে ধর্মে বল প্রয়োগ নেই এবং স্পষ্ট বলছে যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর সময় যে সব যুদ্ধ হয়েছিল তা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং তা ছিল ঃ

(১) **শাস্তিস্বরূপ**– অর্থাৎ সেই সব লোকদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করেছিল, অনেককে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং তাদের প্রতি অতি কঠোর উৎপীড়ন করেছিল যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ–

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হল, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান" (২২ঃ৪০)।

(২) **আত্মরক্ষামূলক**– অর্থাৎ যে স ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করছিল, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার্থে, অথবা–

(৩) **দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে** যুদ্ধ করা হয়েছিল। এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ-হযরত (সা.) এবং তাঁর পবিত্র খলীফাগণ (রা.) কোন যুদ্ধ করেন নি। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির অত্যাচার এত সহ্য করেছে যে অপর কোন জাতির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা মসীহ্ ও মাহ্‌দী সাহেব কেমন হবেন যিনি এসেই লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করবেন!

[আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকের বাংলা সংকলন 'আমাদের শিক্ষা' পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত]

# "আল্লাহ্ তাআলার রহ্মানিয়্যাত বৈশিষ্ট্য থেকে অংশ লাভ এবং মহানবী (সা:)-এর সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার কল্যাণে খোদার সৃষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর স্নেহ-মায়া ও দয়ার একান্ত ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বিবরণ"

## "জামাতের সদস্যদের পরস্পরের মাঝে দয়ার প্রেরণা সৃষ্টি ও তা বৃদ্ধির তাগিদপূর্ণ উপদেশ ।"

## "মুহাম্মদী মসীহ্র দাসদের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর শিক্ষাকে কর্মে প্রতিফলিত করে খোদার সৃষ্টির প্রতি সহানূভুতির প্রেরণা নিয়ে এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো"

**اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم***

**[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)**

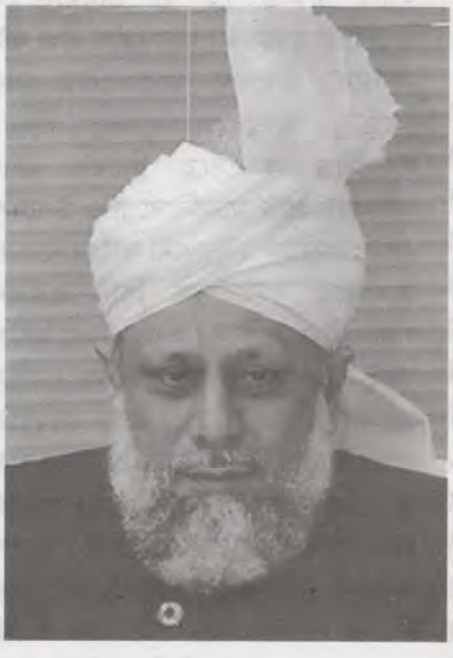

*সৈয়দনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ এর (২রা তবলীগ-১৩৮৬ হিজরী শামসি) জুমআর খুতবা ।*

মহানবী (সা:)-এর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং স্বীয় সাহাবাদেরকে এ উপদেশ প্রদান করা যে, রহমান খোদার রহমানিয়্যাত থেকে অংশ লাভের জন্য তোমাদেরকে পরস্পরের সাথে এবং আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির প্রতিও সদয় ব্যবহার করা উচিৎ; গত খুতবায় আমি এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করেছি ।

আজ আমি মহানবী (সা:)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) - এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করবো যা থেকে তাঁর (আ:) হৃদয়ে খোদা তাআলার সৃষ্টির প্রতি যে দয়ার প্রেরণা ছিল আর সে কারণে অনেক সময় স্বয়ং নিজেকে কষ্টে নিপতিত করেও তিনি যে আদর্শ দেখিয়েছেন তার চিত্র কিছুটা ফুটে উঠে । এতই কর্ম ব্যস্ত ছিল তাঁর জীবন যার কোন সীমা নেই । ইসলামের নিরাপত্তাকল্পে সকল যুদ্ধ তিনি একাই লড়েন; বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি তা করেছেন । অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের অপতৎপরতারও কোন সীমা ছিলনা; মামলা-মোকদ্দমাও ছিল । এত কিছু সত্বেও তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন, আমি যেন আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির জন্য, আপন-পর সবার জন্য মূর্তিমান দয়া হয়ে রই আর নিজ মনিব ও নেতা (সা:)-এর আদর্শ পূর্ণরূপে যেন অবলম্বন করতে পারি । তাঁর জীবনাদর্শের এ অধ্যায়ও আলোকোদ্ভাসিত ছিল, কারণ তিনি (আ:) নিজ স্রষ্টা, নিয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারী খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হবার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন; যিনি তাঁকে ইলহাম পূর্বক বলেছেন, 'গারাস্তু লাকা বিইয়াদী রাহ্মাতী ওয়া কুদরাতী' 'আমি নিজ হাতে তোমার জন্য স্বীয় 'রহমত' ও 'কুদরত' বপন করেছি' (তাযকিরাহ্, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা:৭২, রাব্ওয়া থেকে প্রকাশিত)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার হস্ত দ্বারা যে রহমতের চারা রোপিত হয়েছে খোদার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি প্রদান করে তিনি এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না তা কি করে সম্ভব! অথচ আল্লাহ তাআলা ইলহামে তাঁকে একথাও বলেছেন, 'ইয়া আহমদু ফাযাতির্ রহ্মাতু আলা শাফাতাইকা' 'হে আহমদ! তোমার ওষ্ঠ হতে রহমত প্রবাহিত হয়েছে ।' (তাযকিরাহ্, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা:৭৩, রাব্ওয়া থেকে প্রকাশিত)

সুতরাং এ দয়া যেখানে আধ্যাত্মিক দিক থেকে রুগ্নদের জন্য তাঁর (আ:) হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তিনি

সর্বদা দোয়া ও চেষ্টায় রত থাকতেন সেখানে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির দৈহিক ও জাগতিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেও তিনি (আ:) সব সময়, প্রতিটি মূহুর্ত দোয়া ও পরিকল্পনায় নিয়োজিত থাকতেন।

এখন আমি সেসব ঘটনা বর্ণনা করছি যদ্বারা স্পষ্ট হবে যে, তিনি (আ.) কিভাবে সৃষ্টি সেবা করতেন আর তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর হৃদয়ে কতটা বেদনা ছিল।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা:) বর্ণনা করেন, কাদিয়ানবাসী জনৈক লালা শরমপত রায় যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর কাছে তাঁর দাবীর পূর্বেও যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁর (আ:) অনেক নিদর্শনের সাক্ষী ছিলেন। একদা তিনি অসুস্থ হন; ইরফানী সাহেব (রা:) বলেন এর পূর্বেই হিজরত করে আমার কাদিয়ানে আসার সৌভাগ্য হয়। তার পেটের উপর একটি ফোঁড়া বেরিয়েছিল যার মূল বেশ গভীরে ছিল। সেই ফোঁড়া ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করে। হযরত আকদাস (আ:)-এ সংবাদ অবগত হন। তিনি (আ:) স্বয়ং লালা শরমপত রায়ের গৃহে গেলেন, যেটি ছিল ছোট্ট সংকীর্ণ অন্ধকার এক ঘর; অধিকাংশ বন্ধুরাও তাঁর সাথে ছিলেন। ইরফানী সাহেব (রা:) বলেন, আমিও সাথে ছিলাম। যখন তিনি (আ:) লালা শরমপত রায়কে দেখেন তখন সে ব্যক্তি চরম উৎকণ্ঠিত ও হতবিহ্বল ছিল আর তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন; এবং তিনি চরম উৎকণ্ঠা নিয়েই কথা বলছিলেন যেমনটি কিনা মানুষ মৃত্যুর সময় করে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) তাকে শান্তনা প্রদান করেন, ভয় পেও না। আব্দুল-হ্ সাহেব নামের একজন ডাক্তার ছিলেন; হযরত আকদাস বলেন, আমি তাঁকে নিযুক্ত করছি, তিনি ভালোভাবে চিকিৎসা করবেন। পরের দিন হযরত আকদাস ডাক্তার সাহেবকে সাথে নিয়ে যান আর তাঁকে লালা শরমপত রায়ের চিকিৎসার কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। চিকিৎসার খরচ বা বোঝা লালা সাহেবের উপর চাপান নি। প্রত্যেক দিন তিনি (আ:) তাকে দেখতে যেতেন।

যখন ক্ষত শুকানো আরম্ভ হয় আর তার নাজুক অবস্থার উন্নতি হয় তখন তিনি (আ:) বিরতি দিয়ে যাওয়া আরম্ভ করেন আর ততদিন পর্যন্ত তাকে দেখতে যাওয়া অব্যাহত রাখেন যতদিন তিনি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নি। **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা:১৬৯-১৭০)**

পুনরায় ইরফানী সাহেব (রা:) বর্ণনা করেন যে, কাদীয়ানের আর্য সমাজীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মেহের হামেদ যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং এখনও খোদা তাআলার কৃপায় তাঁর বংশধররা নিষ্ঠাবান আহমদী। (এখনও হবেন ইনশাআল-হ্) মেহের হামেদ আলী সাহেব অত্যন্ত বিনয়ী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আর তার বাসস্থান কাদীয়ানের বাইরে এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে গ্রামের ময়লা-আবর্জনা ও অন্যান্য বর্জ্য স্তুপীকৃত করা হতো। সে স্থানটি ছিল অতি দুর্গন্ধময় আর কিষাণদের ঘর-দোর এমনই হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তার বাড়ী-ঘরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই ছিল না। গবাদি পশুর গোবর এবং এ ধরনের অন্যান্য আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকতো যা তারা সার হিসেবে ব্যবহার করতো। যাহোক, সেস্থানেই তিনি বসবাস করতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর সে রোগই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়।

হযরত আকদাস (আ:) বহুবার কাদিয়ানে অবস্থিত স্বীয় সাথীদের নিয়ে তাকে দেখতে গিয়েছেন আর স্বভাবতই দুর্গন্ধের ফলে অনেকের মারাত্মক কষ্ট হতো এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) স্বয়ংও কষ্টই অনুভব করতেন বরং যথেষ্ট কষ্ট পেতেন। ইরফানী সাহেব (রা:) লিখেন, এর কারণ হলো প্রকৃতিগতভাবেই এ সত্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন তথাপি ইশারা-ইঙ্গিতেও কখনও তা প্রকাশ করেন নি আর সে কষ্ট তাঁকে (আ:) তার খবরাখবর নেয়ার জন্য সেখানে যাওয়া থেকে কখনও বিরত রাখতে পারেনি। তিনি (আ:) যখন যেতেন তখন তার সাথে একান্ত স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন। তার রোগ এবং কষ্ট সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজ-খবর নিতেন, আশ্বস্ত করতেন, ঔষধ-পথ্যাদীও বাতলিয়ে দিতেন এবং আল-হ্র প্রতি মনোনিবেশেরও উপদেশ প্রদান করতেন। ইরফানী সাহেব বলেন, সামাজিক পদমর্যাদায় তিনি একজন সামান্য কৃষক ছিলেন আর একথা বলাও খুবই যুক্তি সংগত যে, তাঁদের {মসীহ্ মওউদ (আ:)} জমি-জমা চাষবাস করার কারণে তিনি তাঁদের প্রজাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি (আ:) কখনই অহংকার আর আত্মম্ভরিতা পছন্দ করতেন না। তার কাছে যেতেন আর নিজের একজন প্রিয় ভাই মনে করেই যেতেন এবং কথা-বার্তা বলতেন, তার চিকিৎসায় আগ্রহ প্রকাশ করতেন যা দেখে অন্যরাও সুস্পষ্টভাবে বলেছে, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁর দেখাশোনা করেছেন কেউ নিজ আত্মীয়-স্বজনেরও এভাবে দেখাশোনা করেনা। **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা:১৭২-১৭৩)**

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা:) পুনরায় লিখেন, যদিও তিনি (আ:) রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য যেতেন কিন্তু এটিও একটি বাস্তব বিষয় যে, খোদাতা'লা তাঁর হৃদয়কে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সহমর্মিতায় যেখানে দৃঢ় ও অবিচল করেছেন সেখানে সৃষ্টির ভালবাসা ও তাদের কষ্টকে অনুভব করার ক্ষেত্রেও তাঁর হৃদয় এত স্পর্শকাতর ছিল যে, তিনি তাঁর আন্তরিক বন্ধুদের কষ্ট সইতে পারতেন না আর আশংকা হতো, কষ্টের সময় যদি তিনি তাদের কাছে যান তাহলে তাঁর শরীর না আবার খারাপ হয়ে যায়। তাই অনেক সময় রোগী দেখার জন্য তিনি নিজে যেতেন না অন্যদের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নিতেন অর্থাৎ ডাক্তার-চিকিৎসকের মাধ্যমে অবস্থা জেনে নিতেন এবং রোগীর আত্মীয়-পরিজনের মারফতে সান্তনাবার্তা পাঠাতেন আর ক্ষেত্র বিশেষে নিজ হৃদয়ের এ কোমলতার কথা তিনি প্রকাশও করেছেন। **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা:১৮৬)**

অতএব দেখুন! প্রচন্ড ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, কারো খবরাখবর নেয়া বা দেখতে যেতে এবলে অপারগতা প্রকাশ করেন নি যে, সময় নেই, ব্যস্ততা, বরং সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা ও কষ্টের কথা ভেবে তাঁর (আ:) নিজের শরীর খারাপ হয়ে যেতো! সুতরাং এ ছিল পরম মমতা যদ্বারা তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল।

তাঁর এক শিষ্যের অসুস্থতার সময় লিখিত একটি চিঠিতেও বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এ সম্পর্কে ইরফানী সাহেব (রা:) লিখেন, 'মরহুম আইয়্যুব সাদেক সাহেব একান্ত নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী একজন আহমদী ছিলেন (অর্থাৎ মির্যা আইয়্যুব বেগ সাহেব)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর সাথে তার গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি অসুস্থ্য হন আর সে রোগেই পরিশেষে তিনি তাঁর পরম প্রভুর সমীপে প্রত্যাবর্তণ করেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি তার ভাই ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেবের সাথে ফায্লেকায় অবস্থান করেন এবং হযরত আকদাস এর সাথে ভালবাসা প্রবলরূপ ধারণ করলে তিনি হযরতকে দেখার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য আসা ছিল একেবারেই অসম্ভব কারণ সফর করার মত শক্তি তার ছিলনা অন্যদিকে আবেগও ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি হযরত আকদাস (আ:)-কে চিঠি লিখেন, ফায্লেকায় এসে সাক্ষাত দিয়ে যান (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-কে লিখেছেন, আপনি এখানে এসে আমার সাথে দেখা করে যান)। হুযূরের দর্শন লাভের জন্য আমার মন ছটফট করছে; এরপর একই বিষয় সম্বলিত একটি টেলিগ্রামও পাঠান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) উত্তরে তাঁকে যা লিখেন তাথেকে তাঁর হৃদয়ে যে কোমলতা ছিল সেই কোমলতর স্বভাবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি (আ:) চিঠিতে মির্যা আইয়্যুব বেগ সাহেবকে লিখেন:

প্রিয়, স্নেহভাজন মির্যা আইয়্যুব বেগ সাহেব এবং ইয়াকুব বেগ সাহেব,

"আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বর্তমানে আমি মাথাব্যথা এবং মৌসুমী জ্বরে প্রচন্ডভাবে আক্রান্ত। আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি আর কিভাবে যে প্রিয় মির্যা আইয়্যুব বেগ এর জন্য দোয়াতে নিমগ্ন রয়েছি তা কেবল খোদাই ভালো জানেন। খোদা তাআলার রহমত সম্পর্কে কোন ভাবেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেও আসতে দ্বিধা করতাম না তবে এমন প্রিয়ভাজনকে কষ্টে নিপতিত দেখা আমার পক্ষে অসহনীয়। আমার হৃদয় অল্পতেই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুস্থ্য অবস্থায় আর সুস্বাস্থ্যে দেখাই আমার কাম্য। মানবীয় শক্তিতে যতটা কুলায় এখন আমি তারও চেয়েও বেশি চেষ্টা করবো। আমাকে পাশে এবং নিকটে জানবেন, দূরে নয়। এ বেদনা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। খোদার রহমত থেকে কোন ভাবেই নিরাশ হবেন না। খোদা পরম স্নেহশীল এবং মহাদানের অধিকারী। তাঁর শক্তি, অনুগ্রহ এবং করুণার কাছে অসম্ভব কিছু নয় যে প্রিয় আইয়্যুব বেগ সাহেবকে সত্ত্বর সুস্থ্য দেখবো। এ রোগের সময় তারবার্তা পেয়ে আমি এতটাই উদ্বেগাকুল হয়েছি যে, আমার হাত থেকে কলম খসে পড়ছে (অর্থাৎ এতটাই উৎকণ্ঠিত কলমও ধরে রাখতে পারছি না)। আমার সহধর্মীনিও আইয়্যুব বেগ এর জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত (হযরত আম্মাজান (রা:) সম্পর্কে লিখেছেন)। এখন তাঁকেও আমি এ টেলিগ্রামের সংবাদ দিতে পারছি না কেননা গতকাল থেকে তিনিও জ্বরে আক্রান্ত সাথে গলাব্যথায়ও ভূগছে। অনেক কষ্টে কিছু গিলতে পারছেন আর ব্যাথার তীব্রতায় জ্বরও এসে গেছে। তিনি নীচ তলায় পড়ে আছেন আর আমি উপর তলায়। আমার কিছু লেখার মত অবস্থা ছিল না কিন্তু টেলিগ্রামের বেদনাবিধূর প্রভাব আমাকে এখন উঠিয়ে বসিয়েছে। প্রতিদিন আমাকে সংবাদ পাঠাতে আপনার অসুবিধা রয়েছে কি? আমি যে এক বোতল ঔষধ পাঠিয়েছি জানি না তা পৌঁছেছে কি-না, রেলে পার্সেল করেছিলাম। জানিনা প্রতিদিন মালিশ করা হচ্ছে কি-না? (এসব কিছুই সান্তনা ছিল) আপনি আমাকে প্রতিটি মূহুর্ত সম্পর্কে অবহিত রাখুন, নিশ্চিৎ জানুন খোদা মহা পরাক্রমশালী। প্রবোধ দিতে থাকুন। প্রতিদিন বাচ্চা মুরগীর

স্যুপ দিন। মনে হয় প্রচন্ড দূর্বলতাই দাস্ত'র কারণ।"

ওয়াস্‌সালাম

মির্যা গোলাম আহমদ

**(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা:১৮৭-১৮৮)**

দেখুন! অসুস্থতার কারণে তাঁর পক্ষে স্বয়ং যাওয়া সম্ভব ছিল না। রোগের সময় এমনিতেই মানুষ স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। নিজের এ অবস্থায় অসুস্থ্য কাউকে দেখা তিনি (আ:) সহ্য করতে পারতেন না। আর অসুস্থ্যও সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর (আ:) একান্ত প্রিয়ভাজন; এ অবস্থায় তিনি স্নেহভাজন রোগীর জন্য দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন আর বল্‌ছেন, প্রত্যহ আমাকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত কর।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা:) লিখেন:-

'যেখানে এটি তাঁর অভ্যাসের অন্তর্গত ছিল যে, তিনি কোনও যাচনাকারীকে ফিরিয়ে দিতেন না তদ্রূপ এটিও তাঁর রীতি ছিল যে, অনেকের প্রয়োজন অনুমান করে চাওয়ার পূর্বেই তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। ২৮শে অক্টোবর, ১৯০৪ এর প্রত্যুষে ফজরের নামাযের পূর্বে তিনি (আ:) একজন মুহাজিরকে ৮ অথবা ১০ রুপী দিয়ে বলেন, এখন শীতকাল, আপনার গরম কাপড়ের প্রয়োজন হবে। এই মুহাজিরের পক্ষ থেকে কোন আবেদন ছিল না, স্বয়ং হুযূর (আ:) তার প্রয়োজন অনুধাবন করে এ অর্থ তাকে প্রদান করেন। তিনি লিখেন, কেবল একটি ঘটনাই নয় বরং অসংখ্যবার এমনটা ঘটেছে যে, তিনি (আ:) সচরাচর দরিদ্রদের সাথে গোপনে এরূপ ব্যবহারই করতেন। এক্ষেত্রে শত্রু-মিত্র, হিন্দু-মুসলমানের কোন তারতম্য ছিল না। **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা:২৯৮-২৯৯)**

এ হলো রহমান খোদার সেই বৈশিষ্ট্য যা বর্তমান কালে মহানবী (সা:)-এর সত্যিকারের প্রেমিক সেই রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন এর অনুকরণে নিজ জীবনে অবলম্বন করেছেন এবং এ দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন যে, না চাইতেই দেয়া উচিত।

অনুরূপভাবে আরেকটি ঘটনা আছে যা ইরফানী সাহেবই লিপিবদ্ধ করেছেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর আরেকটি রীতি ছিল। প্রায়শই তিনি কারো অভাব বা প্রয়োজন অনুধাবন করলে সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাতপাতা বা চাওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন না বরং নিজ থেকেই প্রদান করতেন। তিনি লিখেন, কাশ্মীর রাজ্যের অবসর প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর মোকাররম শেখ ফাতেহ্ মুহাম্মদ সাহেব দীর্ঘ দিন যাবত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)–এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখনই আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর কাছে আসতাম (তখনই) আমার যাতায়াত ভাড়া দেয়ার জন্য তিনি (আ:) উঠে পড়ে লাগতেন। আমার যেহেতু প্রয়োজন ছিল না তাই আমি কখনই নেই নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) যাতায়াত ভাড়া দিতেন! কিন্তু তিনি বলেন, আমি নিতাম না। কিন্তু হযরত (আ:)-এর উদারতার মান এতই মহান ছিল যে, তিনি না চাইতেই সর্বদা দিতেন আর এ ব্যবহার কেবল আমার সাথেই ছিল না বরং অধিকাংশ লোকদেরই তিনি তা দিতেন। কেবল নিকট থেকে আগতদের জন্যই নয়, সিরিয়া এবং আরব থেকেও অনেকেই আসতেন যাদেরকে তিনি (আ:) অনেক সময় পথ খরচ হিসেবে বেশ বড় অংকের অর্থ প্রদান করতেন, কেননা হুযূর (আ:) জানতেন, তারা দূরদেশ থেকে এসেছেন। **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা:৩১৯)**

ইরফানী সাহেব আবারো লিখেন, তাঁর (আ:) চিরাচরিত রীতি ছিলো, তিনি (আ:) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাউকে কিছুদিতেন না। কেবল খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং আল-হ্‌র সৃষ্টির প্রতি স্নেহপরায়নতার বশবর্তী হয়ে দান করতেন। একারণে তিনি সচরাচর একান্ত গোপনীয়তার সাথে দান করতেন, কখনও কখনও অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বা অন্যদেরকে শিখানোর জন্য প্রকাশ্যেও দিতেন, দু'ভাবেই খোদা তাআলার নির্দেশ রয়েছে। গোপনে দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি এমন ছিল এবং এমনভাবে দিতেন যে স্বয়ং গ্রহীতাও তা কদাচিৎ জানতে পারতো।

তিনি বলেন, এ ঘটনার ধারাবাহিকতায় আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। 'মুনশী মুহাম্মদ নছীব সাহেব সম্পূর্ণ এতিম অবস্থায় কাদিয়ানে এসেছিলেন। হযরত আকদাসের দয়া-দাক্ষিণ্যে তিনি কাদিয়ানে থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তার যাবতীয় ব্যয়ভার আর সব প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব ছিল জামাআতের উপর। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি বিয়ে করেন আর লাহোরের একটি পত্রিকা অফিসে লিপিকারের কাজ নেন। তারপর কাদিয়ানের 'বদর' পত্রিকার অফিসে মাসিক ১২রুপী বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)-কে যখন আল্লাহ্ তাআলা নাসির আহমদ নামে প্রথম সন্তান দান করেন

(কিছু দিন পরে যিনি মারা যান) তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর মরহুম (পৌত্র) নাসীর আহমদের জন্য একজন 'আন্না'র প্রয়োজন দেখা দেয় (এমন মহিলা যাকে দুধমাতা হিসেবে রাখা হয়)। ইয়াকুব আলী সাহেব বলেন, আমি শেখ মুহাম্মদ নছীব সাহেবকে বলি, এ সময়ে তুমি তোমার স্ত্রী'র সেবা পেশ করো। একই সাথে নিজের কাজও হবে আর পুণ্যের ভাগীও হবে (অর্থাৎ খাদ্যপানীয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা একই সাথে জুটবে)। শেখ সাহেব আমার পরামর্শকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি এ সুযোগ লাভ করেন আর তাঁর স্ত্রী সাহেবজাদা নাসীর আহমদ সাহেবকে দুধ পান করানোর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এ প্রসঙ্গে কথায় কথায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) জিজ্ঞেস করেন, শেখ মুহাম্মদ নছীব কত বেতন পান? যখন তিনি (আ:) জানতে পারেন, মাত্র ১২ রুপী বেতন পান তখন তিনি (আ:) ভাবলেন, এত অল্প বেতনে সম্ভবত চলে না। যদিও তখনকার বাজারে তা যথেষ্ট ছিল। ইয়াকুব সাহেব লিখেন, জিনিস পত্রের দাম কম আর সস্তার যুগ ছিল; কিন্তু হযরত আকদাস (আ:) এটি অনুভব করেন এবং একদিন যেতে যেতে তার কক্ষে ২০-২৫ রুপীর একটি থলে ছুঁড়ে দেন। শেখ সাহেব ভাবলেন জানি না এই রুপী কিভাবে কোত্থেকে এল? পরিশেষে অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার পর তিনি জানতে পারেন যে, হযরত আকদাস (আ:) তাঁর অসচ্ছলতার কথা ভেবে এমনভাবে সেখানে রুপী রেখে দেন যেন তাঁর কোন কষ্ট না হয় এবং যাতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারেন। ইরফানী সাহেব লিখেন, তাঁর প্রয়োজন ছিল না, সম্ভবত সে অর্থ দিয়ে তার স্ত্রী গহনা বানিয়েছেন। কেননা দুধ পান করানোর কারণে খাদ্য-পানিয়ের সংস্থানতো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর ঘর থেকেই হতো।' **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনি, পৃষ্ঠা:৩০৪-৩০৬)**

ইরফানী সাহেব আরও লিখেন, 'কাদিয়ানে নেহাল সিং নামে একজন গোঁয়াড় প্রকৃতির কৃষক ছিল। যৌবনে সে সেনাবাহীনিতে চাকুরী করত কিন্তু তখন পেনশনে ছিল। তার বাসগৃহ হযরত খাঁন বাহাদুর মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বৈঠক খানার দেয়ালের সাথে লাগোয়া অর্থাৎ একই সাথে যুক্ত ছিল। সে জামাআতের ঘোরবিরোধী শত্রু ছিল আর তার প্ররোচনায় হযরত হাকীমুল উম্মত এবং অন্যান্য আহমদীদের বিরুদ্ধে ভয়ানক সব মিথ্যা মামলা হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা:) এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধেও সে মিথ্যা মামলা করিয়েছিল। সর্বদা অন্যদের সাথে মিলে আহমদীদের নির্যাতন করতো আর গালি-গালাজ করা ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। মামলা চলাকালীন সময়ে তার ভাতিজা শানতা সিং এর স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে মৃগনাভী'র প্রয়োজন দেখা দেয়। এহেন অসুস্থতার সময় এ মূল্যবান বস্তুটি ছিল দুষ্প্রাপ্য। কস্তুরী এমনিতেই অনেক দামী আর তখন পাওয়াও যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর দ্বারে গিয়ে কস্তুরীর জন্য হাত পাতে। তার ডাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) দ্রুত বেরিয়ে আসেন আর তাকে সামান্য অপেক্ষা না করিয়েই চাহিদা শোনা মাত্র তৎক্ষণাৎ গৃহাভ্যন্তরে যান আর বলে যান যে, দাঁড়াও এখনই আনছি। অনুরূপভাবে তিনি (আ:) ঔষধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় অর্ধ তোলা কস্তুরী নিয়ে এসে তার হাতে দেন।' **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা:) সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা: ৩০৬)**

দেখুন! তিনি (আ:) আদৌ ভাবেন নি, যার প্রয়োজন পড়েছে সে কে? শত্রুতা করে কি-না? এটি তার নিজ কর্ম; একজন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঔষধের প্রয়োজন পড়লে কালক্ষেপণ না করে দয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে ঔষধ এনে দেন। প্রতিশোধ নেয়া বা মোকদ্দমা প্রত্যাহারের কোন প্রশ্ন তিনি উঠান নি।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা:) বলেন, লুধিয়ানার পশমী কাপড় ব্যবসায়ী হাফেজ্ব নূর আহমদ সাহেব (রা:) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর পুরোনো নিষ্ঠাবান সেবকদের একজন। একবার ব্যবসায় তাঁর মারাত্মক লোকসান হয় আর ব্যবসা প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। তিনি কোনভাবে অন্যত্র গিয়ে অন্য কোন ব্যবসা করতে চাচ্ছিলেন যেন নিজের আর্থিক দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেন। তখন তিনি চলে যান আর অনেক বছর পর যে যুগে এটি লিখা হচ্ছিল তখন তিনি ফিরে আসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর জীবদ্দশায় সর্বদা তাঁর সাথে চিঠি-পত্রের আদান প্রদান ছিল আর নিজে সাধ্যাতীত ভাবে জামাআতের আর্থিক খিদমত করতেন। ইরফানী সাহেব (রা:) যখন একথা লিখছেন সে সময় তিনি কাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর দান-দক্ষিণা এবং বদান্যতা ও দানশীলতা সম্পর্কে আমি কেবল একটি কথাই বলবো, তাহলো, তিনি অল্প দেয়া জানতেনই না। ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যখন আমি এ সফরের সংকল্প করলাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর কাছে কিছু রুপী চাইলাম। হুযূর একটি ছোট সিন্দুক নিয়ে আসেন যাতে রুপী রাখতেন এবং আমার সম্মুখে

রেখে বলে-ন 'যত ইচ্ছে নিয়ে নাও' আর এতে হুযুর পরম আনন্দিত ছিলেন। আমি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী যতটা দরকার ছিল তা সেই সিন্দুক থেকে বের করে নেই যদিও হুযূর বারবার বলছিলেন, 'পুরোটাই নিয়ে নাও'।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব লিখেন, অনেক সময় ঔষধ নেয়ার জন্য গ্রাম্য মহিলারা এসে সজোরে দরজায় কড়াঘাত করতো। সহজ-সরল গ্রাম্য ভাষায় বলতো, মির্যা জ্বী! একটু দরজা খোল। ডাকশুনে হুযূর এমনভাবে উঠে দাঁড়াতেন যেন কোন মহিমান্বিত মান্যবর নেতার নির্দেশ এসেছে, অর্থাৎ নামজাদা কোন বাদশা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আর তিনি তাঁর আনুগত্য করছেন! দ্রুত এসে দরজা খুলতেন আর হাসিমুখে সানন্দে কথা-বার্তা বলতেন আর ঔষধ বলে দিতেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব লিখেন, আমাদের দেশে সময়ের মূল্য শিক্ষিত শ্রেণীও বুঝে না আর গ্রামের মানুষতো সময় আরো বেশি নষ্ট করে, এখনও অবস্থা তদ্রুপই। এক মহিলা অনর্থক কথা-বার্তা বলতে থাকে, নিজ ঘরের সুখ-দুঃখ এবং শাশুড়ি-ননদের কথা বলতে শুরু করে। ঘন্টাখানেক সময় এতেই নষ্ট করে ফেলে। এসেছে ঔষধ নিতে অথচ গল্প জুড়ে দিয়েছে আর তিনি (আ:) ধৈর্য্য ও গাম্ভির্যের সাথে বসে থেকে তা শুনে যাচ্ছেন। মুখে বা ইঙ্গিতেও বলেন নি যে, চলে যাও, ঔষধ জেনে নিয়েছ এখন আবার কি কাজ, আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে; অবশেষে মহিলা দেখে যে, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে তাই তাড়াহুড়ো করে সে নিজেই ফিরে যায় আর ঘরও দুর্গন্ধ মুক্ত হয়।

একদা বেশ কয়েক জন গ্রাম্য মহিলা তাদের সন্তানদের (মসীহ্ মাওউদ (আ:)-কে) দেখাতে নিয়ে আসে, সে সময় অন্দর মহল থেকেও কয়েকজন মহিলা মিষ্টি শরবতের আশায় গ-াস হাতে নিয়ে সেখানে হাজির হয় যদিও তখন তাঁকে (আ:) ধর্মীয় প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছিল; আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে পৌছলাম। হঠাৎ করে দেখি, হযরত (আ:) নিশ্চল ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন যেভাবে ইউরোপবাসীরা জাগতিক ডিউটি প্রদানের সময় সদা-সতর্ক ও চৌকস দন্ডায়মান থাকে; আর পাঁচ-ছয়টি বাক্স খুলে রেখে ছোট ছোট শিশি-বোতল থেকে একেক জনকে একেক প্রকারের শরবত দিচ্ছেন। প্রায় তিন ঘন্টা যাবত এ বাজার চলতে থাকে আর হাসপাতালও খোলা থাকে। সুযোগমত আমি নিবেদন করলাম, হুযূর এটিতো বড়ই কষ্টদায়ক কাজ আর এভাবে অনেক মূল্যবান সময়ও নষ্ট হচ্ছে। খোদার কসম! তিনি আমাকে অভূতপূর্ব সন্তুষ্ট চিত্তে প্রশান্তির সাথে উত্তর দিলেন, এটিওতো সেরূপই ধর্মীয় কাজ। এরা হতদরিদ্র মানুষ, কোন হাসপাতালও নেই, আমি তাদের জন্য সবধরনের এ্যালোপ্যাথী আর ইউনানী ঔষধ সংগ্রহে রাখি যাতে সময়মত ত কাজে লাগে। তিনি আরো বলেন, এটি বড়ই পুণ্যের কাজ। সে-ই মহিলাদের জন্য তিন ঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে অথচ তিনি তখন একটি পুস্তক রচনায় ব্যস্তছিলেন যা দ্রুত লিখবারও প্রয়োজন ছিল। এতদসত্বেও তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করে তাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বলেন, এটি অনেক বড় পুণ্যের কাজ, মু'মিনের এসব ক্ষেত্রে অলস ও উদাসীন হওয়া উচিত নয়। আমি শিশুদের উলে-খ করেছি বটে, তবে আয়া-সেবিকাদের ব্যাপারেও তাঁর (আ:) রীতি এটিই ছিল। একজন বারংবার আসে আর কাংখিত জিনিষের দাবী জানায় এবং একই জিনিস বারবার চাইতে থাকে। একবারও তিনি বলেন নি, দুর্ভাগা বিরক্ত করে কেন, যা কিছু নেয়ার একবারেই কেন নিয়ে যায় না। অনেকবার আমি দেখেছি, তাঁর নিজের সন্তান ও অন্যান্য বাচ্চারা তার খাট দখল করে আছে আর তাঁকে খাটের পায়ের দিকে বসতে বাধ্য করেছে এবং তাঁকে শিশুসুলভ ভাষায় ব্যাঙ, কাক ও পাখির গল্প শোনাচ্ছে আর ঘন্টার পর ঘন্টা শুনিয়েই যাচ্ছে; হযরত সাহেব অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা শুনে যাচ্ছেন অর্থাৎ শিশুরা প্রত্যেকে নিজস্ব ভঙ্গিতে গল্প শোনাচ্ছে আর হযরত সাহেব এমন ভাবে শুনছেন যেন কেউ আল্লামা রুমীর 'মসনবী' শোনাচ্ছে। হুযূর শিশুদের মার-ধর করা বা বকা-ঝকার কঠোর বিরোধী ছিলেন। শিশু যতই কান্নাকাটি করুক, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করুক, প্রশ্ন করে বিরক্ত করুক, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করুক এবং কাল্পনিক এবং অস্তিত্বহীন বস্তুর বায়না ধরে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করুক না কেন তিনি কখনো মারতেন না আর বকাঝকাও করতেন না আর রাগের কোন লক্ষণও প্রকাশ করতেন না।' **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা:) সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা: ৩০৬)**

ঔষধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আমি প্রথমেও একবার বলেছি, আমাদের ডাক্তারদেরও এ আদর্শ নিজেদের সামনে রাখা আবশ্যক; তারা অন্যকোন কাজ পরিত্যাগ করে এ কাজ করছে না, তাই তাদের কর্তব্যই হলো রোগীদের দেখাশোনা করা। একজন ডাক্তারের জন্য সর্বদা রোগীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সুদৃষ্টি রাখা এবং উত্তম ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক আর বিশেষভাবে জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তারদের জন্য এটি একান্তই আবশ্যক কেননা অর্ধেক রোগ রোগীর সাথে সুন্দরভাবে কথা বলার ফলে দূর হয়ে যায়। তাই এদিকেও গভীর মনযোগ দেয়া প্রয়োজন।

অনেকে আবার তাঁর (আ:) সহানুভূতি আর দয়ার প্রেরণার সুযোগও নিত। হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা:) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, অমৃতসরের মুনশী গোলাম মুহাম্মদ একজন দক্ষ লিপিকার ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) শুরুতে অমৃতসরের মুনশী ইমাম উদ্দিনকে দিয়ে লিখানোর কাজ করাতেন। বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম তিন খন্ড, শাহনায়ে হক, সূরমা চশমায়ে আরিয়া প্রভৃতি তার দ্বারাই লেখানো হয়েছে। আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পুস্তকের একটি বৃহদাংশও তিনি লিখেছেন। কিন্তু এরপর তিনি মুনশী গোলাম মুহাম্মদকে দিয়ে কাজ করাতেন। তিনি (রা:) বলেন, মুনশী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবও বড় ভান করতেন। বিভিন্ন ভাবে নির্ধারিত বেতনের চেয়ে তিনি বেশী আদায় করে নিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) সবকথাই বুঝতেন কিন্তু হেসে তা উড়িয়ে দিতেন। শেখ সাহেব বলেন, একবার তিনি মসজিদে জোহরের নামায আদায়ের জন্য আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) নামাযান্তে কিছুক্ষনের জন্য বসলেন। তাঁর (আ:) এটিই রীতি ছিল, সাধারণত ফরয আদায় করে চলে যেতেন আবার কোন কোন সময় বসতেনও। তিনি (আ:) হাসলেন বরং একটু বেশিই হেসে বললেন আজ অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছে। আমি লিখছিলাম তখন মুনশী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে আর মুনশী সাহেবও জুতা হাতে নিয়ে চিৎকার করতে করতে পিছু ধাওয়া করেন আর বলছিলেন যে, বাইরে বেরো, আমি তোকে মেরেই ফেলবো, প্রাণে মেরে ফেলবো এবং এই করবো সেই করবো। হযরত আকদাস (আ:) এত চেঁচামেচি শুনে বাইরে এসে মুনশী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে? মুনশী সাহেব বলতেই থাকেন, না আজ আমি ওকে মেরেই ফেলবো। অবশেষে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) জিজ্ঞেস করেন, বলতো আসলে কি হয়েছে? তখন তিনি বলেন, আমি ওকে নতুন জুতো কিনে দিয়েছিলাম আর সে তা হারিয়ে ফেলেছে। হুযূর (আ:) হেসে বলেন, মুনশী সাহেব এতে এত চেঁচামেচির কি আছে? আমি জুতো কিনে দেবো।

প্রকৃতপক্ষে জানা নেই যে, মুনশী সাহেব আদৌ নতুন জুতো কিনেছিলেন কি-না তবে ছেলেকে নতুন জুতো প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল তাই এত হৈ-চৈ করেছেন।

তিনি লিখেন, তার আচার-আচরণ খুবই অদ্ভুত ছিল; বেতন-ভাতা ছাড়াও খোরাকী ইত্যাদির খরচও তিনি (আ:) দিতেন। খাবারও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর ঘর থেকেই খেতেন। তারপর কাপড়-চোপড় এবং শীতকালীন বিছানাপত্র, গরম কোট প্রভৃতিও নিতেন। তাসত্ত্বেও কথায় কথায় বিভিন্নভাবে বাড়তিও আদায় করতেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) কখনই অসন্তুষ্ট হতেন না বা তাকে কাজ থেকে ছাটাইও করেন নি বরং তার এই ঢং সহ্য করেও তাকে কাজে নিয়োজিত রাখেন। (হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা:) সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা: ৩৫৩-৩৫৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা:) সাহেব বর্ণনা করেন যে, ফকীর মুহাম্মদ নামের একজন কাঠমিস্ত্রী ছিলেন, তিনি আমাকে লিখিতভাবে বয়ান দিয়েছেন, চাষাবাদ আমাদের পেশা ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জমি চাষাবাদ করতো। একবার বৃষ্টি অনেক কম হয়েছে ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়; যা ছিল তা খাবারের জন্যও অপ্রতুল। এদিকে হযরত সাহেবের খাদেম হামেদ আলী সাহেব ফসলের নির্ধারিত অংশ নিতে আসেন। সবাই মিলে নিবেদন করলাম ফসল খুবই কম হয়েছে ভাগের অংশ যদি দেয়া হয় তাহলে আমাদের কি করে চলবে। হামেদ আলী সাহেব ফিরে গিয়ে হযরত সাহেবের কাছে এভাবেই বললেন। তিনি (আ:) বলেন, ঠিক আছে আগামী বছর ভাগের অংশ আদায় করো এখন ছেড়ে দাও। পরের বছর ফসল এত বেশি হয়েছে যে, দু'টো ভাগই আদায় হয়ে গেছে। বস্তুত তিনি (আ.) দরিদ্রদের উপর অনেক দয়া করতেন। **(সিরাতুল মাহ্দী, ৪র্থ খন্ড-অপ্রকাশিত বর্ণনা নাম্বার ১৩১১)**

তাই আহমদী কৃষকদের এটি স্মরণ রাখা উচিত, যেভাবে আমি ওয়াকফে জাদীদের নব বর্ষ ঘোষণার প্রাক্কালে সিন্ধুর কৃষকদের কথা বিশেষভাবে খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম 'থার' থেকে যে দরিদ্র লোকেরা আসে তাদের জন্য হৃদয়ে দয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করুন। প্রথমত তাদেরকে পারিশ্রমিক পুরো দিন আর যতটুকু সম্ভব তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। এটি এ অঞ্চলে তবলীগের এক বিরাট মাধ্যম।

কেবল মানুষই নয় অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও তাঁর মাঝে দয়ার প্রেরণা ছিল। মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের উপর অনুশীলন করে আল্লাহ্ তাআলার সকল বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ যা আঁ-হযরত (সা:)-এর মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তাঁর মাঝেও ছিল।

হযরত মিয়া বশীর আহমদ সাহেব (রা:) লিখেন, একবার মিয়া সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) ঘরের দরজা বন্ধ করে পাখি ধরছিলেন। হযরত সাহেব জুমআর নামাযের জন্য বাইরে যাবার সময় তাকে দেখে ফেলেন আর বলেন, মিয়া! ঘরের পাখি ধরতে

হয় না। যার মধ্যে দয়া নেই তার ঈমানও নেই। **(সিরাতুল মাহ্দী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা:১৯২)**

যেখানে তিনি (আ:) পাখির উপর দয়া করেছেন সেখানে ছোটদেরও উপদেশ দিয়েছেন, যদি নিজের ঈমান বাঁচাতে চাও তাহলে হৃদয়ে দয়ার চেতনা সৃষ্টি করো।

এরপর হযরত মিয়া বশীর আহমদ সাহেব (রা:) আরও বর্ণনা করেন, কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি তাকে পত্রে লিখেছেন, একদা একটি মোটা তাগড়া কুকুর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর ঘরে ঢুকে পড়ে। আমরা ছোটরা দরজা বন্ধ করে ওটাকে মারতে চাইলাম। কিন্তু কুকুর চিৎকার জুড়ে দিলে হযরত সাহেব শুনে ফেলেন আর তিনি (আ:) আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন ফলে আমরা দরজা খুলে কুকুরটিকে ছেড়ে দেই। **(সিরাতুল মাহ্দী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা:২৮-২৯ বর্ণনা নাম্বার ৩৪১)**

কোন প্রাণীর উপরও তিনি (আ:) অত্যাচার সইতে পারতেন না। কত আশ্চর্যজনক বিষয়! একজন দরিদ্রের জন্য দয়া আর সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে ক্ষমা এবং করুণা যাচনা করে দোয়া করছেন।

হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা:) বর্ণনা করেন যে, ১৮-২০ বছরের এক যুবক ছিল। সে অসুস্থ হলে তার আত্মীয়-স্বজন তাকে নিজ গ্রাম থেকে তাঁর (আ:) সমীপে নিয়ে আসে আর সে কাদিয়ানে তাঁর (আ:) কাছে কয়েক দিন অসুস্থ থেকে মারা যায়; তার কেবল বৃদ্ধা মা ছিল। হযরত আকদাস (আ:) নিয়মানুসারে মরহুমের জানাযার নামায পড়ান। নামাযে দীর্ঘ দোয়া পড়ার ফলে নামায লম্বা হয় যার ফলে অনেকের মাথা ঘুরতে থাকে। সালাম ফিরানোর পর তিনি (আ:) বলেন , এখন আমরা যার জানাযার নামায আদায় করলাম তার জন্য এত দোয়া করেছি যে, তাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে চলা-ফিরা করতে না দেখা পর্যন্ত আমরা দোয়ায় ক্ষ্যান্ত দেইনি। এ ব্যক্তি ক্ষমা লাভ করেছে জেনে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়। রাতে সেই ছেলের বৃদ্ধা 'মা' স্বপ্নে দেখেন, তার ছেলে বেহেশতে অতি আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সে বলছে হযরতের দোয়ায় আল-হ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর আমার উপর দয়া করেছেন এবং জান্নাতে আমায় স্থান দিয়েছেন। **(পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব রচিত 'তাযকিরাহ্ মাহ্দী' ১ম খন্ড পৃষ্ঠা:৮০)**

মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার নিকটবর্তী করা এবং সত্যকে চিনিয়ে দেয়া আর তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষায় তাঁর সহানুভূতির প্রেরণা এবং দয়া সর্বাধিক ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা:) বর্ণনা করেন, 'হযরত মখদুমুল মিল্লাত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা:) একবার বর্ণনা করেছেন, বাইতুদ্ দোয়ার উপর তলায় আমার কামরা ছিল। আমি সেটিকে বাইতুদ্ দোয়ার মত করে ব্যবহার করতাম। এখানে বসে দোয়ার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর আহাজারি শুনতাম। লাগোয়া কামরা ছিল বলে যখন হুযূর সেখানে দোয়া করতেন এবং নামায আদায় করতেন তখন আমি হুযূরের আকুতি-মিনতি শুনতে পেতাম। তাঁর আওয়াজ এত বেশি ব্যথাপূর্ণ ও বেদনাঘন ছিল যে, শ্রবণকারীর পিত্ত পানি হয়ে যেত আর তিনি এভাবে খোদার আস্তানায় আহাজারি করতেন যেন কোন মহিলা প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি মনযোগ সহকারে শুনে দেখি, তিনি প্লেগের আযাব থেকে খোদার সৃষ্টির রক্ষার জন্য দোয়া করেন, (যে যুগে প্লেগ হচ্ছিল) 'হে খোদা! যদি এরা প্লেগের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কে তোমার ইবাদত করবে?'

হযরত মখদুমুল্ মিল্লাত কর্তৃক বর্ণিত বিষয়ের সারকথা হলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও প্রত্যাখ্যান করার কারণে শাস্তি হিসেবে প্লেগের প্রাদূর্ভাব ঘটে; তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের হেদায়াত ও তাদের কল্যাণের জন্য এতবেশি দয়াপরবশ ছিলেন যে, শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা অগনিত হওয়া সত্ত্বেও এ আযাব দূর হবার জন্য তমসাচ্ছন্ন নির্জন রাতে কেঁদে কেঁদে এমন সময়ে দোয়া করতেন যখন বিরুদ্ধবাদীরা সুখ নিদ্রায় মগ্ন। বস্তুত আল-হ্র সৃষ্টির জন্য তাঁর সহানুভূতি এবং স্নেহ নিজ বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। **(হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা:) সাহেব সংকলিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জীবনী, পৃষ্ঠা: ৪২৮-৪২৯)**

মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও দয়ার এই হলো দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সত্যতা প্রমানের জন্য নিদর্শন দেখাচ্ছেন আর তিনি (আ:) বলছেন, তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর আর তাদের হৃদয়ে সত্যকে বুঝবার শক্তি সঞ্চারিত কর। এটাই হচ্ছে নিজ মনিবের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যখন মহানবী (সা:)-কে মানুষ আহত করে তখন পাহাড়ের ফিরিশতারা বলেছিল, আমরা কি তাদের উপর পাহাড়কে আছড়ে ফেলবো? তখন তিনি (সা:) বলেন, না; তাদের মধ্য থেকেই ইবাদতগুজার মানুষ সৃষ্টি হবে। তিনি তাদের জন্য দোয়াও করেন।

আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির আধ্যাত্মিক অবস্থা সংশোধনের কিরূপ মনোভাব

এবং কেমন সহানুভূতির প্রেরণা তাঁর মধ্যে ছিল, তাঁর (আ:) একটি উদ্ধৃতি থেকেও এর বহি:প্রকাশ হয়।

তিনি (আ:) বলেন, "আল্লাহ্ জাল্লা শানহু খুব ভালো ভাবে অবহিত আছেন যে, আমি আমার দাবীতে সত্য; আমি মিথ্যারটনাকারী, দাজ্জাল এবং কায্যাব নই। এ যুগে কায্যাব, দাজ্জাল এবং মিথ্যাবাদীর সংখ্যা কোন অংশেই কম নাই যে, খোদাতা'লা শতাব্দীর শিরোভাগেও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য নিজের পক্ষ থেকে সংস্কারক প্রেরণ না করে আর একজন দাজ্জালকে দন্ডায়মান করবেন। কিন্তু যারা সত্যকে বুঝেনা এবং বস্তুনিষ্ঠতাকে গুরুত্ব দেয়না এবং কুফুরীর প্রতি ধাবিত হয় আমি তাদের কি চিকিৎসা করবো? আমি সেই শুশ্রূষাকারীর ন্যায় যে নিজ অসুস্থ্য আত্মীয়ের দুঃখে মুহ্যমান।" এমন পরিচর্যাকারী, রোগীর সেবা-শুশ্রূষাকারী যে নিজ অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে নিপতিত। এ নির্বোধ জাতির জন্য একান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দোয়া করছি, 'হে সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী খোদা! হে হাদী ও পথ প্রদর্শক! এদের চোখ খুলে দাও আর তুমি তাদেরকে দৃষ্টি দাও এবং তাদের হৃদয় সমূহে সত্য এবং সঠিক পথের ইলহাম করো।' আমি বিশ্বাস করি, আমার দোয়া বৃথা যাবে না। কেননা আমি তাঁর পক্ষ থেকে আর তাঁরই দিকে আহবান করি। এটি সত্য যে, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে না হই আর এক মিথ্যাবাদী হই তাহলে তিনি এক মহা আযাব দ্বারা আমাকে ধ্বংস করবেন কেননা তিনি কখনই মিথ্যাবাদীকে এমন সম্মান প্রদান করেন না যা সত্যবাদীদের প্রদান করা হয়।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, লন্ডন থেকে প্রকাশিত, রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা:৩২৪)

একস্থলে তিনি আরও বলেন,

**"গালি-গালাজ শুনে তাদের জন্য দোয়া করি**

**দয়ার প্রবল আবেগে ক্রোধকে আমরা সংবরণ করেছি।"**

তারপরে আরেকস্থলে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিকে সঠিক পথে আনা এবং আযাব থেকে রক্ষার জন্য তিনি (আ:) বলেন, "ইহজাগতিক আকর্ষণ অধিকাংশ হৃদয়কে কলুষিত করে রেখেছে। খোদা এ কৌলুষকে দূর করুন, খোদা এ অন্ধকারকে দূরীভূত করুন, এ জগৎ ক্ষণভঙ্গুর আর মানুষ স্থায়িত্বহীন; কিন্তু উদাসীনতার চরম অন্ধকার অধিকাংশকে প্রকৃত অবস্থা বুঝা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সম্মানিত খোদার কাছে প্রত্যাশা যে, তিনি নিজ দুর্বল বান্দাদের পূর্ণ সহায়তা দেবেন। যেভাবে তারা বিভিন্নভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সেভাবেই তিনি তাদের নিরাময়ী মলম প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন যারা আলোকে অন্ধকার আর অন্ধকারকে আলো মনে করে। যাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদেরকেও পর্যুদস্ত ও লজ্জিত করবেন আর তাদেরকেও যারা এক খোদার স্নেহদৃষ্টিকে মূল্যায়ন করেনি, যা যথাসময়ে তাদের উপর পড়েছে (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর আগমন) আর এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বরং অজ্ঞদের ন্যায় সন্দেহে নিপতিত। তাই, যদি এ অধমের নিবেদন প্রভুর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে সে যুগ দূরে নয় যখন মুহাম্মদী (সা:) এর নূর এ যুগের অন্ধদের উপর প্রকাশিত হবে এবং ঐশী শক্তির নিদর্শনাবলী প্রদর্শিত হবে। (মকতুবাত আহমদ, ১মখন্ড পৃষ্ঠা:৪-৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী-১৮৮৩ সনে মীর আব্বাস আলী সাহেবের নামে লিখিত চার নাম্বার চিঠি)

সাধারণভাবে সৃষ্টির জন্য তাঁর সহানুভূতির আবেগ ছিল চরম পর্যায়ে কিন্তু যাদের চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ, যারা আলো দেখেও তাকে অন্ধকার বলে, যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞদের ন্যায় হঠকারিতার আশ্রয় নেয় আর সাধারণ জনতাকেও অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে তাদের জন্য দোয়া আসে না। মহত্তরের জন্য তুচ্ছকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তিনি যে তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন তাও দয়া এবং সহমর্মিতার প্রেরণার কারণে ছিল। নিঃসন্দেহে তিনি এ অভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য এটা করেছেন এবং সৃষ্টির অধিকাংশের সাথে সহানুভূতির প্রেরণার কারণেও করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাঁর (আ:) দোয়াকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা প্রদান করেছেন। প্রতিদিন আমরা দেখি যে, সদাত্মারা জামাতে প্রবেশ করছে, যাদের উপর আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপা বর্ষণ করেন আর এভাবে মুহাম্মদ (সা:)-এর জ্যোতি বিশ্বে বিস্তৃত হচ্ছে। আজ আমরা অর্থাৎ মুহাম্মদী মসীহ্ (আ:)-এর দাসদের কর্তব্য, তাঁর (আ:) দোয়াসমূহকে নিজেদের দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করা আর তাঁর (আ:) দোয়া থেকেও অংশ লাভ করা। তাঁর (আ:) শিক্ষামালাকে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে অবলম্বন করে খোদার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি বেশি দোয়া করা; যাতে যে মুহাম্মদী জ্যোতির বিস্তারকল্পে বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) আবির্ভূত হয়েছেন আমরাও এতে 'নাহনু আনসারুল্লাহ্'র ধ্বনি উচ্চকিত করে শামিল হতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

**(হুযূর আনোয়ার (আই:)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক পুনরায় অনুদিত)**

# ইসলামী খিলাফত

'খিলাফত' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে খিলাফতের স্বরূপ কী তা জানতে হবে। 'খিলাফত' শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত, বা পরে আসা। খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত মহান ব্যক্তিকে ইসলামী পরিভাষায় বলে 'খলীফা'। নবীর মাধ্যমে প্রথম কুদরত (অর্থাৎ শক্তি ও মহিমা) দেখানোর পর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মু'মিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে দ্বিতীয় কুদরত দেখিয়ে থাকেন। খিলাফতই এ দ্বিতীয় কুদরত। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম তাঁর আল ওসীয়্যত পুস্তকে বলেন, 'সে সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন। নবীর মৃত্যুর পর যখন বহু বিপদ উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে, এবার নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের প্রত্যয় হয়, এখন এ জামাআত পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামাআতের লোকেরাও চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তাদের কোমড় ভেঙ্গে পড়ে। কোন কোন হতভাগ্য মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তাআলা পুনরায় তাঁর মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাআতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তারা খোদা তাআলার এ অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন যেভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা.) সময় হয়েছিল'।

'খলীফা' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বলেছেন, 'খলীফার অর্থ হলো স্থলাভিষিক্ত। যিনি ধর্মের সংস্কার করেন এবং একে সঞ্জীবিত করেন। নবীর যুগের পর যে অন্ধকার নেমে আসে তা দূর করার জন্যে যারা তাঁর স্থলে আসেন তারাই খলীফা (মালফুযাত, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮৩)। আসলে খিলাফত নবুওয়তের পরি-শিষ্টবিশেষ।

আল্লাহ্ তাআলা নিজ কাজ সম্পাদন করার জন্যে কতগুলো নিযাম বা সংগঠন অথবা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। খিলাফত এর অন্যতম। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বে তাঁর ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দানের লক্ষ্যে খিলাফতের ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করেছেন। ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সাধারণত ৪ প্রকার খিলাফতের কথা জানতে পারি। (১) প্রথম খলীফা হলো মানুষ। আল্লাহ্ গুপ্তধন ছিলেন। তিনি চাইলেন প্রকাশিত হতে তাই তিনি মানবকে নিজ গুণাবলীর বিকাশক হিসেবে সৃষ্টি করলেন। যেভাবে হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী শরীফের এক হাদীসে আমরা জানতে পারি–খলাক্বাল্লাহু আদামা 'আলা সূরাতিহী অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে তাঁর আকৃতি অর্থাৎ গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র কোন আকার আকৃতি নেই। তাঁর গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমেই তিনি তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের কাছে দেখা দেন। তাঁর গুণাবলীর বিকাশ ঘটে মানুষের মাধ্যমে। সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছে ইনসানে কামেল অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ মানব হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষ হলো আল্লাহ্র খলীফা।

(২) দ্বিতীয় প্রকার খলীফা হলেন নবী রসূলগণ। তাঁরা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হয়ে পৃথিবীতে আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে আবির্ভূত হন। যেদিন মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ করলো সেদিন তিনি ফিরিশ্তাদের ডেকে বলেছিলেন, **ইন্নি যাইলুন ফিল আরযি খলীফা** অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাতে যাচ্ছি (সূরা বাকারা ঃ ৩১)। এভাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রসূল সবই খলীফাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র খলীফা। হযরত আদম হলেন সর্বপ্রথম নবী এবং খলীফাতুল্লাহ্।

(৩) আমরা আর এক প্রকার খলীফার শ্রেণীভেদ করতে পারি। এঁরা যদিও নবী বা রসূল অথচ এঁরা একজন নবীর খলীফা হয়ে তাঁর কাজ সম্পাদন করে থাকেন। যেমন হযরত হারূন (আ.)। তিনি নবী হয়েও হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করেছিলেন বনী ইসরাঈলের মাঝে। বনী ইসরাঈলের এরকম আরও অনেক নবীর কথা জানা যায় (সুরা মায়েদা ঃ ৪৫)। কুরআন শরীফের সূরা নূরের সপ্তম রুকূতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে খলীফা বানিয়েছিলেন (সূরা নূর ৫৬ আয়াতাংশ)। এটা আয়াতে ইস্তিখলাফ নামে খ্যাত। এ আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) লিখেছেন, 'আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে হারূন, যশুয়া, দাউদ এবং সুলায়মান (আ.)-কে খলীফা করেছিলেন তেমনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও খলীফা করবেন (তফসীর কবীর ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)।

(৪) নবীর আরব্ধ কাজকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নবীর পরে এক প্রকার খলীফা মনোনীত করে থাকেন। এদেরকে বলা হয় খলীফাতুর রসূল। নবীর পরে খলীফার আগমন আল্লাহ্‌র আদি ও অকৃত্রিম বিধান। পৃথিবীতে এমন কোন নবী নেই যার পরে খলীফা আগমন করেননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও বলেছেন, **মা কানাত নবুওয়াতা কাত্তু ইল্লা তাবিয়াতাহা খিলাফাতুন** অর্থাৎ এমন কোন নবুওয়ত নেই যার পরে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি (কনযুল উম্মাল, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১৯)।

নবী রক্তমাংসের মানুষ তাই তাঁকে এক সসীম জীবনে নিজ কাজ সাধন করে যেতে হয়। তাঁর কাজকে পূর্ণরূপ দেয়ার জন্যে তাঁর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই খিলাফতের আর এক ধারা আরম্ভ হয়ে যায়। এটা প্রাকৃতিক কারণেও প্রয়োজন। নবী যে বাগান রচনা করে যান তাঁর অন্তর্ধানে এ বাগান মালীবিহীন হয়ে যায়। তাই এ বাগানের পরিচর্যা করার জন্যে নবীর প্রেরণ-কর্তা নিজেই খিলাফতের ব্যবস্থা করে থাকেন। নবীর মৃত্যুর পরে খিলাফতের ব্যবস্থা না থাকলে নবী পাঠানোর পুরো প্রক্রিয়াটাই দুর্বল এবং ব্যাহত হয়ে যেতো। তাই নবুওয়তের পর খিলাফতের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা এভাবেও বলা যায়, আলো যতই দূরে যায় এর প্রখরতা ততই স্তিমিত হতে থাকে। সেই আলোকে আরও প্রখর করতে হলে বা দূরবর্তী স্থানে পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন চিমনির। আলো দূরে পৌঁছানোর জন্যে আমরা স্টীমার বা লঞ্চে সার্চ লাইটের ব্যবস্থা দেখে থাকি। নবীর পরবর্তীকালে খিলাফত সেই সার্চলাইটের কাজ করে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূরের ৩৬ আয়াতে এ রকম একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। নবীকে তুলনা করা হয়েছে 'মিসবাহ্' অর্থাৎ প্রদীপের সাথে এবং তাঁর পরবর্তী খিলাফতকে তুলনা করা হয়েছে 'মিশকাত' তথা দেয়ালের কোটর বা তাকের সাথে।

খলীফার পদটি একটি ঐশী ও পবিত্র পদ। অথচ ইসলামের শত্রুদের প্ররোচনায় এ পদটিতে বিকৃতি ঘটিয়ে দরজী, হাজাম এবং তথাকথিত পীরের প্রতিনিধিদের নাম রাখা হয়েছে খলীফা। এটা বড়ই দুঃখজনক। নবুওয়তের পর খিলাফত দ্বিতীয় কুদরত বিশেষ এটা আগেই বলেছি। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক আল ওসীয়্যতে বলেছেন,

'হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তাআলার বিধান এটাই, তিনি দুটি শক্তি দেখান যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি উল্লাস ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। অতএব এখন খোদা তাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্যে আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি এতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। তোমাদের মন যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কারণ তোমাদের জন্যে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন আর এর আগমন তোমাদের জন্যে শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্যে সেই দ্বিতীয় কুদরত পাঠাবেন। এটা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে' (পৃষ্ঠা ১৪ ও ১৫ বাংলা সংস্করণ)।

এতক্ষণের আলোচনায় এটা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো, খিলাফত আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সুন্নত ও রীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। কোন মানবীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় না। আয়াতে ইস্তিখলাফের 'লাইয়াসতাখলিফান্না' অংশের 'লামে' তাকীদ এবং 'নূনে' সাকী'লা থাকায় আমরা বুঝতে পারি খিলাফত অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা প্রতিষ্ঠা করবেন। এতে মানুষের কোন কৃতিত্ব থাকবে না।

আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে পূববর্তীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনিভাবে তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। আয়াতে ইস্তিখলাফে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের সাথে এ প্রতিশ্রুতি করেছেন। তবে শর্ত এই, মু'মিন ও সৎকর্মশীল হতে হবে। অন্য কথায় মু'মিন সৎকর্মশীলদের মাঝেই খিলাফত থাকবে। খিলাফত মু'মিন ও সৎকর্মশীল হওয়ার একটি মানদন্ডও বটে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সুন্নত এবং নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেন না। সুতরাং একথা কিভাবে বলা যায়, আল্লাহ্ তাআলা অতীতে নবীদের অন্তর্ধানের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মু'মিনদের মাঝে আর এখন মু'মিন সমাজ খিলাফতবিহীন থাকবে? এটা হতে পারে না। আসলে আল্লাহ্ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অন্তর্ধানের পর পরই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোন ইতিহাস পাঠকের এটা অজানা নয়। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলা যায়, খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মানবীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তা-ই যদি হতো তাহলে 'খিলাফত আন্দোলন' অবশ্যই সফলতা

লাভ করতো। আমরা জানি, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুরস্কের নাম মাত্র খলীফা আব্দুল হামিদের পতনের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কত জোরে শোরে খিলাফত আন্দোলন চলছিলো। হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ মৌলভী একত্র হয়ে কোশেষ করলো, কত জিহাদের হুঙ্কার দেয়া হলো কিন্তু এটা ফলপ্রসূ হলো না। আলী ভ্রাতৃদ্বয় সেই যে বিলেতে পারি জমালেন আর দেশে ফিরলেন না। খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলো। অথচ সেই সময় আল্লাহ্ তাআলা নিজ মহান রসূল (সা.)-এর দেয়া প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত' অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেন তা আজ শত বর্ষ ধরে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা খিলাফত আন্দোলনের হোতা ছিলেন তাদের অনেকেই এ ঐশী খিলাফত থেকে উপকৃত হতে পারেন নি।

খলীফার কাজ সম্বন্ধে আমরা আয়াতে ইস্তিখলাফে জানতে পারি। সাধরণত নবী ও খলীফার কাজের মাঝে খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ব্যক্তিত্ব এবং সময়ের চাহিদার। নবী রসূল আসেন পদস্খলিত মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবার জন্যে। খলীফার কাজ সম্পর্কে আয়াতে ইস্তিখলাফে বলা হয়েছে–তাদের মাধ্যমে (১) মু'মিনদের জন্যে তাঁর মনোনীত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন (২) ভয়ের অবস্থার পর মু'মিনদেরকে নিরাপদ অবস্থায় এনে দিবেন। (৩) খলীফাদের প্রতি সঠিক আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে যে মু'মিনরা শিরক ও বি'দাত থেকে মুক্তি পাবে। যারা এ খলীফার অবাধ্য হবে পরিশেষে তারা ফাসেক বা দুষ্কৃতিপরায়ণ বলে পরিগণিত হবে।

আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত ধর্মের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে ঐশী নির্দেশে এটা সময়ের প্রয়োজনের তাগিদে এর অনুসারীদের পথ প্রদর্শন করে থাকে। নবীর অন্তর্ধানের পরে আল্লাহ্ তাআলা খলীফার মাধ্যমে এ কাজ পরিচালনা করে থাকেন। নবীর মৃত্যুর পর তার উম্মতের মাঝে একটি ভয়ের অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমনটি হয়েছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর। আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে নেতৃত্ব নিয়ে এক সংঘর্ষ বাঁধার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা.)কে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং মুসলিম উম্মতকে এক কঠিন বিপর্যয়ের অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। প্রত্যেক ইতিহাসের পাঠক এটা অবগত আছেন। যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মৃত্যুর পরেও এমন এক ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত হাফেয আলহাজ্জ হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে জামাআত এ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.)-এর সময় জামাআতের বিশিষ্ট ও পন্ডিত লোকেরা খিলাফতের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও কল্যাণ খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাই এ সময়েও জামাআত রক্ষা পেয়ে যায়। মু'মিন সমাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের গলায় খিলাফতের প্রতি ইতাআত ও আনুগত্যের লাগাম পরে নেয়। খিলাফত থেকে যখন যে নির্দেশ আসে তারা 'লাব্বায়েক' বলে এতে সাড়া দেয়। তাই তারা সব ধরনের শিরক ও বিদা'ত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ তাআলা আগেই খলীফাকে মু'মিন সমাজের ঈমানের জন্যে ক্ষতিকর বিষয়াদি সম্বন্ধে জানিয়ে দেন। খলীফাও যথা সময়ে তাঁর জামাআতকে এ প্রসঙ্গে হুশিয়ার করে দেন এবং তাহরীকের মাধ্যমে এ ক্ষতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার পন্থা ও পদ্ধতি বাত্লিয়ে দেন। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রত্যেক আহমদী নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন।

খলীফা নবীর প্রতিবিম্ব। আগেই উল্লেখ করেছি, খলীফা নবীর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্যেই মনোনীত হয়ে থাকেন। সুতরাং সেসব ব্যক্তিই খলীফা মনোনীত হয়ে থাকেন তাঁদের মাঝে নবী হওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান থাকে। নবীর আগমন সময়ের প্রয়োজন এবং আল্লাহ্র চাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সেসব কামেল ব্যক্তিগণ আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক খিলাফতের ভূষণে ভূষিত হন যাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র রঙ্গে রঙ্গীন করেন এবং 'ফানা ফির রসূল' অর্থাৎ রসূলের মাঝে বিলীন হয়ে এ মাকাম ও মর্যাদা লাভ করে থাকেন। তাই খলীফার ইতাআত ও আনুগত্য ঈমানের অঙ্গ। যেভাবে নবীর আনুগত্য না করলে শিরক করা হয় তেমনি খলীফার আনুগত্য না করলেও শিরক করা হয়। একজন বুযুর্গ খিলাফতের মাকাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'খিলাফতের মাকাম হুকুম দেয়ার আর আমাদের ফরমাঁবরদারীর'। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদের সূরা নিসাতে বলেছেন, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ আত্বিউল্লাহা

ওয়া আত্বিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আদেশের আলোকে আদেশ দেয়ার অধিকারী তাদের আনুগত্য কর (৬০ আয়াত)। উলীল আমরদের মাঝে খলীফার কথা আসে সবার আগে। সূরা নূরের আয়াতে ইস্তিখলাফে বলা হয়েছে, যারা খলীফার আনুগত্য করে না তারা ফাসেক বা দুষ্কৃতকারী অবাধ্য। তারা শির্‌ক ও বিদা'তে লিপ্ত হয়ে ঈমানের মাকাম থেকে পদস্খলিত হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়। কেননা, ঈমানের মাকাম ও আনুগত্যের মাকাম বলতে গেলে একই মাকাম। কথাটা একটা উদাহরণ দিয়ে বল্‌লে পরিষ্কার হতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা ফিরিশ্‌তাদের বললেন আদমকে সিজদা করার জন্যে। সবাই সিজদা করলো। কিন্তু ইবলীস করলো না। ফলে সে কাফিরে পরিণত হলো। ইবলীস কিন্তু আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ঠিকই। কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফা হযরত আদমকে মান্য না করার কারণে অস্বীকারকারীতে পরিণত হলো। সুতরাং যুগ-খলীফাকে না মান্য করলে আমরা যতই ঈমানের বড়াই করি না কেন, যতই ইবাদত বন্দেগী করি না কেন এর কোন মূল্যায়ন হয় না আল্লাহ্‌র কাছে।

খিলাফতের মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের একটা কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। খলীফা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সিদ্ধান্ত সবার ওপর কার্যকর। তিনি কারও পরামর্শ নিলেন কি নিলেন না বা তাঁর সিদ্ধান্ত কারও মন:পূত হোক বা না হোক সে সম্পর্কে খুঁত অন্বেষণ করার অধিকার আমাদের নেই। খলীফা আমাদের কাছ থেকে যদি কোন পরমর্শ তলব করেন তবে সেটা আমাদের সৌভাগ্য। এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ও আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। নেযামে খেলাফত যে শুধু খলীফার মাঝে সীমাবদ্ধ তা-ই নয়। খলীফার অধীনস্থ যে শৃঙ্খল বা যাকে বলা যেতে পারে চেইন অব কমান্ড এরাও নেযামে খিলাফতের সিলসিলা বা শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যে এদেরও পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে। এটা না হলে খিলাফতের আনুগত্যও পরম পর্যায়ে হবে না। এ প্রসঙ্গে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি উক্তি উপস্থাপন করছি ঃ তিনি (সা.) বলেছেন ঃ *মান আত্বাআ আমীরি ফাক্বাদ আত্বাআনি ওয়ামান আসা আমিরি ফাক্বাদ আসানি* অর্থাৎ যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করে সে আমার অবাধ্যতা করে (বুখারী ও মুসলিম)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমীরের আনুগত্য করাও নবী বা তাঁর খলীফার আনুগত্যের অন্তর্গত। আমীরের যথাযথ আনুগত্য না করার ফলে এমনসব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত খলীফার আনুগত্যের শৃঙ্খলও হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ইসলামের ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কুরআন করীম খলীফাকেও 'হাবলুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌র রজ্জু বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, **'ওয়া তাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়াঁওয়ালা তাফাররাকু,** অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে আঁকড়িয়ে ধর বিভেদ সৃষ্টি করো না (সুরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)। তাই খিলাফতের রজ্জুর সাথে সব সময় নিজেকে সংযুক্ত রাখার মাধ্যমেই আমাদের ঈমানকে আমরা নিরাপদ রাখতে পারি। খলীফা ও নেতার আনুগত্য সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর একজন হাবশী গোলাম খলীফা হলেও তার আনুগত্য কর। কেননা, আমার পর যে জীবিত থাকবে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সেই সময় যারা আমার সুন্নত এবং সৎপথ প্রাপ্ত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঠিকভাবে তাদের আনুগত্য করবে তারা বিদা'ত থেকে রক্ষা পাবে। কেননা, প্রত্যেক বিদা'তই পথভ্রষ্টকারী এবং পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যায় (মিশকাত)। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রিয় উম্মত ৩৩ বছর যেতে না যেতেই তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে খিলাফতের নিযাম ধ্বংস করে নিজেদের ওপর মৃত্যুসম অবস্থা আনয়ন করে। নানা প্রকার দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর খিলাফতের মহান আশিস থেকেও সত্যিকার অর্থে বঞ্চিত হয়ে যায়। ইতিহাস পাঠক মাত্রই এ বিষয়ে অবহিত আছেন। আজও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। মুসলমান বিশ্বের এ দূরবস্থা আজও কাটেনি। আর যতদিন মুসলিম বিশ্ব খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া আহমদীয়ার মান্যকারী না হবে তাদের ললাটে দুঃখ দুর্দশা ছাড়া আর যে কিছুই নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.) আমাদেরকে খিলাফতের রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি

বলেছেন, 'হে বন্ধুগণ! আমার শেষ উপদেশ এই, সব কল্যাণ ও আশিস খিলাফতের মাঝে রয়েছে। নবুওয়ত একটি বীজের ন্যায় হয়ে থাকে যার পরে খিলাফত এর প্রভাবকে বিশ্বে প্রতিফলিত করতে থাকে। তোমরা খিলাফতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং এর আশিসের মাধ্যমে বিশ্বকে আশিসমন্ডিত করতে থাক, যাতে খোদা তাআলা তোমাদের প্রতি কৃপা করেন আর ইহকাল ও পরকালে তোমাদের মর্যাদা দান করেন' (আল ফযল, ২০ মে, ১৯৫৯)।

খলীফা যদিও আপাত দৃষ্টিতে মু'মিন সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন কিন্তু মূলত এর পেছনে আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য হাত কাজ করে থাকে। আয়াতে ইস্তিখলাফ অনুযায়ী তিনিই মু'মিন ও সৎকর্ম সম্পাদন কারীদের মাঝে নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। সুতরাং খলীফা একবার মনোনীত হলে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তার খিলাফত কেড়ে নিতে পারে না। এমন কি খলীফা নিজেও খিলাফতের পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন না। যদি পারতেন তাহলে হযরত উসমান (রা.)-কে অমন করুণভাবে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে হতো না। হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পূর্বাহ্নেই হযরত উসমান (রা.)কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমাকে একখানা চাদর পরানো হবে। লোকেরা সে চাদর খুলে ফেলতে চাইবে। তুমি যদি সে চাদর খুলে ফেলতে রাজী হও তবে জান্নাত পাবে না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আমাকে পাবে না। হযরত উসমান যখন বিদ্রোহীদের কর্তৃক অবরুদ্ধ হলেন তখন তাঁর কোন কোন শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে ইস্তফা দিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যে বাড়ীতে তাঁকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল তিনি সেই বাড়ীর ছাদে উঠলেন এবং হুযূর (সা.)-এর সেই উক্তির প্রসঙ্গ টেনে তেজস্বী ভাষায় এক খুতবা দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের পাষাণ হৃদয় এতে বিগলিত হলো না। পরিশেষে কি করুণ ভাবেই না তাঁকে শাহাদত বরণ করতে হলো!

আল্লাহ্ তাআলা খলীফাগণের হৃদয়ে সাহসিকতার আলো ফুঁকে দেন। তা না হলে তাঁরা এত কঠিন বিপদাবলীর মাঝেও নিজেদের পথে সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। আহমদী জামাআতের প্রথম খলীফা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর সময় কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি সদর আঞ্জুমানকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত মনে করে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থপান করলে তিনি কঠোরভবে এর মোকাবেলা করেন। কোন এক উপলক্ষ্যে তিনি (রা.) বলেন, 'আমাকে কোন ব্যক্তি বা আঞ্জুমান খলীফা নিযুক্ত করেনি। আমি কোন আঞ্জুমানকে এর যোগ্য মনে করি না যে খলীফা নিযুক্ত করে। আমি আবার বলছি, আমাকে কোন আঞ্জুমান খলীফা নিযুক্ত করেনি আর আমি এর নিযুক্তির কোন মূল্যও দেই না। এর পরিত্যাগে আমি থু থুও নিক্ষেপ করি না। আমার কাছ থেকে খিলাফতের চাদর ছিনিয়ে নেয় এমন ক্ষমতা কারও নেই (বদর, ৪ জুলাই, ১৯১২)।

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'একমাত্র তিনিই (অর্থাৎ খোদা তাআলা) আমাকে খিলাফতের চাদর পরিয়েছেন অন্য কেউ নয়। আমি এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং একে সম্মান করা আমার কর্তব্য মনে করি' (বদর, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১২)।

লাহোরের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'খিলাফত মনোহারী দোকানের সোডা ওয়াটারের বোতল নয়। তোমরা এ ব্যাপারে গোলমাল করে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। তোমাদের কেউ খলীফা বানাবে না। আমার জীবদ্দশায় কেউ খলীফা হতে পারবে না। আমি মারা গেলে সেই ব্যক্তি দাঁড়াবেন যাকে খোদা তাআলা দাঁড় করাবেন। খোদা স্বয়ং তাঁকে দাঁড় করাবেন.....তোমাদের কথায় আমি খিলাফতচ্যুত হতে পারি না। আর আমাকে খিলাফতচ্যুত করে এমন শক্তি কারও নেই' (বদর, জুলাই, ১৯১২)।

সুতরাং দেখা যায়, খলীফা কোন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি নন। তিনি কারও কথায় পদচ্যুতও হতে পারেন না বা ইস্তেফাও দিতে পারেন না। আল্লাহ্ তাআলা যতদিন চাইবেন বিশ্বস্ততার সাথে জীবনকে বাজী রেখে তাকে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তারা আল্লাহ্ তাআলার কোপানলে পতিত হবে।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে প্রদত্ত নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে হযরত নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত বা নবুওয়তের পদ্ধতিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে একবার খলীফা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণিত এবং মিশকাত (পৃঃ ৪৬১) কর্তৃক সংকলিত হাদীসে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এতে পুনঃ শেষ যুগে এভাবে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত

প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মূল হাদীস উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকলাম। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হে সালামের মাধ্যমে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নবুওয়তের পদ্ধতিতে পরবর্তী যুগে খিলাফত প্রতিষ্ঠাকারীকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লাম 'খলীফাতুল্লাহিল মাহদীয়া' বলে অভিহিত করেছেন (আহমদ, বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ দ্রষ্টব্য)।

মৌলভী মাওদূদী সাহেবও তার সীরাতে সারওয়ারে আলম (পৃষ্ঠা ৩৮৭) এবং ইসলামী রিনেসাঁ আন্দোলন (পৃষ্ঠা ২৫, ১২১) নামক পুস্তকে ইমাম মাহদী (আ.)-কে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠাকারী বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কিভাবে এ খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে সে সম্বন্ধে কুরআন হাদীসের শিক্ষা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের বিপরীত এক উদ্ভট ধারণা তিনি উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, *আরাদতু আসতাখলিফা ফা খালাক্বতু আদামা* অর্থৎ আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করলেন তাই এ আদমকে সৃষ্টি করলেন (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৪৯৬)।

আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের প্রথমিক অবস্থায়ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমান খিলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ (আ.) আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সংবাদ পেয়ে তাঁর আল ওসীয়্যত পুস্তকে লিখিছেন ঃ

"তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন। এর আগমন তোমাদের জন্যে শ্রেয়'। তিনি আবার লিখেছেন, 'সেই দ্বিতীয় কুদরত (অর্থাৎ খিলাফত) আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্যে সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন। এটা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে। এটা খোদাতাআলা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে অঙ্গীকার করেছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নয়। সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্যে। খোদা তাআলা বলেছেন, আমি তোমার অনুবর্তী জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দান করবো।"

১৯০৮ সালে যে খিলাফত ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে তা একশ বছরে পদার্পণ করছে। এটা কিয়ামতকাল অবধি মু'মিন ও সৎকর্ম সম্পদানকারীদের মাঝে অর্থাৎ আহমদী জামাআতে যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন জাগে, খিলাফতের শৃঙ্খল যদি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তবে আমাদের আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মুজাদ্দিদ আসার সুযোগ কোথায়? জামাআতের পুস্তকাদি পাঠ করলে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বক্তৃতা থেকে জানা যায়, আগামীতে মুজাদ্দিদ এলে যামানার খলীফাই তা হবেন। আগেই আলোচনা করেছি, খলীফা সেই ব্যক্তিই হন যিনি নবী এবং মুজাদ্দিদ হওয়ার যোগ্য। মৌলিকভাবে নবী, খলীফা এবং মুজাদ্দিদের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ফযিলতের এবং সময়ের। প্রয়োজন হলেই খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি মুজাদ্দিদ প্রভৃতি বলে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন। মুজাদ্দিদিয়তের স্রোত খিলাফতের স্রোতের মাঝে সম্পৃক্ত। খিলাফত একটি নিয়ামত। নবুওয়তের পরই খিলাফতের আশিস ও কল্যাণ। আর তা খলীফার জন্যে এবং তাঁর অনুসারীদের জন্যে তো বটেই। বর্তমান যুগের খিলাফত আমাদের জন্যে কিভাবে আশিস ও কল্যাণমন্ডিত হয়েছে তা প্রত্যেক আহমদী মাত্রই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং করবেন।

পরিশেষে খিলাফতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত সব মুসলিম ভাই বোনকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন খিলাফতের ইতায়াতের শৃঙ্খলে নিজেদের আবদ্ধ করে এ ঐশী অমিয় ধারায় অবগাহন করে অভিসিক্ত হোন। পৃথিবীর কোথায়ও এর বিকল্প নেই। এর সাথে যারা সংবদ্ধ তারা আল্লাহ্র ক্রোড়ে উপবিষ্ট। যারা বাইরে তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের ন্যায়। ধ্বংস তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আহমদী ভাই বোনদের বলছি, আসুন আমরা আবার এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই, আমরা আমাদের প্রাণ সম্পদ সম্মান উৎসর্গ করে হলেও খিলাফতের সুরক্ষার জন্যে নিজেদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টারত থাকবো এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে এ সম্পর্কে যথারীতি নসীহত ও ওসীয়্যত করে যেতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্।

**আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

# বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

(পূর্ব প্রকাশিত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৬ সংখ্যার ধারাবাহিকতায়)

*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বয়আতের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহ খুবই আকর্ষণীয় রূপে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। যা সংকলিত করে "শারায়াতে বাইয়াত আওর আহমাদী কী জিম্মাদারীয়াঁ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত পুস্তকের বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে 'পাক্ষিক আহমদী'তে প্রকাশ করা হচ্ছে। হুযূর (আই.)-এর দিকনির্দেশনামূলক এই পুস্তকের আঙ্গিকে আল্লাহ্ তাআলা বয়আতের শর্তসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের তদনুযায়ী জীবনযাপনের তৌফিক দান করুন, আমীন!*

## বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত

***মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, উহার শিকারে পরিণত হবে না।***

এই একটি শর্তে যে নয় প্রকারের পাপ উল্লেখিত হয়েছে, প্রত্যেক বয়আতকারীকে – প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে যে নিজে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআতে অন্তর্ভুক্তির দাবী করে–তাকে ওই পাপসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে।

### সবচেয়ে বড় পাপ–মিথ্যা

প্রকৃতই সবচেয়ে বড় পাপ হলো মিথ্যা। এ কারণেই কোন ব্যক্তি যখন আঁ হযরত (সা.) এর সমীপে আবেদন জানালো যে আমাকে এমন কোন উপদেশ দিন যা আমি পালন করতে পারি, কেননা আমার মাঝে বহু পাপাচার বিদ্যমান এবং সে সব পাপ কর্ম আমি একই সাথে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবো না। তিনি (সা.) বললেন, 'এ প্রতিজ্ঞা করে নাও যে–সর্বদা সর্বাবস্থায় সত্য বলবে, মিথ্যা কখনও বলবে না'। এ কারণে একে একে তার সব দোষত্রুটি ও পাপ দূর হয়ে গেল। কেননা যখনই কোন পাপকর্ম করার ইচ্ছা তার জাগতো সাথে সাথে তার মনে পড়তো যে, ধরা যদি পড়ে যাই তবে আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে তা উত্থাপিত হবে আর 'মিথ্যা বলবো না' বলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি। এবারে সঠিক কথা বললে হয় লজ্জিত হতে হবে নয়তো শাস্তি পেতে হবে। এর প্রভাবে ধীরে ধীরে তার যাবতীয় পাপাচার দূর হয়ে গেল। আসলে সকল পাপের মূলই হলো মিথ্যা।

এবারে আমি বিষয়টি খোলাসা করে বর্ণনা করছি। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ﴿۳۱﴾

জালিকা ওয়া মাই ইউআ'যিম হুরুমাতিল্লাহে ফাহুওয়া খাইরুল্লাহু ই'নদা রাব্বিহি ওয়া উহিল্লাত লাকুমুল আনআ'মু ইল্লা মা ইউত্লা আ'লাইকুম ফাজতানিবুর রিজ্সা মিনাল আওছানে ওয়াজতানিবু কাওলায্ যুরে

(আল হাজ্জ ঃ ৩১)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো ঃ

আর যে-ব্যক্তিই ওইসবের সম্মান করবে যাকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন, তাহলে সেটা তাদের জন্য তাদের প্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল (বৈধ) করা হয়েছে সেটা ব্যতীত যার উল্লেখ তোমাদের কাছে করা হয়েছে। অতএব প্রতিমা-মূর্তির অপবিত্রতা থেকে নিবৃত্ত হও আর মিথ্যা বলা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হও।

এখানে অংশীবাদীতা (শির্ক)-র সাথে মিথ্যাকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন ঃ

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۴﴾

আলা লিল্লাহিদ্দিনুল খালিসু ওয়াল্লাযিনাত্ তাখাযু মিন দুনিহি আওলিয়াআ মা না'বুদুহুম ইল্লা লি ইউক্বার্রিবুনা ইলাল্লাহি যুল্ফা।

ইন্নাল্লাহা ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম ফি মাহুম ফিহি ইয়াখ্‌তালিফুন। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্‌দি মান হুওয়া কাযিবুন কাফ্‌ফারুন।

(আয্ যুমার ঃ ৪)

অনুবাদ ঃ সাবধান! প্রকৃত ধর্ম আল্লাহ্‌রই প্রতাপ ও মহিমা প্রকাশক হয়ে থাকে আর সেইসব লোক যারা আল্লাহ্ ব্যতীত (অন্যদের) বন্ধু নির্ধারণ করে নিয়েছে (বলে থাকে যে) আমরা সেই উদ্দেশ্যেই তাদের ইবাদত করি যেন তারা আমাদের আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে নিয়ে নৈকট্যের উন্নত স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। নিশ্চয় এতদুভয়ের (মধ্যকার) মীমাংসা আল্লাহ্ করবেন যার মধ্যে তারা প্রভেদ করে থাকে। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের হেদায়াত দেন না যারা মিথ্যাবাদী ও অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর ইবনুল আ'স বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির মাঝে চারটি এমন বিষয় রয়েছে যা পরিলক্ষিত হলে সেই ব্যক্তি পাক্কা মুনাফেক সাব্যস্ত হবে। আর যার মাঝে এর কোন একটি দেখা যায় সে ব্যক্তিতে কপটতার স্বভাব বিদ্যমান। কতই না ভাল হতো যদি সে তা পরিত্যাগ করতো।

(১) আলাপচারিতা কালে সে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যখন সে কথাবার্তা বলে তখন তাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলতে থাকে)।

(২) কোন প্রতিশ্রুতি দিলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(৩) আর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে কৃত অঙ্গীকার সে ভঙ্গ করে। (এটাও এক প্রকার মিথ্যা) এবং

(৪) ঝগড়া-বিবাদকালে সে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে।

এসব ধরনের ক্রিয়া কর্মই মিথ্যার সাথে সম্পর্কিত।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-হযরত ইমাম মালেক (রাহ.) বর্ণনা করেছেন যে-আমি জানতে পেরেছি যে, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বলতেন-তোমাদের 'সত্য' অবলম্বন করা উচিত কেননা 'সত্য' সৎকর্মের পথনির্দেশ করে আর সৎকর্ম জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। মিথ্যা থেকে (নিজেকে) রক্ষা করো কেননা মিথ্যা অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেয় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে। কী!

তোমাদের 'সত্য' অবলম্বন করা উচিত কেননা 'সত্য' সৎকর্মের পথনির্দেশ করে আর সৎকর্ম জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। মিথ্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করো কেননা মিথ্যা অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেয় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে।

তোমাদের কি মনে পড়ছে? তোমরা কি জানো না যে বলা হয়ে থাকে- সত্য বলায় সেব্যক্তি অনুগত হলো আর অপর ব্যক্তি মিথ্যা বলে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে ধৃত হলো। [মু'আত্তা' ইমাম মালিক, বাবু 'মাজাআ ফিস্‌সিদক্বে ওয়াল কিয্‌বে']

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল-এ আরও একটি হাদীস আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে-রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন কোন ব্যক্তি যে ছোট্ট কোন শিশুকে বলে 'এসো আমি তোমাকে কিছু একটা দিচ্ছি' এরপর সে তাকে কিছুই দেয় না তবে এটি মিথ্যার মাঝে গণ্য হবে। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯ বৈরুতে মুদ্রিত]

তরবীয়তের জন্য এটা অত্যাবশ্যক। দেখুন! শিশুদের তরবীয়তের জন্য আনন্দ-ফুর্তি উপলক্ষেও এমন কথা বলা অনুচিত। নইলে আনন্দ-ফুর্তির ছলে শিশুদের মধ্যে অসত্য কথনের অভ্যাস গড়ে ওঠে যা ভবিষ্যতে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয় আর এভাবে মিথ্যা বলাটাকে তারা আর দোষের কিছু মনে করে না। ফলে তাদের (মিথ্যা সম্পর্কিত উপলব্ধি ও) চেতনাবোধ লোপ পেয়ে যায়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে-আঁ হযরত (সা.) বলেছেন 'সত্য' সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম জান্নাতে নিয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে সে 'সিদ্দিক' (সত্যবাদী) লিখিত হয়ে যায়। মিথ্যা পাপ ও অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে আর এভাবে সেই ব্যক্তি যে সর্বদা মিথ্যা বলে থাকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সে 'চরম মিথ্যাবাদী' হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু 'কাউলিল্লাহেত্ তাকুল্লাহে ওয়া কুনু মা আ'স্ সা'দিকিন')

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর ইবনুল আ'স বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলো আর নিবেদন করলো-হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! জান্নাতের আমল কী? আঁ হুযূর (সা.) বললেন, 'সত্য বলা'। কোন বান্দা যখন সত্য বলে তখন সে আনুগত্যকারীতে পরিণত হয় এভাবে আনুগত্যকারী হওয়ার ফলে সে প্রকৃতই মু'মিন হয়ে যায় আর প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পরিণামে সে জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি পূণর্বার নিবেদন করলো যে-হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! দোযখে নিয়ে যায় এমন আমল কোন্‌টি? আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'মিথ্যা'! কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে সে তখন অবাধ্যতা করে আর এভাবে যখন কেউ অবাধ্যতা করে তখন সে কুফর করে এরূপে যখন সে কুফরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় পরিণামে তখন সে নরকে

প্রবিষ্ট হয়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬ বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন শরীফ মিথ্যাকে অপবিত্র ও নোংরা বলে আখ্যায়িত করেছে, যেমনটা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩১)

ফাজতানিবুর রিজসা মিনাল আউছানি ওয়াজ তানিবু ক্বাউলায্ যুরি–লক্ষ্য কর! এখানে 'প্রতিমা'র বিপরীতে মিথ্যাকে রাখা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাও এক প্রকার প্রতিমা। নইলে সত্যকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে কেন-ই বা যাবে! যেমনটি প্রতিমার নিয়ন্ত্রণে কোন কিছুই থাকে না, তেমনিভাবে মিথ্যার আওতায় কৃত্রিমতাপূর্ণ জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মিথ্যাবাদীর প্রতি আস্থা এতটাই হ্রাস পায় যে যদি সে সত্যও বলে তবুও আশঙ্কা হয় যে ওতে কোন মিথ্যার সংমিশ্রণ তো নেই! মিথ্যাবাদী প্রকৃতই যদি তার মিথ্যা হ্রাস করতে চায় তবুও খুব শীঘ্রই সে তা পরিত্যাগ করতে পারে না। এক সময়-সীমা পর্যন্ত সাধ্য সাধনা ও প্রচেষ্টা চালানোর পর সত্য বলার অভ্যাস তার মাঝে গড়ে উঠে। (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৫০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন–

"মানুষের স্বভাবজাত অবস্থাসমূহের মধ্যে সত্যবাদিতা তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক কোন স্বার্থবোধ তাকে প্ররোচণা না যোগায়,ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে চায় না এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে হৃদয়ে এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচার প্রমাণিত হয়, মানুষ তার প্রতি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু স্বভাবজ এ অবস্থা নৈতিকতার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা শিশু ও পাগলের মাঝেও এটা পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত মানুষ হীন বাসনার জলাঞ্জলি না দেয় যা তার সত্যবাদিতায় বাধা জন্মায়, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। কারণ মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্য কথা বলে যাতে তার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মানসম্ভ্রম বিপন্ন হলে বা ধন-সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা বলে ফেলে এবং সত্য বলা থেকে বিরত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠত্ব রইলো কী! পাগল ও নাবালক শিশু কি এই প্রকার সত্য বলে না? পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কেউই নেই যে কোন প্ররোচণা ছাড়া অকারণে মিথ্যা বলে। অতএব, যে সত্যবাদিতা কোন ক্ষতির আশঙ্কার সময়ে ত্যাগ করা হয়, তা প্রকৃত নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত বলে কখনও গণ্য হতে পারে না। সত্যবাদিতা প্রমাণের এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কঠিন সময় ও ক্ষেত্র যখন নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ বা সম্মান বিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে খোদার শিক্ষা হল ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থাৎ "প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাবাদীতা হতে বিরত হও (২২ঃ৩১)।"

মিথ্যাও এক প্রতিমা। এর প্রতি ভরসাকারী খোদার উপর নির্ভর করা ছেড়ে দেয়; সুতরাং মিথ্যা বলায় তাকে খোদাকে হারাতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا۔ (البقرة: ٢٨٣)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ۔ (البقرة: ٢٨٤)

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى۔ (الانعام: ١٥٣)

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ۔ (النسآء: ١٣٦)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا۔ (المائدة: ٩)

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ۔ (الاحزاب: ٣٦)

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ (العصر: ٤)

لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۔ (الفرقان: ٧٣)

অর্থাৎ "তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহুত হলে, যেতে অস্বীকার করো না (২ঃ২৮৩) এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সত্য গোপন করে তার হৃদয় পাপী (২ঃ২৮৪)। যখন তোমরা বল, তখন সে কথাই বলবে, যা সম্পূর্ণ সত্য কথা এবং ন্যায়বিচারের কথা (৬ঃ১৫৩)। কোন নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করতে হলেও সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার জন্য হওয়া উচিত। মিথ্যা বলবে না, যদিও সত্য বলায় তোমাদের প্রাণের ক্ষতি হয়, তোমাদের মাতা-পিতার অনিষ্ট হয়, কিংবা অন্য নিকটাত্মীয় ব্যক্তি, পুত্র পরিজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৪ঃ১৩৬)। কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য দানে বাধাগ্রস্ত না করে (৫ঃ৯)। সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যপরায়ণা স্ত্রীলোক মহাপুরস্কার লাভ করবে (৩৩ঃ৩৬)। তাদের আচার-আচরণ অন্যকেও সত্যপরায়ণতার উপদেশ উৎসাহ যোগায় (১০৩ঃ৪), এবং মিথ্যাবাদীদের আসরেও তারা বসে না" (২৫ঃ৭৩)

[ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৩৬০-৩৬১]

## ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো

এরপর দ্বিতীয় এই শর্তে – ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার শর্তও রয়েছে। আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

**ওয়ালা তাকরাবুয্ যিনা ইন্নাহু কানা ফাহেশাতান ওয়া সাআ' সাবিলা।**

(বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

অর্থাৎ– ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না, নিশ্চয়ই এটা নির্লজ্জতা এবং অত্যন্ত জঘন্য পথ।

একটি হাদীস রয়েছে–মুহাম্মদ বিন সি'রী'ন বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দান করেছেন, অতঃপর এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন যার মধ্য থেকে একটি উপদেশ হলো এই যে, পবিত্রতা বজায় রাখা অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষা করা ও সত্য ধারণ করা– ব্যভিচার করা আর মিথ্যা বলার তুলনায় সর্বদাই উত্তম। (সুনানে দারকুতনী, কিতা'বুল ওসা'আ, বাব্ মা ইয়াসতা'হিব্বু বিল ওসীয়্যাতে মিনাত্ তাশাহ্হু'দে ওয়াল কালামে)

এখানে ব্যভিচার ও মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। এথেকে এটা বোধগম্য যে–মিথ্যা কত বড় এক পাপ! হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ব্যভিচারের কাছেও যাবে না (১৭ঃ৩৩)। অর্থাৎ এমন আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবে, যা মনে এসবের উদ্রেক করতে পারে। এমন সব পথ ধরবে না যেখানে এ পাপ সংঘটনের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে, সে পাপকে শেষ সীমায় পৌঁছায়। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ, অর্থাৎ (এটা) গন্তব্য পথ রুদ্ধ করে এবং তোমাদের গন্তব্যের প্রাপ্ত সীমার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিয়ে করতে পারে না, তার কর্তব্য সে তার পবিত্রতাকে অন্য উপায়ে রক্ষা করবে। যেমন–রোযা রাখবে, স্বল্পাহার করবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবে (২৪ঃ৩৪)। [ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৩৪২]

তিনি (আ.) বলেন, এমন আচার-অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাক যা থেকে মনে (এসবের) উদ্রেক হতে পারে। যুবকরা সচরাচর এটা বুঝে উঠতে পারে না- তাদের মাঝে সিনেমা দেখার অভ্যাস জন্মায় আর এমন সব ছায়াছবি দেখে যা দেখারই যোগ্য নয় বরং উন্নত চারিত্রিক মান থেকে অতি নিম্ন স্তরের। এসব থেকেও দূরে থাকতে হবে। এটা ব্যভিচারেরই এক প্রকার বিশেষ।

এমন আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবে, যা মনে কুভাবের উদ্রেক করতে পারে। এমন সব পথ ধরবে না যেখানে এ পাপ সংঘটনের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে, সে পাপকে শেষ সীমায় পৌঁছায়।

## কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে দূরে থাকো

এরপর দ্বিতীয় শর্তে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের পাপ হলো-কামলোলুপ দৃষ্টি। এ থেকে দূরে থাকার শর্ত রয়েছে এই শর্তে। এ বিষয়টি কী– এটা হলো "গায্যে বসর" (অর্থাৎ অসঙ্গত ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৃষ্টি অবনত রাখা)।

একটি হাদীস রয়েছে। আবু রেহানা বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে রসূল করীম (সা.)-এর সাথে সেও ছিল। এক রাতে সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এটা বলতে শুনেছে যে, "ঐ চোখের উপর আগুন হারাম যা আল্লাহ্ তাআলার পথে জাগ্রত রয়েছে। আর ঐ চোখের উপরও আগুন হারাম যা আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে অশ্রু ঝরায়।"

আবু শুরেয়হ (রা.) বলেন, আমি এক বর্ণনাকারীকে এটা বলতে শুনেছি যে, আঁ হযরত (সা.) এটাও বলেছেন, "আগুন ঐ চোখের উপর হারাম, যা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধরূপে নির্ধারিত তা দর্শন করার পরিবর্তে নত হয়ে যায় আর সেই চোখের উপরও (আগুন) হারাম যা মহামহিম আল্লাহ্ তাআলার পথে বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে (সুনানে দারমীয়ী, কিতাবুল জিহাদ, বাব্ ফিল্লাযি ইয়াসহারু ফি সাবিলিল্লাহ হারিসান)

আরও একটি হাদীস–উবাদা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে নিশ্চয়তা দাও (অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলছেন যে, আমি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ লাভের শুভসংবাদ দিচ্ছি) তিনি (সা.) বললেন ঃ

* তোমরা কথাবার্তা বললে, সত্যই বলবে।
* প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করবে।
* গচ্ছিত সম্পদ চাহিবা মাত্র প্রদান করবে (তাল বাহানা করা চলবে না)।
* নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে।
* আনত দৃষ্টি অবলম্বন করবে।
* নিজ হাতকে নির্যাতন করা থেকে নিবৃত্ত রাখ।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩২৩ বৈরুত থেকে মুদ্রিত)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, "রাস্তায় গোল বৈঠক করা থেকে দূরে থাক, তারা (রা.) নিবেদন করলেন– হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! রাস্তায় গোল বৈঠক করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এতে মহানবী (সা.) বললেন, তা হলে রাস্তার হক্ আদায় করবে। তারা (রা.) জানতে চাইলেন তাহলে রাস্তার

হক্‌গুলো কী কী? তিনি (সা.) বললেন, প্রত্যেক পথচারীর সালামের জবাব দিবে, দৃষ্টি আনত রাখবে, পথের দিশা জানতে চাইলে তাদেরকে পথ দেখাবে, ভাল কাজের নির্দেশ করবে আর মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখবে"। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬১ বৈরুতে মুদ্রিত)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

"পবিত্র কুরআন শরীফ যা মানব প্রকৃতির চাহিদা এবং দূর্বলতাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করে তা খুবই সৌন্দর্যময় নীতিমালাপূর্ণ।

**কুল লিল মু'মিনীনা ইয়া গুজ্জু মিন আবসারিহীম ওয়া ইয়াহ্ ফাজু ফুরুজাহুম যালিকা আযকা লাহুম**

(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

অর্থাৎ "তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও যে তারা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখুক আর নিজেদের **'ফুরুজ'** হেফাযত করুক"–এটা এমনই আমল যদ্বারা তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। **'ফুরুজ'** বলতে কেবল লজ্জাস্থানই নয় বরং প্রতিটি রন্ধ্রপথ যার মধ্যে কর্ণ গহ্বর ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এখানে 'গায়ের মাহ্‌রাম' নারীদের সঙ্গীত ইত্যাদি শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্মরণ রেখো যে হাজারো গবেষণামুলক পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে– যা কিছু থেকে আল্লাহ্ তাআলা বিরত থাকতে বলেছেন মানুষ তা থেকে শেষ পর্যন্ত বিরত থাকতে বাধ্যই হয়েছে।" (মলফুযাত, ৭ম খন্ড পৃঃ ১৩৫)

তিনি (আ.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন "ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই এসব নির্দেশাবলী পালন করা সমভাবে বাধ্যতামূলক করেছে। যেভাবে নারীদের প্রতি পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে তেমনি ভাবে পুরুষদেরও 'গায্‌যে বসর' এর অর্থাৎ অসঙ্গত ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৃষ্টি অবনত রাখার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল হারামের তাৎপর্য, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে নিজেদের মাঝে বিদ্যমান কুপ্রথা বর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি এমন সব বিধিনিষেধ রয়েছে যে কারণে ইসলামের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ, তার কারণেই যে কোন ব্যক্তি এ দ্বারে প্রবেশ করতে পারে না।" (মলফুযাত, নব সংস্করণ ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬১৪)

এ দিয়ে হয়ত পুরুষদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সর্বদা তাদেরও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। লজ্জা-শরম কেবল নারীদের জন্যই নয় পুরুষদেরও তা বজায় রাখতে হবে।

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেছেন–

"খোদা তাআলা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নি, বরং মানুষকে কাম বিষয়ে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলে দিয়েছেন– অর্থাৎ না-মাহ্‌রাম নারী দর্শন করা থেকে পুরুষের চোখকে বাঁচানো, না-মাহ্‌রাম পুরুষের সুকণ্ঠ শোনা থেকে নারীর কানকে বাঁচানো, না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোক ও পুরুষ সম্পর্কিত গল্প-গাঁথা শ্রবণ না করা। আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হতে নিজেকে রক্ষা করে চলা। বিয়ে না হলে রোযা রাখা ইত্যাদি।"

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেন ঃ

"এখানে আমরা জোর দাবীর সাথে বলছি যে, এ সব চেষ্টা-তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। এস্থলে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখার যোগ্য আর তা হলো এই যে–মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তা হতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হতে পারে না। এজন্যই কোন ব্যক্তির কামভাব ক্ষেত্র ও সুযোগ পেলে উদ্দীপ্ত না হয়ে পারে না বরং মহাবিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। সে কারণেই খোদা তাআলা আমাদেরকে পবিত্র মনোভাব নিয়ে না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকদেরকে অবাধে দর্শন করার, তাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখে ফেলা এবং তাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করবারও অনুমতি দেননি। বরং আমাদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোককে এবং তার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নয়; তাদের সুললিত কণ্ঠ, তাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নয়; বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন তা শোনা ও দেখাকে গলিত মৃত প্রাণীর ন্যায় ঘৃণা করি, যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। সুতরাং, যেহেতু খোদা তাআলা চান যে, আমাদের চোখ, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেজন্য তিনি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী এ শিক্ষা দান করেছেন। এতে কোন সন্দেহ আছে কি যে অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? (বিধি নিষেধের বালাই না থাকলে পদস্খলন তো ঘটবেই) কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে আমরা নরম নরম রুটি ফেলে রেখে যদি আশা করি যে, কুকুরের মাঝে এ রুটি পাবার কোন কল্পনাও জাগবে না, তবে আমরা আমাদের এ ধারণায় ভ্রান্তিতে নিপতিত। সুতরাং খোদা তাআলা চেয়েছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপনে কাজ করার সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাতে কুৎসিত আকাঙ্খা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।" (ইসলামী উসুল কী ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৪)। [চলবে]

**ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

# কেন এত দুর্যোগ!

আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি, যে যুগে মানুষের অভাব-অভিযোগ, আযাব, অশান্তি, বিপদাপদ দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। একটার পর একটা বিপদ লেগেই আছে। মানুষ একটা বিপদের সাথে পরিচয় হতে না হতে আরো কয়েকটা বিপদ এসে তার সাথে যোগ দিচ্ছে। একদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষ মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দলা-দলি রেষা-রেষি, হানা-হানি, মারা-মারি, দুর্বলদের উপর প্রবলের অত্যাচার, অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে মানুষের মন থেকে স্বস্তি ও শান্তি যেন বিদায় গ্রহণ করেছে। অপরদিকে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগে জনজীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন দুর্দশা-দূর্ভোগ। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মর্মান্তিক নারকীয় তান্ডবলীলার ভয়াল চিত্র দেখলে শরীর শিউরে উঠে। সুখে-দুঃখে, নির্বাক হতভম্ব হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। রাতের বেলায় মানুষ হয়ত পরম সুখে ঘুমিয়ে আছে, কোন প্রকার বিপদাপদের কল্পনাও করেনি। গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় খেয়ালীপনা সর্বনাশী জ্বলোচ্ছ্বাস কেড়ে নেয় মানুষের প্রাণ ও সহায় সম্পদ।

আগেকার দিনে বর্ষাকালে বন্যা হতো কিন্তু বর্তমানকালে এর সময়সূচীর পরিবর্তন ঘটেছে। সময়- অসময় নেই-মানুষের উপর নির্মম আঘাত হানে বন্যা ও প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়। প্রকৃতির খেয়ালীপনার দূর্দশার চিত্র অবর্ণনীয়। সর্বত্র মর্মান্তিক হাহাকার। মানুষের উপর এই দুর্যোগ একবার নয় দুইবার নয়, একদেশে সীমাবদ্ধও নয় সমগ্র বিশ্বে চলছে তার লীলাখেলা।

পৃথিবীর বুকে দেখা যায় যে, কোন একটা কারণ ব্যতীত কোন কিছুই ঘটে না প্রত্যেক ঘটনার পিছনে কোন না কোন একটা কারণ বিদ্যমান থাকে। কারণ নির্ধারণের মাধ্যমেই রয়েছে তার প্রতিকার। বর্তমান যুগে মানুষের উপর বিভিন্ন ভাবে মর্মান্তিক দুর্যোগ ও দুর্ভোগ নেমে আসার পেছনে প্রকৃত কারণ কি?

> বর্তমান যুগে বিশ্বমানবের উপর নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূর্ভোগ আপতিত হতে অপেক্ষা করছে। যার ধ্বংসলীলা মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করবে। এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচার একটি মাত্র পথ খোলা আছে। আর তা হলো আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মেনে নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।

আমাদের দেশের কারো কারো মুখে শোনা যায় যে, প্রকৃতির ব্যাপর, এটাকে মানুষের কৃতকর্মের দরুন পাপের ফল হিসাবে চিহ্নিত করে আল্লাহ্‌র আযাব রূপে গণ্য করা মূর্খতা, গোড়ামী ও কুসংস্কার। ফারাক্কা বাঁধের কারণে আমাদের দেশের নদী-নালা, খাল-বিল গুলি ভরাট হয়ে গেছে, তাই হিমালয়ের বরফ গলা আগত পানি নদী-নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে সহজে পড়তে পারছে না। তাই বন্যা হয়। প্রশ্ন এই যে, এই তো সেদিন যে আমেরিকায় বন্যার তান্ডব লীলায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটলো, স্বজন হারা মানুষের রোনাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হলো, এটা কোন ফারাক্কা বাঁধের করণে হলো? চীন, সুমাত্রা, সোমালিয়া, শ্রীলংকা তাইওয়ান, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষ দুর্যোগের শিকার হলো এটা কোন ফারাক্কা বাঁধের কারণে?

যারা বর্তমান যুগের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মানুষের কৃতকর্মের দরুন পাপের ফল হিসাবে আল্লাহ্‌র আযাবরূপে গণ্য করাকে মূর্খতা গোড়ামী ও কুসংস্কার বলে মনে করেন, তারা হয়ত পথ-প্রদর্শক পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, মুখস্ত করেন সোয়াবের আশায়। কিন্তু এর ভিতরে কি আছে তা নিয়ে একটু ভেবে চিন্তে দেখেন না যে, এই কুরআনে আছে সামূদ, নমরুদ, ফেরাউন, লুত ও নূহ (আ.)-এর যামানার দুর্যোগের কথা, খোদা তাআলা কেন তা উল্লেখ করেছে? শুধু কি গল্প-গুজব ও কেচ্ছা-কাহিনীরূপে পাঠ করার জন্য না উল্লেখিত দুর্যোগের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাবধান হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য?

প্রকৃতিবাদীগণ একটু চিন্তা গবেষণা করে দেখেন না যে, প্রকৃতিটা কি এবং তার স্রষ্টাই বা কে? যার হুকুমে বিশ্ব জগত চলছে। নিশ্চয়ই বিশ্ব শ্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা একজন আছেন। যাঁর হুকুমে বিশ্বচরাচর চলছে। তাঁর হুকুম

ব্যতীত বৃক্ষের একটি পাতাও নড়ে না। বর্তমান যুগে অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, ভ্যবিচার, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সুদ, ঘুস ইত্যাদি অন্যায় বা পাপ কর্মে যে দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে গেছে একথা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করেন। অন্যায় বা পাপের পরিণাম ফল আযাব বা শাস্তি। আল্লাহ্ তাআলার বড়ই করুণানিদান। শাস্তি প্রদানে ধীর। দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা আযাব বা শাস্তি দেওয়ার পূর্বে সতর্ককারী রূপে কোন একজন প্রেরিত পুরুষকে দুনিয়াতে আবির্ভূত করেন। যিনি এসে আগত বিপদাবলী থেকে মানুষকে সাবধান হওয়ার জন্য সতর্ক করেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, কোন সতর্ককারী প্রেরণ না করে আমি আযাব দেই না।

বর্তমান যুগ যে আখেরী জামানা এবং এই আখেরী জামানায় যে প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন হবে এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বুযুর্গাণে দ্বীনের সর্ববাদী সম্মত অভিমত এই যে, এই উম্মতে শেষ মোজাদ্দেদ অর্থাৎ চৌদ্দ'শ হিজরী শতাব্দীর যিনি মোজাদ্দেদ হবেন তিনিই হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে আবির্ভূত হবেন।

আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং বুযুর্গাণের দ্বীনের অভিমত অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করেন।

আজ থেকে শত বৎসর আগে ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বর্তমান যুগের দুর্যোগ সম্পর্কে সাবধান হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য জগদ্বাসীকে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে স্নেহ মমতা ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, *"বিপদ আসার পূর্বেই যারা ভীত হয় তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। তুমি কি মনে করেছ যে, এসব ভূমিকম্প হতে তুমি নিরাপদে বেঁচে যাবে? স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? কখনও নয়। মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হবে। মনে করো না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসছে। কিন্তু তোমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে। আমি তো দেখছি–হয়তো তোমরা তা হতেও গুরুতর বিপদের মুখে পড়বে। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পেয়েছি। সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন। তাঁর সামনে বহু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে। এতদিন তিনি নিরবে সব সহ্য করেছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করবেন। যার কান আছে সে শুনেনিক ঐ সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর। তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়, কীট; তাঁকে যে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত"*। (হাকীকাতুল ওহী)

বিশ্বমানবের উপর নানাবিধ ভাবে বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূর্ভোগ অপেক্ষা করছে। যার ধ্বংসলীলা মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করবে। এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ খোলা আছে। আর তা হলো আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মেনে নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।

পৃথিবীতে পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। সর্বত্র বিধ্বংসী পারমাণবিক ভয়াবহতায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে। যার ধ্বংসলীলা হবে কেয়ামত সদৃশ। ইসলামের বিজয় শক্তিবল প্রয়োগে ঢাল তলোয়ার, বোমাবাজী, ইত্যাদিতে বা গায়ের জোরে কখনো সম্ভব হবে না। শক্তিবল প্রয়োগ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর হযরত মাহদী (আ.)-এর আগমনে ধর্ম যুদ্ধ রহিত হয়ে যাওয়ার কথা তাই বর্তমান যুগে ধর্মের জন্য কেউ যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে ক্ষমতার লোভে। ইসলাম আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। যেখানে মারামারি হানাহানি, অত্যাচার-অবিচার, জোর -যুলুম, জনজীবনে অশান্তি সেখানে ইসলাম অনুপস্থিত। ইসলামের বিজয় সংগঠিত হবে খোদাভীরু ধর্মপরায়ণ, শান্তিকামী আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের মাধ্যমে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেককার বান্দাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ স্বয়ং এই বিজয় দান করবেন। মহান খোদা তাআলা সবাইকে এই সব ঘটে চলা আযাব অনুধাবন করে প্রতিশ্রুত মসীহ্র সত্যতা বুঝার ও তাঁর খেলাফতের রজ্জুর ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

**সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী**

# বলপ্রয়োগের শিক্ষা–ইসলামের নয়

কিছু দিন ধরে আবারো পশ্চিমা দেশগুলোতে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলছে। সম্প্রতি হল্যান্ডের এক সাংসদ তার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে মহানবী (সা.)-এর বিকৃত কার্টুন প্রদর্শন করেছে এবং কুরআনের বিরুদ্ধে একটি চলচ্চিত্র তৈরী করেছে, যার নাম দিয়েছে অবমানকর 'ফিতনা'। যা তিনি গত ২৭ মার্চ ২০০৮ হল্যান্ডের একটি ছোট টিভি চ্যানেলেও প্রদর্শন করেছে এবং ইন্টারনেটেও দিয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পক্ষ থেকে হল্যান্ডের রানী ও ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাছে সাথে সাথে এর প্রতিবাদ পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং আহমদীয়া জামাআতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এছাড়া তিনি বিগত কয়েক জুমুআর খুতবায় ইসলাম যে প্রকৃতই শান্তির ধর্ম সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করে যাচ্ছেন। আসলে যারা ভাল দৃষ্টি নিয়ে কোন কিছু দেখে, তারা ভাল-ই খুঁজে পেতে পারে কিন্তু যাদের মনমানষিকতাই নোংরা, তারা তো ভালোটা চিন্তা করতে পারবে না। এই পশ্চিমা দেশগুলোর কিছু এমন প্রকৃতির লোক রয়েছে যাদের নিজেদের স্বভাবই আসলে নোংরা। না হয় ইসলাম যে শান্তির ও মহান ধর্ম এবং রসূল করীম (সা.) যে তরবারী দিয়ে ইসলাম জয় করেনি সে কথা তো পশ্চিমা দেশগুলোরই অনেক বড় বড় বি-ধর্মীয় নেতারা তা উল্লেখ করে গেছেন। চেষ্টা করবো সংক্ষেপে ইসলাম প্রচারে রসূল করীম (সা.)-এর অনূপম আদর্শ ও বিধর্মীদের কিছু উক্তি তুলে ধরতে, যাতে সবাই বুঝতে পারেন ইসলামের আদর্শ কত উচ্চ মার্গের।

আমরা দেখতে পাই, আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে যখন মানব সমাজ তাদের নিজস্ব পরিচয় মনুষ্যত্ব হারিয়ে ইচ্ছামাফিক ও স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে মত্ত ছিল ঠিক তখনই কুরাইশ বংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরব জাহান তথা বিশ্ব মানব কুলের জন্য প্রেরণ করেন শান্তির বাণী দিয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে। জন্মলগ্ন থেকেই যার উছিলায় শান্তির স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিশ্বময় রহমত আসতে থাকে। আপন মেধা, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা বিবেচনা করলে এবং আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের বর্বরতার কথা চিন্তা করলে এবং খোদ কুরাইশ বংশের কোন বর্বর নেতার কথা ভাবলে বুঝতে কষ্ট হয় না বরং আশ্চর্য লাগে, যে সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে সর্ব প্রথম আপন পরিবারের সাথে উত্তম আদর্শের নমুনা দেখিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি মহানুভবতায় অগ্রসর হলেন ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে। তিনি প্রকৃত ইসলামী দর্শন, কুরাআন মাফিক বিশাল এলাকা গড়ে তুলতে শাসক হিসেবে, যুদ্ধা হিসেবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। তিনি সমাজে কোন রূপ অশান্তির কারণ রেখে যাননি, সকল ক্ষেত্রে নিজ আমল দ্বারা তিনি (সা.) উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। অন্ধকার সমাজ ছিল, যেখানে কোন আলো দেখা যেত না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির বুকে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছিলেন ইসলাম আসলেই শান্তির ধর্ম, ইসলাম খোদা তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। পশুর তুল্য মানুষকে ফেরেশতার সমতুল্য করে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) শুধু মাত্র একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেন নাই। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলাম কেন পৃথিবীতে এসেছে এ সব কিছু নিজ কর্ম দ্বারা তিনি (সা.) জাতিকে শিখিয়ে গেছেন। ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয় তাও তিনি (সা.) নিজ ব্যবহারিক আমল দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস, অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী জীবন ব্যবস্থায় নারীর মূল্যায়ন, পুরষ সহ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন ও প্রেক্ষিতে এবং সমাধান দেখে ধনী-গরীব শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবাই ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলামের মহান ও উত্তম আদর্শ দেখে সবাই বলেছে ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম হতে পারে। সবাই ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

*'তরবারি*
*ভূখন্ড দখল করতে পারে, কিন্তু হৃদয় নয়*
*বল মাথা নত করাতে পারে, কিন্তু মন নয়'।*

ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে থাকেন যে, তোমাদের নবীতো ইসলাম প্রচারে তরবারির ব্যবহার করেছে এবং এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের শিক্ষা দিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

হযরত রসূল করীম (সা.) যে 'জিহাদ' করেছিলেন তা কেন করেছিলেন? তিনি কি কোন লোভে বা রাজত্ব দখলের আশায় করেছিলেন? চিন্তা করে দেখুন, যার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি, যিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ হয়ে এসেছিলেন। আর সেই মহান নবীকে মক্কা নগরীতে ক্রমাগত ভাবে তের বৎসর যাবৎ কি অবর্ণনীয় যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, তা আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পাই। এই সব নজীর বিহীন নিষ্ঠুর যুলুম অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তারা মদীনাতে হিজরত করতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মদীনাতেও শত্রুরা তাদেরকে স্বস্থিতে থাকতে দেয় নাই। সেদিন মুসলমানদেরক তারা বাধ্য করেছিল অস্ত্র হাতে নিতে। তারা যদি বাধ্য না করতো তাহলে কোন ভাবেই মুসলমানরা তরবারি হাতে নিতেন না। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 'জিহাদ' ছিল তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল, যারা বিনা কারণে মুসলমানদের কষ্ট দিচ্ছিলো তাদের বিরুদ্ধে ।

'জিহাদে'র প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এবং আল্লাহ্র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না" (২ঃ ১৯১) আবার একই সূরার ১৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন আল্লাহ্র জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তবে (জেনো যে) কারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে" (২ ঃ ১৯৪)।

এই আয়াতগুলোতে যুদ্ধের নিয়ম-কানুন নির্ধারত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার খাতিরেই করা যেতে পারে। আত্মস্বার্থ, ক্ষমতা, সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে নয়। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানগণ সেদিন যুদ্ধ করেছিল, মুসলমানরা কখনই প্রথমে আক্রমণ করে নাই। সর্বক্ষেত্রে শত্রুরাই প্রথম আক্রমণ করেছে। তথাপি মুসলমানেরা যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখতে আদিষ্ট হয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে হুকুম রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে "এবং তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে এই শহর হতে বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীগণ বড়ই যালেম এবং তুমি নিজের সন্নিধান থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার সন্নিধান থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর" (৪ঃ৭৬)। এই আয়াত একটি জ্বলন্ত প্রমাণ যে, মুসলমানরা কখনও যুদ্ধ শুরু করেনি। তারা কেবল আত্মরক্ষার জন্য এবং দুর্বল স্বধর্মীদেরকে অত্যাচার হতে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করেছিল। নিজেরা বিনা কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে একটাও পাওয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনের আরেক স্থানে মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে "যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায় ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের রব্ব-প্রভু প্রতিপালক'। আল্লাহ্ যদি এই সব মানুষের একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্নাসিদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয়, এবং মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, (সেগুলো) অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলা হতো। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর (ধর্মের পথে) সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব শক্তিমান (ও) মহাপরাক্রমশালী" (২২ঃ ৪১)।

এই আয়াতে ধর্ম-যুদ্ধের জন্য অনুমতি দানের অপর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে কোন প্রকার বৈধ কারণ ছাড়াই অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এরূপ দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। মুসলমানদের একমাত্র অপরাধ অর্থাৎ দুশমনদের দৃষ্টিতে এটাই ছিল যে, তারা বলতো, আল্লাহ্ এক, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁরা উচ্চরণ করতো **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'**। কাফেরদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের দোষ একমাত্র এটিই ছিল। যার ফলে মুসলমানরা বছরের পর বছর ধরে মক্কায় নির্যাতিত হয়েছে।

অতঃপর সেখান থেকে, তাদের স্বদেশ থেকে, তাদের জন্মভূমি থেকে, তারা বিতাড়িত হয়েছিল। আর সহ্য করতে না পেরে মদীনায় হিজরত করলো কিন্তু সেখানেও তাদেরকে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে দেয়া হল না। মদীনার চারদিকে আরব উপজাতিগুলোর সংঘবদ্ধ আক্রমণ দ্বারা ইসলামকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হলো। কাবা গৃহের তত্ত্বধায়ক হিসেবে কোরাইশদের যে বড় প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, তা তারা সর্বাংশে কাজে লাগালো। খোদ মদীনাতেও ছিল বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা। ইহুদীরাও ঐক্যবদ্ধ হল এবং তাদের বিরোধিতাও বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

এরূপ এক ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা নিজেদের ঈমান-আমল, জান মাল এবং বিশেষত তাদের প্রাণাধিক প্রিয় রসূলে পাক (সা.)-এর জীবন রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যে সকল কারণে আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে তার সবগুলিই তখন সৃষ্টি হয়েছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জন্য। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ইসলামে অস্ত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এই শ্রেণীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, অপর জনগোষ্ঠীকে তাদের ঘর-বাড়ী, বিষয় সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের যাবতীয় স্বাধীনতা হরণ করা এবং তাদেরকে বিদেশী শক্তির পদানত করা বা গোলামে পরিণত করা। সেই সময়কার যুদ্ধের উদ্দেশ্য এটাও ছিল না যে, বিদেশে বাজার আবিষ্কার করা বা নতুন উপনিবেশ স্থাপন করা বা শোষণ করা, যেমনটা আজ পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো করছে।

রসূল করীম (সা.)-এর সময়ে যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা করা, ইসলামকে রক্ষা করা এবং এই যুদ্ধ ছিল বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ, চিন্তা চেতনা ও বুদ্ধির মুক্তি প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সেই সঙ্গে এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোকে যথা মঠ, মন্দির, আশ্রম, সিনাগগ, গীর্জা প্রভৃতিকে রক্ষা করা। কোন ধরনের উপসনালয়কে ধ্বংস করার কোন নির্দেশ ছিল না। এই যুদ্ধ বা 'জিহাদ' সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন, "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেৎনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন কেবল আল্লাহ্র জন্য (নিশ্চিত) হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে কারও বিরুদ্ধে কোনও শত্রুতা নেই, কেবলমাত্র যালেমদের বিরুদ্ধে ছাড়া" (২ঃ১৯৪ ও ৮ঃ৩২)।

এই আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করবার অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয়েছে যখন বিরোধী শক্তি তাদের ওপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এবং যুদ্ধ ঐ সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত না ধর্মে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলেই যুদ্ধ থামিয়ে দিতে হবে। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা.) অনেকগুলি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যদি খোদা তাআলার নির্দেশ এরূপ হতো যে অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ বা 'জিহাদ' চালিয়ে যেতে হবে, তাহলে নবী করীম (সা.) কখনই এসব সন্ধি স্থাপন করতেন না। অর্থাৎ প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই ছিল হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ধর্মীয় যুদ্ধ বা 'জিহাদ'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর রচিত "বিশ্ব শান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান" পুস্তকে বলেন, "সংঘাত-সংঘর্ষ না ঘটিয়েও একটা ধর্ম কী করে দাবী করতে পারে যে, তা সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন?

সার্বজনীন বাণী এবং একই পতাকার তলে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করবার বিশ্বজনীন উচ্চাভিলাষ নিয়ে কোন ধর্মই ক্ষণিকের জন্যও এই ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, সে তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করবে।

***'তরবারি ভূখন্ড দখল করতে পারে, কিন্তু হৃদয় নয়***

***বল মাথা নত করাতে পারে, কিন্তু মন নয়'।***

ইসলাম তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। ইসলাম ঘোষণা করে ঃ **"ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নেই, কারণ সৎ পথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে"....** । (সূরা বাকারা – ২ঃ২৫৭)

সুতরাং জবরদস্তির কোন প্রয়োজন নেই। এটা মানুষের কাছেই ছেড়ে দাও তারাই ফয়সালা করুক, সত্য কথায়। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা নবী করীম (সা.)কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি যেন সমাজে সংস্কার সাধন করতে গিয়ে বলপ্রয়োগের কোন ধারণাই মনে স্থান না দেন।"

**মাহমুদ আহমদ সুমন**

# ইসলামের বিশ্ববিজয় খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত

পবিত্র ইসলামের সত্যিকার রূপ কি? কুরআন হাদীসের শিক্ষা কি? মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যিকার আদর্শ বা সুন্নত কি? সবার মনে আজ এই প্রশ্ন। কারণ, যে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়, যে নবী (সা.)-কে রহমাতুল্লিল আলামীন বলা হয়, যে কুরআনকে মানব জাতির জন্য একমাত্র ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলে দাবী করা হয়, তারই অনুসারী হিসাবে দাবীদার মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এমন নাজুক এবং বিপর্যস্ত কেন? বিশ্বশান্তির পতাকাবাহী মুসলমানদের মাঝে আজ কেন এত হানাহানী, রক্তপাত, এত অশান্তি?

এমন এক সময় ছিল যখন মুসলিম খলীফগণ ছিলেন ন্যায়বিচারের প্রতীক। যাঁদের শাসন ছিল সুখ-শান্তিতে ভরা। যাঁদের অবস্থান ছিল প্রতিবেশীদের জন্য স্বস্থি ও সৌহার্দের প্রতীক। যাঁদের আখলাক ছিল সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তা কেন আজ শুধুই অতীতের বিষয়? লিখিত কুরআন এখন সকলের ঘরে ঘরে। ছাপাখানা আর ইলেকট্রনিক্স এর প্রসারের ফলে আজ ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামী শিক্ষার উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। পবিত্র ইসলামের নামে চলছে সন্ত্রাস, বোমাবাজী আর রক্তের হোলিখেলা! এর কারণ কী?

একটু স্বচেতন ভাবে লক্ষ করুন, দেখবেন এর কারণ ধর্মের শিক্ষা থেকে মুসলমানদের বিচ্যুত। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষা হল মানুষকে খোদাভীরু ও পবিত্র করা। কিন্তু সে শিক্ষা ভুলে গিয়ে মুসলমানগণ আজ জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। দুনিয়ার লোভে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আজ মুসলিম সম্প্রদায়। বিশেষ করে নামধারী আলেম ওলেমাগণ ধর্মের নামে করেছেন ব্যবসা। কুরআন হাদীস ও নবীজির (সা.) নামে চলছে রাজনীতিসহ নানা অপকর্ম। ধর্মের মূল শিক্ষা ও চেতনা ভুলে তারা প্রতারণা ও কপটতায় নিমগ্ন। এমনি ভাবে মুসলিম উম্মাহ আজ পতনের শেষ সীমায় উপনীত। আর মুসলমানরা আজ বিশ্বের দরবারে বর্বরতা ও হিংস্রতার প্রতীক! ইসলামী লেবাস আর মুসলমান নাম শুনলে মানুষ হয় আতঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্ত। এ যেন এক বিংশতাব্দীতে এবং নতুন আইয়ামে জাহেলিয়াত! জেহাদের নামে চলছে ভ্রান্ত ধারণা, চলছে হিংসা ও সন্ত্রাসের প্রসার।

অপরদিকে আর এক শ্রেণীর লেবাসধারী পীর, মুর্শিদ, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে এতটাই মগ্ন যে ইসলামের কোন দুর্গতি ও অধপতন দেখার সময় তাদের নেই। তারা ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্য সকল নৈতিকতা ও পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে এমন সব নোংড়ামীতে নিমজ্জিত যার সাথে পবিত্র কুরআন হাদীস বা মহানবীর (সা.) সুন্নতের কোনই সম্পর্ক নেই। মাজার পূজা, পীর পূজা আর ওরশ এর নামে ইসলামের মাঝে নব নব বিধান তারা সৃষ্টি করে চলেছে। অথচ তাদের এইসব অনৈতিক ও অনৈসলামিক বিধি বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে আপনাকে মুর্তাদ, কাফের খেতাবে ভূষিত করে কতলের ফতোয়া প্রদান করা হবে।

এই ভয়াবহ ও করুন অবস্থা থেকে পবিত্র ইসলামকে রক্ষার উপায় কি? স্বচেতন মানুষের মনে আজ সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পবিত্র ইসলাম ধর্ম কি তাহলে "এ যুগে অচল" দুর্নাম নিয়ে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাবে? মুঁসলিম উম্মাহ কি সভ্যতার কলঙ্করূপে বিশ্বের বুকে চিহ্নিত হয়ে থাকবে? না তা কখনো হতে পারে না। সৃষ্টি কর্তার যদি অস্তিত্ব থাকে, তাঁর প্রেরিত রসূল (সা.)-এ যদি সত্যি হয় এবং পবিত্র কুরআন যদি আল্লাহ্‌র কালাম হয়ে থাকে তা হলে পবিত্র ইসলাম ধর্ম এমনিভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না।

ইসলামকে বর্তমান দুর্যোগ থেকে রক্ষা এবং বিশ্ব বিজয়ী করার ঐশী প্রতিশ্রুতি ও ঐশী মহাপরিকল্পনা রয়েছে। পবিত্র কুরআন হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ইসলামের বর্তমান করুণ দশা এবং দুর্গতির বিষয়ে এবং এর থেকে পরিত্রাণের বিষয়ে কুরআন হাদীসের শিক্ষার প্রতি মানুষের কোনই দৃষ্টি নেই। পবিত্র কুরআনে সূরা মু'মিনুনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–"কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড বিখন্ড করে নিয়েছে (এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে)। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আনন্দিত। সুতরাং তুমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে ছেড়ে দাও।" (সূরা মু'মিনুন ঃ ৪৪-৪৫)

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–"তিনি (আল্লাহ্) আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। অতঃপর তা তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর। (সূরা সিজদা ১ম রুকূ)।

পবিত্র হাদীসে বলা হয়েছে–হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের উপরও সেই

সব অবস্থা আসবে যেমন বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অন্য জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে।.....বনী ইসরাঈল তো ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে (তিরমিযী)। রসূল (সা.) তাঁর হাদীসে আরও উল্লেখ করেছেন যে, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াত শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবির মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা ফ্যাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। (বায়হাকী, মিশকাত)।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথও আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষ আবির্ভূত করবেন যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন (আবু দাউদ, মিশকাত)।

আরো বলা হয়েছে "তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়মপুত্র নাযেল হবেন, অতঃপর তিনি তোমাদের ইমামতি করবেন। (মুসলিম কিতাবুল ইমান)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র ইসলাম তার গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় ইসলাম তার সঠিক রূপ ও মর্যাদা ফিরে পাবে। তখন ইসলামের বিজয় সূচীত হবে। এমন দিন আসবে যখন পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম (গুণগত ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিচার) হবে ইসলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম খচিত কলেমা বিশ্বের কোনে কোনে উচ্চারিত হবে গভীর ভালবাসায় ও শ্রদ্ধায়।

বর্তমানের মুসলমানদের যে দুরাবস্থা ও দুর্গতি তাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয় অনেকটা স্বপ্নের মত মনে হবে। অন্ধকার যুগ অচিরেই কেটে যাবে। নতুন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এক শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সব কিছুই হবে এক মাহা ঐশী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায়। ইতিমধ্যে তার শুভ সূচনা হয়ে গেছে। হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন ঘটেছে। তার আগমনের কালে ইসলামের স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়ে বজ্র নিনাদে ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামের সংস্কার ও বিশ্ব বিজয়ের মহান কাজ তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হবে। দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁর কাজে বাধা দিতে পারবে না। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে, খ্রীষ্টীয় যুগের অবসান হবে অচিরেই। কারণ খ্রীষ্টানদের প্রভু ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। কাশ্মীরের খানইয়ার মহল্লায় তার সমাধি রয়েছে। তাঁর এই মিশনকে বিফল করার কারো সাধ্য নেই। কেননা খোদা তাআলা তাঁর সাথে আছেন। এই মহাপুরুষের পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের কাদিয়ান নামক গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৩৫ সনে। তাঁর জন্মভূমি কাদিয়ান আজ বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক আলোচিত এবং উচ্চারিত একটি নাম। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী "খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সনের মে মাসে প্রতিশ্রুত "কুদরতে সানীয়া" অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরতের সূচনা হয়। যা খেলাফতে আহমদীয়া হিসেবে বর্তমানে ইসলামের বিজয়ের ঝান্ডা উড্ডীন করে রেখেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতই হল সেই গৌরবের হকদার যারা খেলাফতের বরকত লাভ করেছে। খেলাফতের অধীনে জান, মাল ও ইজ্জতের কুরবানীর মাধ্যমে ইসলামের দ্বিতীয় বিজয়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আহমদী মুসলমানগণই বর্তমানে পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা, রসূল (সা.) সুন্নতের প্রকৃত অনুসরণ এবং আমল আখলাকের মাধ্যমে রসূল (সা.) ওর সত্যিকার অনুসারী হিসাবে জগতের বুকে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। সেদিন বেশী দুরে নয়, যেদিন দুনিয়ার মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যিকার অনুসারী হিসাবে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাআতকেই স্বীকৃতি দিবে। সত্যিকার মুসলমান হিসাবে ভবিষ্যতে আহমদীগণই দুনিয়াতে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বৈশিষ্ট্য সমূহ আজ সারা দুনিয়া ব্যাপী প্রসংশিত হচ্ছে। খেলাফতের মহান রজ্জু আজ আহমদীদের হাতে। এই মহান রজ্জুর কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিমগণই সারা দুনিয়া ব্যাপী কুরআনের প্রচার এবং ইসলামের তবলীগ করে চলেছে। আজ পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ডাকে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০ কোটি আহমদী এক প্রাণ এক দেহ সম ঐক্যবদ্ধ। তারা ইসলামের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে অকাতরে কুরবানীর পর কুরবানী করে যাচ্ছে। খেলাফতে আহমদীয়ার শত বর্ষ জুবিলী উৎসব পালন করবে আর মাত্র ক'দিন বাকী। খোদা তাআলার এই অপূর্ব নিয়ামতের শততম বার্ষিকীতে আহমদীগণ মহান খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এবং অপেক্ষা করছে ইসলামের বিশ্ববিজয় দর্শন করার জন্য।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

*In the Name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful.*

**International Press and Media Desk.**
**AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY**
**22 Deer Park, London, SW19 3TL.**
**Tel / Fax (44) 020 8544 7613.**
**Mobile (44) 07795460318.**
**Email: press@ahmadiyya.org.uk**
**Web: Alislam.org**

**1 April 200**

# PRESS RELEASE

## FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE HIGHLIGHT PERSECUTION OF AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY

The Ahmadiyya Muslim Community welcomes the publication of the UK Foreign & Commonwealth Office (FCO) 'Human Rights Annual Report 2007' in which persecution of Ahmadi Muslims in both Pakistan and Saudi Arabia is highlighted. This report was launched by the Foreign Secretary, David Miliband MP on 25 March 2008.

Both Pakistan and Saudi Arabia are highlighted as 'major countries of concern' with regard their

Human Rights records.

In respect of Pakistan the Report finds:

*"The situation of religious and other minority groups in Pakistan continues to be of concern. Blasphemy legislation and its frequent abuse cause significant problems for minority groups such as the Ahmadis and Christians, who face attacks. Police protection remains ineffective. Perpetrators of abuse are rarely brought to justice."* (p.108 & p.167)

Regarding the situation in Saudi Arabia the Report finds:

*"In December 2006, the religious police raided a gathering of the Ahmadiyya religious group and detained 49 foreign nationals, including 19 women and children. The detainees were deported."* (p.173)

It is hoped that the Foreign Office continues to make representations on behalf of the Ahmadiyya Muslim Community in an effort to persuade those Foreign Governments that are of concern, to allow Ahmadis to practise their faith peacefully and without fear of any form of discrimination.

It is of note that persecution of the Ahmadiyya Muslim Community is not limited to the two aforementioned countries. Persecution, at various levels, has occurred in a number of countries in recent years, notably Bangladesh, Indonesia and Sri Lanka.

End of Release

Further Information:

**Abid Khan**
Press Secretary Ahmadiyya Muslim Community (UK) (07795460318)

# Humanity First, Canada-এর উদ্যোগে Sidr আক্রান্ত বাংলাদেশীদের সাহায্যার্থে এক বিশেষ চ্যারিটি অনুষ্ঠানে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ডলার সংগৃহীত। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সম্মানিত হাইকমিশনারের শুভেচ্ছা বক্তব্য দান কানাডার সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বপ্রনোদিত অংশগ্রহণ

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দুঃখ জর্জরিত সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন Humanity First হালনাগাদ জাতিসংঘ ছাড়াও বিশ্বের ২৯টি দেশে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। Humanity First, Canada আজ পর্যন্ত ভূমিকম্প আক্রান্ত পাকিস্তানীদের, এশিয়ার সুনামী বিধ্বস্ত জনগণকে, ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা ও রিটার আঘাতে জর্জরিত আমেরিকাবাসীদের, গায়ানার জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত অসহায় মানুষদের, তুরস্কে ও ভারতের গুজরাটে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত জনপদে নির্মোহ ও নিরলস সাহায্য প্রদান ছাড়াও সিয়েরালিওন, বসনিয়া আর কসোভোতেও নানাবিধ সাহায্য-সহযোগীতামূলক সেবা দান করেছে। শতভাগ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সেবাধর্মী এ সংগঠন ২০০৭-এ ঘূর্ণিঝড় Sidr-এ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ সাহায্যের জন্য কোন আহবান জানানোর আগে প্রথম সুযোগেই প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসক ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ নিজেদের সাহায্যকারী দল দ্রুততম সময়ে সে দেশে প্রেরণ করে। ২য় পর্যায়ে অধিক সাহায্য মুখাপেক্ষীদের সাহায্যার্থে সরকার ও সে দেশীয় বিভিন্ন সাহায্য সংগঠনের সাথে সহযোগীতা করার উদ্দেশ্যে গত ১৭ জানুয়ারী'০৮ বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রী জমা করার উদ্দেশ্যে ৩০টিরও অধিক সামাজিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে টরোন্টোর নামকরা Woodbine Banquet Hall-এ বিরাট এক চ্যারিটি সমাবেশের আয়োজন করে। প্রবেশ দরজায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের ভিড় লেগে যায়। সমাবেশে অংশগ্রহনকারী অনেকে পূর্বেই টিকেট সংগ্রহ করলেও আগত বহু মহিলা ও পুরুষ যোগদানকারী তাদের জন্য নির্ধারিত আলাদা আলাদা প্রবেশ দ্বারে ঢোকার জন্য টিকেট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভিড় জমিয়ে ফেলে। হলের ভিতরে সমবেত হওয়ার পর জানা গেল যে ৭০০-রও অধিক নারী-পুরুষ তাদের বাংলাদেশী ভাই-বোনদের সাহায্যার্থে এখানে এসে সমবেত হয়েছেন।

## সাবেক মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্যের অভিভাষণ:

সন্ধ্যা ৭.৪৫মিনিটে সাবেক মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্য সম্মানিতা Maria Minna মঞ্চে এলেন। আর তিনি Humanity First-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন যে, স্থানীয়ভাবে এ সংগঠন **Feed the Family Program**-এর মাধ্যমে কানাডায় বিশেষ সেবা দান করছে আর সে দেশে স্কুলে শিক্ষারত ছেলে-মেয়েদেরও বিশেষ সাহায্য দান করছে।

Humanity First-এর চ্যারিটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সম্মানিত হাইকমিশনার ও কানাডার সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

## উদ্বোধনী দোয়া:

Humanity First-এর পরিচয় এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার পর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য সম্মানিতা Maria Minna আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, কানাডার আমীর মোহতরম মালেক লাল খাঁ সাহেবকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান। মোহতরম আমীর সাহেবের ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়।

## Chairman, Humanity First-এর ভাষণ প্রদান:

এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহতরম ডা. সৈয়দ মোহাম্মদ আসলাম দাউদ সাহেব আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মানবতার সাহায্যার্থে সেবামূলক এই উদ্যোগে অংশ নিতে পারার কারনে আমরা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। Humanity First-এর

Humanity First-এর সেবাদান কার্যক্রম-রুগীদের উন্নত চিকিৎসাদান

বাংলাদেশে Sidr-বিধ্বস্ত এলাকায় নদীপথে ত্রাণ সামগ্রী নেয়া হচ্ছে

বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের উল্লেখ করে তিনি ৩য় বিশ্বের দেশসমূহ বিশেষ করে আফ্রিকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, অসহায় এতিমদের তত্বাবধান, নির্যাতিতা নারীদের স্বাবলম্বী করা আর বিভিন্ন মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে আর্ত পীড়িতদের চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে Humanity First-এর সেবাদান কার্যক্রমের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে সাহায্য সামগ্রীসহ কানাডা এবং আমেরিকা থেকে চিকিৎসক দল নিয়ে প্রতিদিন ১৬ ঘন্টা করে আমরা দূর্গত এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে সেবাদান করেছি। অত্যন্ত দূর্গম ও বিধ্বস্ত এলাকাতেও আমরা সাহায্য পৌছিয়েছি। আর এখন ২য় পর্যায়ে স্বল্প মূল্যে বাড়ীঘর নির্মাণ, নৌযান তৈরিতে আর মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম জোগাতে এবং স্কুল ও হাসপাতাল মেরামত করার জন্য আমরা বিপুল পরিমান সাহায্য আবশ্যক বলে মনে করছি।

চেয়ারম্যান সাহেবের বক্তব্য প্রদানের পর Humanity First-এর Medical Director ডা. আলিম খান সাহেব, যিনি বাংলাদেশে প্রেরিত ত্রাণ দলের সদস্য ছিলেন তিনি তার রিপোর্ট পেশ করতে মঞ্চে এলেন। তিনি হলে সমবেত সুধী মহলকে জ্ঞাত করলেন যে, ঘূর্ণিঝড় Sidr-এর আঘাতে বাংলাদেশে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এতে জীবন নাশের সংখ্যা জানানো হয়েছে প্রায় ৫ হাজার এবং আহত হয়েছে ৪০ হাজার মানুষ। তিনি আরো জানান যে, কানাডা ও আমেরিকা থেকে যোগদানকারী আমাদের ত্রাণদলের ক্যাম্পে প্রায় দেড়শত স্বেচ্ছাসেবী একাধারে কর্মরত ছিল এবং চিকিৎসা সাহায্য ছাড়াও ক্ষুৎ-পিপাসা আক্রান্ত জনগণকে খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করা হয়েছে। Humanity First কাপড়-চোপড় ও কম্বল ছাড়াও পানি বিশুদ্ধকরণের উপকরণ সম্বলিত তিনশত ইউনিটও বিতরণ করে। এখন আমাদের সামনে রয়েছে উক্ত বিধ্বস্ত এলাকার পূণর্বাসন কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ।

উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের আপ্যায়ণ পর্বের পর সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্য থেকে উপস্থিত কয়েকজন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তারা তাদের বক্তব্যে Humanity First-এর কার্যক্রমের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর আন্তরিকতার সাথে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে অর্থ দান করতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

এরপর ওন্টারিও-এর সাবেক এক মন্ত্রী **Greg Sorbara** তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, আমার সৌভাগ্য যে আমি সেই বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে সংযুক্ত রয়েছি যারা অসাধারণ সেবামূলক সংগঠন Humanity First-এর তত্বাবধানকারী। তিনিও তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে আর্থিক সাহায্য দান করতে অনুরোধ করেন।

এর পর সংসদ সদস্য **Jim Karygiannis,** যিনি Humanity First-এর ত্রাণদলের সাথে স্বশরীরে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে সেবামূলক সকল কার্যক্রম চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আমি স্বয়ং Humanity First-এর মানব সেবামূলক সবরকম কর্মকান্ড- কাশ্মীরের মোজাফফরাবাদ আর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে স্বচক্ষে দর্শন করি, এতে স্বপ্রনোদিত হয়ে আমি তাদের সাথে এই মানব সেবামূলক কর্মকান্ডে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। তিনি বলেন, Sidr-এর নির্মম আঘাতে জর্জরিত ঐ মানুষগুলো আপনাদেরই অপেক্ষায় রয়েছে। বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের ফসলের ক্ষেত, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তাদের মাছ ধরার নৌকাগুলো, আপনাদের সাহায্য তাদের আজ একান্ত প্রয়োজন। তারা কানাডা সরকারের কাছে সাহায্যের অর্থ বৃদ্ধির জন্যও আবেদন জানিয়েছেন।

Humanity First-এর বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় Sidr আক্রান্ত দুগতদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

## বাংলাদেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য দান:

অনুষ্ঠানের এ পর্বে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খন্দকার সাহেব তার বক্তব্যে Humanity First এবং এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল দর্শকশ্রোতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ৯০ লক্ষ মানুষ এই দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। পূণর্নিমাণ ও পূণর্বাসন কার্যক্রমের এক দীর্ঘ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। ১৪০০স্কুল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, ২০ লক্ষ পরিবারের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এ সব কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাধা করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী কার্যকর করা জরুরী হয়ে পড়েছে। মানবতার সেবায় Humanity First-এর সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি তার বক্তব্য প্রদান করেন ও সেই সাথে বর্ধিত সাহায্যেরও আবেদন জানান।

## লক্ষাধিক ডলার অর্থ সাহায্য সংগৃহীত:

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত কানাডার আমীর মোহতরম মালেক লাল খাঁ সাহেব উপস্থিত সদস্যদের পক্ষ থেকে Sidr আক্রান্ত বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যার্থে Humanity First সংগঠনকে একটি বড় অংকের চেক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ১০ হাজার ডলারের একটি চেকও অনুদান দেন। এছাড়াও অন্যান্য সংগঠন ও ব্যবসায়ীরাও সাধ্যানুযায়ী যথেষ্ট পরিমান অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। Humanity First-এর চেয়ারম্যান সমাপণী বক্তব্যে আবারও একবার অংশগ্রহনকারী সুধীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং এই প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত করেন যে মানবতার সেবায় আমরা সর্বদাই দুঃখী মানুষের কাছে পোঁছাব। সেই সাথে তিনি সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানান। তিনি আরো বলেন, আজকের এই প্রচেষ্টায় প্রায় ১লক্ষ ১৮ হাজার ডলার সংগৃহীত হয়েছে যা বাংলাদেশের Sidr বিধ্বস্ত উপকূলবাসীদের পূণর্বাসন কাজে ব্যয়িত হবে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে কানাডার ৩য় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল New Democratic Party-র সম্মানিত নেতা সংসদ সদস্য **Dr. Jack Layton** অটোয়া থেকে এসে পৌঁছান। যদিও পূর্বেই তিনি এসে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু প্লেন বিলম্বে পৌছুবার কারনে অনুষ্ঠান স্থলে তিনি দেরীতে পৌঁছান। তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানের মহৎ উদ্যোগ উপলব্ধি করে আমি বিমান বন্দর থেকে সরাসরি এখানে এসে পৌঁছেছি। আর আমার দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে Humanity First সূচারূরুপে এই কর্মোদ্যোগটি কার্যকর করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দুর্গতদের সাহায্যার্থে আমরা সরকারের কাছে অর্থের পরিমান বৃদ্ধি করার দাবী জানাতে থাকবো।

তার বক্তব্যের সাথেই এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

## কানাডিয় টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত:

এ অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কার্যক্রমের উপর পরদিন ভোরে সকল সংবাদপত্রে বিশেষ সংবাদ ছাপা হয় এবং টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে হাইলাইট পরিবেশিত হয়। বিশেষ করে Soul TV তাদের বিশেষ প্রচার কার্যক্রমে Humanity First-এর সেবামূলক কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত এক প্রতিবেদন প্রচার করে।

আমরা সকলের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, মানবতার সেবায় অনুকরণীয় ও আদর্শস্থানীয় অনুপম সেবার তৌফিক যেন আল্লাহ তাআলা Humanity First-কে দান করেন আর দুর্গত মানুষের সেবায় এই নিঃস্বার্থ কুরবানী আল্লাহ তাআলা যেন আপন অনুগ্রহে কবুল করেন, আমীন!

(তথ্যসূত্রঃ আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ মার্চ '০৮)

সংকলন ঃ **মাহমুদ আহমদ বিপ্লব**

# খিলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী (১৯০৮-২০০৮)

## ২৭ মে' ২০০৮ ইং তারিখে খিলাফতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলী-২০০৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের সার্কুলার

**আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশ-এর সর্বস্তরের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ,**

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

উপরোক্ত কার্যক্রমের প্রাথমিক বিষয় অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) অনেক পূর্বেই (২০০৫ সনে) ইবাদত ও দোয়ার এক রূহানী কর্মসূচী দিয়েছেন প্রতিমাসে ১ দিন নফল রোযা, প্রতিদিন ২ রাকাত নফল নামায ও নির্ধারিত দোয়াসমূহ এবং দরুদশরীফ পাঠ যা লিফলেট, ফোল্ডার, পোস্টার ও পেনাফেক্সে ছেপে কেন্দ্র থেকে সকল জামাতে বিতরণ করা হয়েছে এবং পাক্ষিক আহমদী ও মাসিক আহবান-এ বিজ্ঞাপন আকারে বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করি জামাআতের সকল সদস্য-সদস্যা এর উপর যথাযথ আমল করে চলেছেন।

**নিম্নে ২৭ শে মে' ২০০৮ এর কর্মসূচী সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো ঃ**

**১। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, বিশেষ নামায এবং সাদকাঃ**

ক) ২৬/২৭ মে, ২০০৮ তারিখ রাতে আহমদীগণ বিশেষ বা'জামাত তাহাজ্জুদ নামায পড়বে।

খ) ২৭ মে, ২০০৮ খিলাফতে আহমদীয়ার ২য় শতাব্দীর প্রথম দিন সকল মসজিদে ফযর নামাযের পর ইজতেমায়ী দোয়া করা হবে।

গ) পুরুষ, মহিলা ও ছেলে-মেয়েরা অবশ্যই স্থানীয় মুসিয়ানদের কবরস্থানে যাবে এবং দোয়া করবে।

ঘ) ২৭ মে, ২০০৮ তারিখে আহমদীগণ নিজেদের পক্ষ হতে পৃথকভাবে নন-আহমদী বন্ধুদের নিকট উপহার পাঠাবে।

ঙ) ২৭ মে, ২০০৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১০১টি ছাগল স্থানীয় জামাআতসমূহের মাধ্যমে কুরবানী করা হবে।

চ) ২৭ মে, ২০০৮ তারিখে মিষ্টি বিতরণ করতে হবে, বিশেষ করে বাচ্চাদের মাঝে।

ছ) ২৭ মে, ২০০৮ তারিখে আলোকসজ্জা (বিদ্যুতের অভাবে অন্যভাবে সাজানো যেতে পারে) এবং সুসজ্জিত গেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

**২। খিলাফত শতবার্ষিকী জলসা ঃ**

ক) হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) এম.টি.এ. (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া)-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফত শতবার্ষিকী (১৯০৮-২০০৮) উদযাপন উপলক্ষে লন্ডন হতে সরাসরি আগামী ২৭ মে, ২০০৮ ইং মঙ্গলবার (বাংলাদেশ সময়) বিকাল ৪ঃ০০ ঘটিকায় ভাষণ প্রদান করবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের শতভাগ সদস্যকে (পুরুষ, নারী ছোট বাচ্চাদেরসহ) ঐ ভাষণ দেখা ও শুনার জন্য বিনীত আহবান জানানো যাচ্ছে। ঐ দিনে স্থানীয়/আঞ্চলিক "খিলাফত শতবার্ষিকী জলসা" এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য থাকে এবং জলসায় আগত সকলেই স্থানীয়/আঞ্চলিক জলসা শোনার পর পরই লন্ডনের জলসা সরাসরি এমটিএ-এর মাধ্যমে উপভোগ করতে পারেন।

খ) স্থানীয়/আঞ্চলিক জলসা সময়সূচী সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে যাতে জলসায় উপস্থিত সকলেই (বাংলাদেশ সময়) বিকাল ৪ ঘটিকায় লন্ডনস্থ 'খিলাফত শতবার্ষিকী জলসা'য় হুযূর (আই.)-এর ভাষণ সরাসরি এমটিএ-এর মাধ্যমে উপভোগ করতে পারেন।

গ) **২৭ মে, ২০০৮ খিলাফত শতবার্ষিকী জলসার অনুষ্ঠানসূচীর নমূনাঃ**

| | |
|---|---|
| পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত - | ৭ মিনিট। |
| দোয়া - | ৩ মিনিট। |
| নযম - | ৮ মিনিট। |
| হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ | ৩০ মিনিট। |
| খিলাফত চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ঃ | ৩৫ মিনিট। |
| খিলাফতে আহমদীয়ার ইতিহাসঃ | ৩৫ মিনিট। |
| বিশ্বব্যাপী খিলাফতের কল্যাণ ঃ | ৩৫ মিনিট। |

* উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও নিম্নবর্ণিত অন্যান্য বিষয়েও বক্তৃতা রাখা যেতে পারে।

উক্ত জলসায় পরিবেশনের জন্য মরকয থেকে বক্তৃতার বিষয়াবলীর রেফারেন্স সম্বলিত উর্দু স্ক্রিপ্ট পাঠানো হয়েছে। বিষয়বস্তুর তালিকা নিম্নরূপ:

১। বিশ্বব্যাপী খেলাফতের কল্যাণ।
২। খিলাফতের পদমর্যাদা।
৩। খোলাফায়ে রাশেদা (জীবনী ও কার্যাবলী)।
৪। খিলাফত চিরস্থায়ী ব্যবস্থা।
৫। খিলাফত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের দায়-দায়িত্ব।

৬। নবুওতের পদাংক অনুস্মরণে খিলাফত।
৭। নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত।
৮। দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ ও রবুবিয়তের সুসংবাদ।
৯। খিলাফতে আহমদীয়া ও ঐশী সুসংবাদ।
১০। খিলাফতে আহমদীয়ার ইতিহাস।
১১। আহমদীয়া জামাআতের খলীফাগণের জীবনী।
১২। আহমদীয়া খলীফাগণের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন।
১৩। আহমদী জামাআতের খলীফাগণের কাশফ ও স্বপ্ন।
১৪। আহমদী খলীফাগণের দোয়া কবুলিয়তের ঘটনাবলী।
১৫। খিলাফতে আহমীয়া ও জামাআতের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক।
১৬। খিলাফতে আহমদীয়ার খলীফাগণের বিভিন্ন তাহরীকসমূহ (নেক কাজের আহবান) ও এর ফলাফল।
১৭। আহমদীয়া খেলাফত বিরোধী আন্দোলন এবং তার পরিণাম।
১৮। সর্বব্যাপী দাজ্জালী আন্দোলন সমূহের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামাআতের খিলাফত এক সুরক্ষিত দূর্গ।
১৯। বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে আহমদীয়া খলীফাগনের প্রদত্ত চ্যালেঞ্জসমূহ।
২০। খিলাফত ব্যবস্থা ও জামাআতের মজলিসে শূরা।
২১। নেযামে নও ও ওসীয়্যত (নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা)।
২২। নেযামে খেলাফত ও আমাদের দায়িত্বাবলী।
২৩। খেলাফতের কল্যাণ।
২৪। মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

সকল স্থানীয় জামাতে উক্ত খিলাফত শতবার্ষিকী জলসা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। যে সব জামাতে জলসা আয়োজনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না তাদেরকে নিকটবর্তী জামাতসমূহের সাথে যোগাযোগ করে আঞ্চলিকভাবে এ জলসা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত জলসায় উপরোক্ত বিষয়বস্তু হতে ৩/৪টি বিষয়ে বক্তৃতা রাখা যেতে পারে। যদি কেহ বক্তৃতা তৈরির জন্য উর্দু স্ক্রিপ্ট-এর কপি পেতে চান তবে তা কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আগ্রহী জামাতসমূহ জলসার খসড়া প্রোগ্রাম (বিষয়বস্তু ও বক্তাদের নামসহ) অতিসত্বর কেন্দ্রে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রে প্রেরণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩। ক) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কেন্দ্রীয়/আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে এমন ওয়াকারে আমল বাস্তবায়ন করবে যা সমাজে প্রভাব ফেলবে। উক্ত ওয়াকারে আমলে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যগণও অংশ নিবে।

খ) খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত খেলাধুলা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সংশিষ্টরা যথারীতি অংশ নিবেন।

উলেখ্য যে, উক্ত মহতি কর্মসূচী পালনার্থে জামাআতের কাছে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ফান্ড এবং শাদসালা (শতবার্ষিকী) খিলাফত শুকরানা ফান্ডে অনুদান প্রদানের জন্য চিঠিপত্র/সার্কুলারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বহুবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত খাত দু'টিতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। কাজেই দ্রুত উক্ত খাত দু'টিতে জামাআতের সর্বস্তরের সদস্যদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এছাড়া হুযূর (আই.) চাঁদাদাতা আহমদী সদস্যদের অর্ধেক (৫০%) সংখ্যায় ওসীয়্যত করতে তাহরীক করেছেন। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে অথচ বাংলাদেশে ওসীয়্যতকারীর সংখ্যা টার্গেটের অনেক পিছনে। কাজেই সর্বস্তরের চাঁদাদাতা সদস্যদেরকে হুযূর (আই.)-এর প্রদত্ত টার্গেট পূরণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সকল অঙ্গসংগঠনকে উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা দানের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হুযূর (আই.)-এর তাহরীকসহ জামাআতের সকল প্রকার নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

**মোবাশ্‌শের উর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর ও চেয়ারম্যান
আহমদীয়া খিলাফত শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮
উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

## সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট– **www.ahmadiyyabangla.org** আজ উদ্বোধন করা হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্‌শের উর রহমান গত ০৪/০৪/০৮ বাদ জুমুআ এক বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন, এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের অগ্রযাত্রায় আরও একটি মাইল ফলক। আহমদীয়া জামাআত ও এর কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে এ ওয়েবসাইটের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তিনি সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধন শেষে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করা হয়। বর্তমানে এই ওয়েবসাইটটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট **www.alislam.org** ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও ভাষায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের আরও আঠারোটি ওয়েবসাইট রয়েছে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রায় এক হাজার আহমদী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।

**আহমদ তবশীর চৌধুরী**
সমন্বয়ক, গণসংযোগ ও বহিঃ সম্পর্ক বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

# "বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস আর বহুবিধ মতপার্থক্যের কারণে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষে জর্জরিত এ বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ –ঘানা"

বক্তব্য রাখছেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)

ঘানা জলসায় আগত শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

১৭ এপ্রিল ২০০৮ ঘানায় অনুষ্ঠিত খিলাফত শতবার্ষিকীর ১ম সালানা জলসা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঘানার সালানা জলসার উদ্বোধন ঘানাস্থ 'বাগ-ই-আহমদ' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘানা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান মান্যবর President J. A Kufuor উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিক এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্যাটেলাইট TV চ্যানেল MTA International এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ অবলোকন করে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঘানার ন্যাশনাল আমীর মৌলবী আব্দুল ওয়াহাব আদম তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, এই মহতী অনুষ্ঠানটি আজ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত আমিরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এবং ঘানা প্রজাতন্ত্রের মাননীয় রাষ্ট্রপতি উভয়ের যুগপৎ উপস্থিতিতে অসাধারণ মর্যাদা লাভ করেছে। এজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ঘানা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছে। এরপর তিনি বলেন, বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ধর্ম ভিত্তিক বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বিভেদের নাগপাশে পারস্পরিক সংঘাতে যেখানে অবলীলায় রক্তপাত ঘটিয়ে চলছে সেস্থলে নানা ধর্মমত ও পথের নাগরিকেরা ঘানায় সৌহার্দ ও সম্প্রীতির আশিসময় গভীর বন্ধনে একতাবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। যা আজকের এই অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতিনিধি বৃন্দের প্রাণবন্ত উপস্থিতি দ্বারা ফুটে উঠেছে।

উল্লেখ্য যে-এই অনুষ্ঠানে ঘানার রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ঘোষণা করেন যে, জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য আহমদীয়াতের বাণী "Love for All Hatred for None" এটা কেবল মুখেই আহমদীরা প্রচার করে না বরং বিশ্বজনীন এই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে কার্যকরও করে। যার প্রতিফলনেই আজ এদেশে আমরা সবাই একতাবদ্ধ। সে সাথে তিনি জনসাধারণের কাছে এরূপ একতাকে আরও সুদৃঢ় করার আন্তরিক আহ্বান জানান।

অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি আলহাজ্জ আল্ হাসান বিন্ সালেহ্ হুযূর (আই.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন। এরপর হুযূর (আই.) জলসাগাহের মঞ্চ অলংকৃত করে চল্লিশ মিনিট স্থায়ী অমূল্য ভাষণ দান করেন। ঘানার এই জলসায় উপস্থিত থাকতে পেরে হুযূর তার বক্তব্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

হুযূর (আই.) তার অমূল্য ভাষণে ঘানা জামাআতের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা আর গভীর প্রীতিময় বন্ধনের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ঘানায় যে দীর্ঘ আট বছর কাল অতিবাহিত করেছেন সেই স্মৃতিকথা বার বার উল্লেখ করেন।

হুযূর (আই,) বলেন, ঘানার কাছে আমার সুগভীর প্রত্যাশা রয়েছে। আমার দোয়া এই যে, আপনারা সর্বদা উন্নতি লাভ করতে থাকুন। আমার এই আন্তরিক আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মূল কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, আমি আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য এক অংশ এখানে–আপনাদের সাথে কাটিয়েছি।

ঘানায় অতিবাহিত ঐ দিনগুলির কথা স্মরণ করে হুযূর (আই.) আরও বলেন, ঐ দিনগুলিতে ঘানা বহুবিধ সমস্যায় নিপতিত থাকলেও সেগুলো তাকে (আই.) দমাতে পারে নি। উল্লেখ্য যে, ঘানার সেই দূর্দিনে তিনি (আই.) দূরদর্শিতা মূলক নানান প্রচেষ্টা চালিয়ে সমস্যায় নিপতিত দেশটির কতিপয় সমস্যা সমাধানে বিশেষ অবদান রেখে ঘানার ভবিষ্যত গঠনে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী হয়ে গিয়েছিলেন।

হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে ঘানা জামাআতের উন্নতির বিভিন্ন বর্ণনা দেন। হুযূর (আই.) বলেন,প্রায় ৯০ বছর পূর্বে ভারত থেকে আহমদীয়া জামাআতের সদস্যরা ঘানায় প্রেরিত হন এবং আহমদীয়াতের সত্যতার মূল বাণী প্রচারে অগ্র নায়কের ভূমিকা পালন করেন। প্রথম দিকে একজন দুইজন করে এই জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা ধার্মিকতায় ও মহানুভবতায় এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তাদেরই মাধ্যমে বহু সংখ্যক মানুষ জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তিনি (আই.) আরও বলেন, ঐ বুযুর্গগণের ঘানা জামাআতের কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বরং তাদের সেবার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দান করা উচিত। যাতে ভবিষ্যত বংশধরেরা তাদের পূর্ব প্রজন্মের অসাধারণ কুরবানীর বিষয়ে অজ্ঞ না থাকে। খিলাফতের অনুবর্তীতায় ঘানা জামাআতের অসাধারণ আনুগত্যের উল্লেখ করে তিনি (আই.) বলেন, বিশ্বের অন্যান্য আহমদীদের জন্য তাদের এই

বক্তব্য রাখছেন ঘানা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান মান্যবর President J. A Kufuor

অবদান নিশ্চিতরূপে অনুকরণীয় এক নমুনা হতে পারে। এই জামাআত বয়আতের অঙ্গীকার পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে উল্লেখ করে তিনি (আই.) তাদের মুবারকবাদ জানান। সেই সাথে তিনি (আই.) ঘানা জামাআতের সদস্যদের আত্ম প্রসাদে তুষ্ট না থেকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে আরও বিনয়াবনত হওয়ার উপদেশ দান করেন। হুযূর (আই.) উদ্বোধনী ভাষণের শেষাংশে প্রত্যেক আহমদীকে নির্দেশ দেন যে, সত্যের মান বৃদ্ধি আর আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা লাভ করতে প্রত্যেকের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে হবে। যদি তারা এই দু'টি পবিত্র পরিবর্তন নিজেদের মাঝে ধারণ করতে পারে তাহলে সামগ্রিকভাবে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দুটো নীতি অনুসৃত হলে বর্তমান বিশ্ব যে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এছাড়াও হুযূর (আই.) ঘানার ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি (আই.) ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন যে, তাদের লেখা পড়া যেন এমন উঁচু মানের হয় যে তারা নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্যতা লাভ করে। ঘানার রাষ্ট্রপতি হুযূর (আই.)-এর বক্তব্যের প্রশংসা করেন। হুযূর (আই.) ঘানা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করুক আর ঘানার এই উন্নয়নে সরকার ও জনগণ কঠোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুক এই শুভ কামনা করে হুযূর (আই.) উদ্বোধনী ভাষণ সমাপ্ত করেন।

হুযূর (আই.)-এর ভাষণের পর ঘানার সম্মানিত (প্রেসিডেন্ট কুফুয়ার) সাহেব মঞ্চে আরোহন করে আহমদীয়া জামাআতের খিলাফতের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তার আন্তরিক মুবারকবাদ জানান এই বলে যে খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি বছরের ১ম জলসা যাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর সানুগ্রহ উপস্থিতি দ্বারা ঘানার এই জলসাকে বিশেষ মর্যাদা দান করে একে আশিসমন্ডিত করেছেন। তিনি হুযূর (আই.)-কে উদ্ধৃত করে বলেন যে, হুযূরের পবিত্র এই উপস্থিতি ঘানায় নুতন নয়। তিনি বেশ কয়েক বছর আমাদের সাথে এ দেশে অবস্থান করে ভাই, বন্ধু ও শিক্ষক এবং উপদেশ দাতাসহ নানাবিধ ভূমিকা রেখেছেন।

প্রভাত কালের এ অধিবেশনটি হুযূর (আই.) দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করেন। লক্ষাধিক নারী পুরুষ ও শিশুর প্রাণবন্ত উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে হুযূর (আই.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করতে ঘানার রাষ্ট্রপতি এক নাগারে চার ঘন্টা উপস্থিত ছিলেন। এ উদ্বোধনী অধিবেশনে বাহাই, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং ঘানার রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃত ইমামসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সংগ্রহ ঃ **হোসনে মোবারক**

তথ্যসূত্র ঃ International Press and Media Desk. AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY & MTA. International

# সফলতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত দুর্গারামপুরের ২৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজল ও রহমতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত দুর্গারামপুরের ২৩ তম সালানা জলসা গত ২৮ ও ২৯শে মার্চ ০৮ তারিখে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ্)।

২৮ মার্চ ০৮ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারাম মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তিলাওয়াতে কুরআন ও উর্দু নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব বশির উদ্দিন আহমদ ও জনাব মোহাম্মদ জাকির হাসেন। জনাব মোহতরাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। মাওলানা নওশাদ আহমদ, জলসার গুরুত্ব ও বরকত এর উপর বক্তৃতা রাখেন। জনাব মোহাম্মদ জিকরে-ই-ইলাহী বাংলা নযম পাঠ করেন। জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী খেলাফতের কল্যাণ এর উপর বক্তৃতা প্রদান করেন । জলসার প্রথম অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো আহমদীয়া জামাআতের ধর্ম বিশ্বাস ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতা। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবেদন জানান একশত সতেরো বছর পার হতে চললো আজো কেন তারা সত্যকে অবহেলা করছেন। কেন তারা সত্যকে মেনে নিচ্ছেন না, বয়আত গ্রহণ করছেন না। আর দেরী না করে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতাকে মেনে নেওয়ার জন্য সমগ্র গ্রামবাসীকে তিনি উদাত্ত আহবান জানান। ২৮ মার্চ ০৮ ইং তারিখ দিবাগত রাত্রে শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব

বক্তব্য রাখছেন মোহতারাম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ

দুর্গারামপুরের আঞ্চলিক ভাষায় যে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিবেশন করেছেন তা নিঃসন্দেহে গ্রামবাসীর অন্তরে অনেক দিন পর্যন্ত তোলপাড় করতে থাকবে।

২৯ মার্চ ০৮ইং রোজ শনিবার ২য় অধিবেশনের পুরাটা জুড়ে ছিলো লাজনাদের সেশন। লাজনাদের সেশনে আনহার বেগম পারভীন কুরআন তিলাওয়াত করেন। লাজনাদের প্রশ্নোত্তর সেশনে মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের প্রতিটি প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং প্রজ্ঞাময় জবাব, তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ উত্তর ও প্রতিউত্তর নিশ্চিতভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। (আলহামদুলিল্লাহ্)।

তারপর সমাপ্তি অধিবেশন। সমাপ্তি অধিবেশনে মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শের উপর এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা রাখেন। তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে তিনি যেভাবে অডিয়েন্সের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত গ্রামবাসীর নিকট অবিস্মৃত ও অমৃত হয়ে থাকবে। এই বক্তৃতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ আরাবি (সা.)-এর শান-শওকত, আদর্শ ও মর্যাদাকে তিনি দুর্গারামপুর গ্রামবাসীর অন্তরে গেঁথে দিয়ে এসেছেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার কল্যাণের উপর বক্তৃতা রাখেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব।

আমাদের শ্রদ্ধেয় মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের স্বভাবজ সুমধুর ব্যবহার, মাওলানা সাহেবদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতার আলাপ আলোচনায় অভিভূত হয়ে দূর্গারামপুর গ্রামের এক পরিবারের পাঁচজন সদস্য এক সাথে আহমদীয়া সিলসিলায় বয়আত গ্রহণ করেন। (আলহামদুলিল্লাহ্)। এবারের জলসায় বাংলাদেশের দূরদূরান্ত থেকে অনেক বুজুর্গ মেহমান অংশ গ্রহণ করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চট্টগ্রামের মোহতরাম আমীর সাহেবের এ জলসায় আগমন ও অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া চট্টগ্রাম জামাআতের লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যা সৈয়দা আমাতুল মজিদ (ছোট্টি) সাহেবার জলসায় অংশগ্রহণ ছিলো লাজনা ইমাইল্লাহদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। বীরপাইকশার শ্রদ্ধেয় জনাব নূরউদ্দিন সাহেবও এ জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আমাদের দোয়া জারী রইলো। জলসার খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বান্না ও পরিবেশনা ছিলো চমৎকার। মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয় ২৩ তম সালানা জলসার কার্যক্রম।

**প্রকৌশলী মোহাম্মদ নূর-ই-এলাহী**

# আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬২তম জলসা সালানা ০৮ অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ।

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে গত ১৫ই মার্চ রোজ শুক্রবার একদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬২তম সালানা জলসা আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ প্রাঙ্গনে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী জলসায় মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ। কুরআন তেলাওয়াত করেন কাউছার আহমদ মঞ্জুর। নযম পাঠ করেন এহসান এলাহী রুবেল। বাংলা নযম পাঠ করেন শহজাদা খান। সালাত খোদার সাথে যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান মুবাশ্বের মুরব্বী। খাতামান্নাবীঈন (সা.) ও আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মুতিউর রহমান। হযরত ইমাম মহাদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত রসূলে করীম (সা.) এর শান ও মর্যাদা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নওশাদ আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব এর সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিনব্যাপী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উক্ত মহতী জলসায় স্থানীয় জামাআত সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাআত থেকে আগত মেহমানদের সংখ্যা প্রায় ২০০০ জন। বাদ মাগরিব মসজিদে বিশেষ তবলীগি অধিবেশন হয়। এতে জেরে তবলীগ বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, মাওলানা সোলায়মান, মাওলানা নাওশাদ আহমদ ও মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

## ৪২তম ইউ.কে জলসা

আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ জুলাই ২০০৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার) ৪২তম ইউ.কে জলসা লন্ডনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

## ৩০তম মজলিসে শূরা

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে আগামী ৬ ও ৭ জুন ২০০৮ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশের ৩০তম মজলিসে শূরা ঢাকা দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। শূরার কার্যক্রমের সার্কুলার ইতিমধ্যে সকল স্থানীয় জামাআতে পাঠানো হয়েছে। শূরার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করি।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
সেক্রেটারী শূরা কমিটি ০৮

*'পাক্ষিক আহমদী'-র সম্মানিত গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দ লিখা পাঠানো পরামর্শ প্রদান কিংবা তদ্সংশ্লিষ্ট কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।*

*E-mail :pakkhik_ahmadi@yahoo.com*

*৩১ মে ০৮ 'পাক্ষিক আহমদী'-র খিলাফত সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। আপনার কপি সংগ্রহ করুন।*

সম্পাদক

# বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের ২য় আঞ্চলিক সালানা জলসা ০৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত শালশিড়িতে অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ

উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

গত ২১ মার্চ, ২০০৮ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকায় দুই দিন ব্যাপী বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, শালশিড়ি মসজিদ প্রাঙ্গনে মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী মনির হোসেন খান, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। নযম পাঠ করেন মৌলবী এস, এম মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশ। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান, মৌলভী ইছরাইল দেওয়ান।

**মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)** এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা বশিরুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্। **বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত,** এ বিষয়ে মুল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। বাংলা নযম পাঠ করেন ইব্রায়েতুল হাসান। **আহমদীয়া জামাআতের ধর্ম বিশ্বাস ও প্রসঙ্গ কথা** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, বাংলাদেশ। **মালী কুরবানীর গুরুত্ব** সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। সন্ধ্যায় M.T.A- এর মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর জুমুআর খুতবা শোনার পর তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় আগত জেরে তবলীগ ও নওমোবাইনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং তবলিগী বিষয়ে **বক্তব্য রাখেন**

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

২২ মার্চ ২০০৮ সকাল ১০টায় মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভপতিত্বে লাজনা অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাবা মোসলেহা জাফর। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাবা মুন্নি আকতার। **ইসলামে নারীর ভূমিকা** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ। জলসায় আগত অ-আহমদী ও নওমোবা'ইন মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী তাহের আহমদ, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। উর্দু নযম পাঠ করেন মৌলবী রবিউল ইসলাম মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ।

**মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ইসলামী খেলাফত** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। **একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, বাংলাদেশ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সহকারী সেক্রেটারী, জলসা কমিটি। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসেবে জনাব আব্দুল জলিল জেনারেল সেক্রেটারী বাংলাদেশ ও জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্ নায়েব ন্যাশনাল আমীর সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণ এই জলসায় যোগদান করেন।

বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জামাআত গুলোর কর্মকর্তা, মুরুব্বী, মোয়াল্লেম, আহমদী, নওমোবা'ইন ও জেরে তবলীগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জলসায় যোগদান করেন। তাছাড়া উত্তর বঙ্গের সকল জামাআত, সুন্দরবন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রামসহ দেশের অনেক জামাআত থেকে আহমদী পুরুষ ও মহিলা সদস্য-সদস্যাগণ জলসায় যোগদান করেন। রেজিষ্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী প্রায় দুই হাজার ধর্মপ্রাণ ভাই ও বোনেরা এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন।

**মহিউদ্দিন আহমদ**

# রূহানী ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে কিশোরগঞ্জ এলাকায় ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ০৮ অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রখাছেন মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব, হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি

জলসায় আগত শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

মহান আল্লাহ্ তাআলার অপার দয়া ও ফজলে কিশোরগঞ্জ জেলার ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ০৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, তেরগাতিতে গত ৭ মার্চ, অত্যন্ত আযমতপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই মার্চ ০৮ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টায় মোহতারাম মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, কটিয়াদী এর সভাপতিত্বে জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। নযম পাঠ করেন জনাব আরাফ আহমদ সাদিব। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতারাম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব, মুফতি সিলসিলাহ্ আলীয়া আহমদীয়া। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সূরা জুমুআর প্রথম চার আয়াত তেলাওয়াত করে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকে এর ব্যাখ্যা করে শুনান এবং কুরআনের আলোতে জীবনের পথ পরিক্রমার জন্য তিনি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ পর্যায়ে 'মহান আল্লাহ্ তাআলার সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন মোহতারাম আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর 'ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে নবী করীম (সা.)-এর শান ও মর্যাদা' বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পেশ করেন ছোট্ট তিফল জনাব ছোটন। সবশেষে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওমরে আমা, আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম 'মালী কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা' বিষয়ক বক্তব্য রাখেন। নামাযে জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতারাম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব মসজিদের আদব ও খোদা তাআলা কর্তৃক বান্দাকে প্রদত্ত শারীরিক নেয়ামত ও এগুলোর যথাযথ প্রতিপালনের ওপর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দুপুর ৩টায় মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমরে আমা'র সভাপতিত্বে জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতে কুরআন মজীদ থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী ফজলুর রহমান। এরপর নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা বশির আহমদ, ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম। এরপর 'খেলাফতের কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, তেরগাতির প্রেসিডেন্ট মোহতারাম সৈয়দ আনোয়ার আলী। এ পর্যায়ে জলসা অফিসার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শুকরিয়া আদায় ও দোয়ার এলান পড়ে শুনান। এরপর আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পাঠ করেন। সবশেষে সমাপনী বক্তব্যে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি খলীফার সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের বরকত বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে আগামী কাদিয়ান জলসার সময়ে হুযূরের . ভারত সফরের সময় বাংলাদেশীরা যেন বেশী বেশী সংখ্যায় কোলকাতায় হুযূর (আই.)-এর সাথে দেখা করতে যান–এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। এরপর তিনি সমাপনী দোয়া পরিচালনা করেন।

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

# জামাআত ও অংগসংগঠনসমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

## সারা দেশে রূহানী ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয় 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' নিম্নে সংবাদ পরিবেশন করা হলো।

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তারুয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তারুয়ার মসজিদে বাশারতে ২৩শে মার্চ ০৮ হযরত মসীহ্ মাওউদ দিবস অত্যন্ত রূহানী ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বাদ মাগরিব উদযাপন করা হয়। প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন রহিছ মোল্লা, নযম পাঠ করেন পালাক্রমে সমির আহমদ, খলিলুর রহমান ও সোপান আহমদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব ফজলুল হক ভূইয়া, আরেফ কুরাইশি, হারুনুর রশিদ, খলিলুর রহমান, মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাসহ ১৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফজলুল হক ভূইয়া

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সিলেট

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সিলেট ১৮/০৩/২০০৮ইং বাদ জুমুআ মহান মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ইকবাল চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সিলেট। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব, এ সম্পর্কে বক্তাগণ আলোকপাত করেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান শেষে সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন।

সোহেল আহমদ

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত নিউ সোনাতলা

যথাযথ মর্যাদার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত নিউ সোনাতলায় মসীহ্ মাওউদ দিবস ২৩শে মার্চ বাদ মাগরিব থেকে শুরু হয়। এতে স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবু সাইদ মিলন সভাপতিত্বে করেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবী মাহমুদুল হাসান মিনহাজ, দোয়া করান সভাপতি সাহেব, নযম পাঠ করেন রুহুল আমীন রিয়ন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন সর্বজনাব জয়নাল আবেদীন, আব্দুল মোমিন, মহসীন আলী, মামুনুর রশিদ মিলন, আক্কেল আলী, মৌলবী মাহমুদুল হাসান মিনহাজ মোয়াল্লেম, প্রফেসর রাজীব উদ্দিন আহমদ। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ আবু সাইদ মিলন

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ক্রোড়া

গত ২৭/০৩/০৮ইং রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ক্রোড়ার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে বাদ মাগরিব জনাব গাজী মাযহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া এর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব তৌফিক আহমদ ভূইয়া এর কুরআন তেলাওয়াত এবং আভাস, আদর, সালভী এর দলীয় নযম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জন্ম ও বাল্যকাল এর উপর বক্তৃতা করেন জনাব এনামুল হক যয়ীম ক্রোড়া। পর্যায়ক্রমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন শরীফ আহমদ চৌধুরী, এস, এম এরফান, মোস্তাক আহমদ ভূইয়া। অনুষ্ঠানের মাঝখানে বাংলা নযম পাঠ করেন এনামুল হক ইন্টু পরিশেষে সভাপতি সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অলৌকিক নির্দেশাবলীর আলোকে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন এরপর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এনামুল হক

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চরসিন্দুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চরসিন্দুর উদ্যোগে গত ২৮/০৩/০৮ইং বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবস স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। এতে প্রথমেই কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, নযম পাঠ করেন ইমরান আহমদ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মৌলবী আবুল কাশেম আনসারী। পরিশেষে সভাপতির দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, নারায়ণগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০০৮ইং রোজ রবিবার বিকাল ৪ টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় **মসীহ্ মাওউদ দিবস** উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতারাম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ওমর আহমদ, বাংলা নযম পাঠ করেন সাইফুল আলম বিপুল এবং উর্দু নযম পাঠ করেন মারুফ আহমদ। সভায় মসীহ্ মাওউদ দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি, মসীহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম ও সাদাকাতে মসীহ মাওউদ প্রভৃতি বিষয়ের উপর তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঃ সর্বজনাব নাজমুল আহমদ জেনারেল সেক্রেটারী, হাফেজ মৌঃ আবুল খায়ের (মোয়াল্লেম)। সভাপতির ভাষণে স্থানীয় আমীর মোহতারাম এডঃ তাইজউদ্দিন আহমদ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেষ্ট হতে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি সহ শতাধিক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে সকলকে মিষ্টি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

**রফি উদ্দিন আহমদ**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, তারুয়া

গত ২৩/০৩/০৮ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, তারুয়ার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় হযরত মসীহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর উক্ত দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ফজলুল হক ভূইয়া, হারুন-অর রসিদ, খলিলুর রহমান, আরেফ কোরেশী, মৌঃ মোজাফফর আহমদ রাজু (মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ) ও মোসলেহ উদ্দিন আহমদ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, এরপর সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

**মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ঘাটুরা

গত ২৩ মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঘাটুরার উদ্যোগে **মসীহ্ মাওউদ দিবস**, পূর্ণ আন্তরিকতা ও উৎসাহ উদ্দিপনার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। দিবসটির গুরুত্বের উপর বাদ আসর থেকে স্থানীয় মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ মুসা মিয়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে এই আলোচনা সভায় তেলাওয়াতে কুরআন, নযম এবং হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন মৌঃ আসাদ উল্লাহ্ আসাদ, স্থানীয় মোয়াল্লেম এবং এস, এম আরমান। অনুষ্ঠানে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন উজ্জল আহমদ। সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সভা শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মোট্ ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

**এস, এম, ইব্রাহীম**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ ২০০৮ইং রোজ রোববার আহমদী পাড়াস্থ মসজিদে **মসীহ মাওউদ দিবস** অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উদযাপন করা হয়েছে। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তেলাওয়াতে কুরআন, নযম ও প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব নাসির আহমদ, বশির আহমদ মিঠু, ইয়ামিন আহমদ রকি। দিবসটির গুরুত্ত ও তাৎপর্যের উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে আলমগীর কলিম, মৌঃ এনামুল হক রনি মোয়াল্লেম, মৌলানা নওশাদ আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোট ৩৪৫ জন। শেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

**মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ, ২০০৮ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাআতের আমীর আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে **মসীহ মাওউদ দিবস** উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং নযম পাঠ করেন ইজাজুর রহমান (শুভ)। অতঃপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের লক্ষণাবলী ও এর পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা ও

তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মনসুর আহমদ, আনসার উদ্দিন, মোহাম্মদ শামসুর রহমান এবং মুবাশ্বের মুরব্বী মাওলানা শরীফ আফ্রাদ। সবশেষে সভাপতি সাহেব স্থানীয় জামাআতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলী স্মরণ করে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাতসহ মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

**জি, এম, মুশফিকুর রহমান**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত হেলেঞ্চাকুড়ি

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে গত ১১/০৪/০৮ইং **মসীহ্ মাওউদ দিবস** উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুস ছাত্তার প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাআত হেলেঞ্চা কুড়ি। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মেহেদী হাসান। মসীহ্ মাওউদ দিবস কি এবং এর পালনের উদ্দেশ্য কি এ বিষয়ে আলোচনা করেন মৌলবী জাহিদুল ইসলাম ওয়াকফে জাদীদ। ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও রসূল প্রেম এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলবী এস, এম মাহমুদুল হক মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এ, কে, নুরুল ইসলাম খান জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, হেলেঞ্চাকুড়ি। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উক্ত দিবসে মোট ৫৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

**এস, এম, মাহমুদুল হক**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তেরগাতি

গত ২৩/০৩/০৮ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, তেরগাতির উদ্যোগে পালিত হয় **মসীহ্ মাওউদ দিবস**। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব। পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে বক্তাগণ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবন ও সত্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। শেষে সভাপতি সাহেব বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

**সৈয়দ তোফায়েল আহমদ**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, কটিয়াদী

গত ২৩/০৩/০৮ বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, কটিয়াদীর উদ্যোগে **মসীহ্ মাওউদ দিবস** পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট এম, এ হান্নান সাহেব। উক্ত দিবস কুরআন তেলাওয়াতের নযম ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। সভায় দিবসটির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

**বশির আহমদ**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সুন্দরবন

গত ২৩/০৩/০৮ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব বায়তুস সালাম মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সুন্দরবনের উদ্যোগে **মসীহ্ মাওউদ দিবস** পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সুন্দরবনের আমীর জনাব আব্দুল মজিদ সরদার। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শেখ ওজিহুর রহমান, দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারাম আমীর সাহেব। অতঃপর নযম পেশ করেন জি, এম, মাসুদ আহমদ। মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা সম্পর্কে শেখ মাহফুজুর রহমান আলোচনা করেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখনী সম্রাট এ বিষয়ে আলোচনা করেন, এস, এম, তরিকুল ইসলাম, কায়েদ সুন্দরবন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন এস, এম রেজাউল করীম জেনারেল সেক্রেটারী সুন্দরবন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ ও কুরআন বিষয়ক আলোচনা করেন মৌঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ মোয়াল্লেম সুন্দরবন। মোহতারাম আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৭২ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

**এস, এম, রেজাউল করীম**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বিষ্ণুপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বিষ্ণুপুরের উদ্যোগে পালিত হয় **মসীহ্ মাওউদ দিবস**। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহজাহান ভূইয়া। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। এতে বক্তাগণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম ও

তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি সাহেবের দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্ত হয়।

আমীর মাহমুদ ভূইয়া

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ২৮ মার্চ ০৮ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলীগ মসজিদে বাদ জুমুআ অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে **মসীহ্ মাওউদ দিবস** পালিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন রওশন জাহান, হাদীস ও মলফুযাত থেকে যথাক্রমে রওশন জাহান, ফাতেমা নুসরত, এবং কাসিদা শুনান নাসেরাত বৃন্দ। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন বক্তৃতা প্রদান করেন রুবি চৌধুরী। মসীহ্ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশেষ বিশেষ দোয়া সমূহ থেকে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবা। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮০ জন লাজনা, নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিসেস রহিমা জাকির প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা।

তাসলিমা আজিজ

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর/ঈশ্বরদী

গত ২৯/০৩/০৮ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর/ঈশ্বরদীর উদ্যোগে **মসীহ্ মাওউদ দিবস** আল্লাহ্ তাআলার ফযলে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে পালন করা হয়। স্থানীয় জামাআতের লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট-এর সভানেত্রীতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন স্মৃতি, লাজলি জামান, আফছান আরা এবং রওশন আরা। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

মোসাম্মৎ রওশন আরা

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়া

গত ২৩-০৩-০৮ রোজ রবিবার বেলা ৩টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার স্থানীয় মসজিদে **মসীহ্ মাওউদ দিবস** পালিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নার্গিস আক্তার প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়া। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন উম্মে কুলসুম পুষ্প। আহাদ ও নযম পাঠ করেন তানভীরা আক্তার জেসি। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণী মহান সৃষ্টি কর্তার পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করেন নাজমা আহমদ। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন (১) আফসানা আক্তার (মমি)–ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ। (২) শামসুন্নাহার কল্পনা–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) (৩) সামিয়া শরীফ মিতু–২৩ মার্চের আকুতি (৪) নাঈমা আক্তার লিপি–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যকাল (৫) হাজেরা আক্তার–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চরিত্রের কিছু দিক (৬) নুসরত জাহান মিতা–মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে কে আমার জামাআতের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নহে! সর্বশেষ সভানেত্রীর সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে লাজনা নাসেরাতসহ মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামসুন্নাহার কল্পনা

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২৬/০৩/০৮ তারিখ রোজ বুধবার বাদ আসর আহমদনগর লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও শান-শওকতের সাথে হযরত **মসীহ্ মাওউদ দিবস** উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে লাজনা বোনেরা আলোচনা করেন এবং সর্বশেষ ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। উক্ত দিবসে মোট ৮৭ জন লাজনা, নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ডাঃ নাফিয়া সারমিন

## নরায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্

নরায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে গত ২৮/০৩/০৮ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ **মসীহ্ মাওউদ দিবস** উদযাপন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মোহতরমা হামিদা খায়ের (ঝর্ণা)। উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন সুরাইয়া নাসের তুলি ও বুশরা আক্তার। অতঃপর বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী, ২৩ মার্চের তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনাদর্শের এক ঝলক, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে (১) নুসরত জাহান (মুন্নী) (২)উম্মে কুলসুম (চায়না) (৩) জান্নাতুল রোজী। সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাত সহ ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

## সারা দেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয় 'মুসলেহ্ মাওউদ দিবস' নিম্নে সংবাদ পরিবেশন করা হলো।

### ঢাকার মিরপুর আহমদনগর হালকা

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ শুক্রবার বাদ জুমুআ বিকাল ৩.৩০ মিনিটে নাসিমবাগ আহমদীয়া জামে মসজিদ, মিরপুর ঢাকায় "মুসলেহ্ মাওউদ দিবস" পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ঢাকার মোহতারাম আমীর আফজাল আহমদ খাদেম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। মিরপুর হালকার আতফাল কোরাস নযম পরিবেশন করেন। "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব", এবং "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফতকালে জামাআতের অগ্রগতি" ও "জামাআতের যুবকদের প্রতি মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর আহ্বান' বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মাওলানা সোলায়মান, মোবাশ্বের মুরব্বী, আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ও সৈয়দ আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট মিরপুর ও আহমদনগন হালকা। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ১৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

### ঢাকার মাদারটেক হালকা

গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ শুক্রবার বাদ জুমুআ বিকাল ২.৩০ মিনিট আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ঢাকার আওতাধীন মাদারটেক হালকায় "মসজিদুল হুদায়" মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবস পালন উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতারাম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঢাকা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমদ, নযম পাঠ করেন ইনসান আলী, মাষ্টার ইরফান, মামুনুর রশীদ। সভায় "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী" "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক" নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আব্দুর রশীদ, জি এম আকবর হোসেন, কুদরাতুর রহমান ভূঞা, আলমগীর হোসেন,নিয়াম উদ্দীন বুলবুল, সোহেল সাত্তার স্বপন, মোহাম্মদ আব্দুল আজীজ, মাওলানা জহির আহমদ। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত সহ মোট ১৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

### ঢাকার আশকোনা হালকা

গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ শুক্রবার বাদ জুমুআ বিকাল ২.৩০ মিনিট আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ঢাকার আওতাধীন আশকোনা হালকার "মসজিদে বায়তুল হুদায়" মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবস পালন উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, প্রেসিডেন্ট আসকোনা হালকা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বের আলী ইনার। বাংলা ও উর্দু নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে জনাব যিকরে ইলাহী ও জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসনে। সভায় "মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনী" ও মুসলেহ মাওউদ এর খেলাফতকালে জামাআতের অগ্রগতি" বিষয়সমূহের উপর সারগর্ভ আলোচনা করেন সর্বজনাব বশীর উদ্দিন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী ঢাকা, মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী উমুরে খারেজা এবং মোহতারাম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তা'লীম। অনুষ্ঠানে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় মহান আল্লাহ্ তাআলার নিকট শুকরিয়া আদায় করা হয় ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

বশীর উদ্দীন আহমদ

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তাহেরাবাদ

গত ২০ ফেব্রুয়ারী অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে তাহেরাবাদ জামাআতের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোয়াজ্জেম হোসেনের উপস্থাপনায় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইউনুছ আলী সাহেব এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম বাদ আসর থেকে আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ ইতমাম আনজুম, উর্দু নযম পেশ করেন মোহাম্মদ সজীব আহমদ। বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ মাহিনুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, ডাঃ নজরুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডল, নূর মোহাম্মদ সরকার, আব্দুর রাজ্জাক আওয়াল, জিন্নাত আলী, আব্দুল খালেক মোল্লা ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌলবী কামরুল ইসলাম প্রধান। শেষে সভাপতি সাহেব এর সমাপ্তি বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভায় মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইউনুছ আলী

### আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চান্দপুর চা বাগান

গত ০৭/০৩/০৮বাদ জুমুআ চান্দপুর চা বাগান জামাআতের উদ্যোগে জনাব

আবুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন। দোয়া মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

## মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা

গত ২১/১৩/২০০৮ তারিখ শুক্রবারবাদ জুমুআ খুলনা মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক আয়োজিত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর খাকসারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আনসার উদ্দিন, মাওলানা শরীফ আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জেলা নাযেম ও আমীর। অতঃপর খাকসারের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়। সভায় মোট ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ শামসুর রহমান

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাদারটেক হালকা

গত ৯ মার্চ রবিবার মাদারটেক হালকার মসজিদুল হুদা প্রাঙ্গনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাদারটেক হালকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে হালিমা আকবর ও রাহেলা পারভিন, কেন আমরা মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করে থাকি এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তাসলিমা আজীজ। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের পটভূমি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কামরুন্নেসা, সবুজ ইশতেহার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আজিজা কুদরত, মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মমতাজ রশীদ, আপনার সন্ধানে আছি এটি পড়ে শুনান গুলসাজার ফানি। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাত মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

তাসলিমা আজীজ

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা মিরপুর

গত ২৯/০২/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মিরপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন কোহিনূর আক্তার। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এর পর উর্দু নযম পরিবেশন করেন মিস্ শবনম মাসুদ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বাল্যকাল সম্বন্ধে বলেন মিস্ মানসুরা আক্তার। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মিসেস আমাতুস সালাম। এরপর মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক রচিত নযম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পরিবেশন করেন মিস আয়েশা মাসুদ। এরপর মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর 'আপনার সন্ধানে আছি' সম্পর্কে বলেন মিসেস পারভীন হাকীম। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এই অনুষ্ঠানে ৬৫ জন লাজনা ও ২৩ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

শবনম মাসুদ

## লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর

গত ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩.৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর-এর সভাপতিত্বে আহমদনগর মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের আয়োজন করা হয়, এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন আক্তার জহান রুমু, হাদীস পাঠ করেন মোসলেহা জাফর, নযম পরিবেশন করেন তানিয়া, স্নিগ্ধা, রিজু। মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ইলহামি ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করেন, মিসেস আফরোজা মতিন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ গঠনে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভূমিকা এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মিসেস নাসিমা বশির। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দৃষ্টিতে আহমদী নারী, এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মিসেস বিলকিশ বেগম, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফত কাল ও তার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর বক্তব্য রাখেন রিনাত ফৌজিয়া স্নিগ্ধা, (সেক্রেটারী তরবিয়ত) মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ইলহামের বাস্তবায়ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নাফিয়া শারমিন। মুসলেহ মাওউদ (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতার এক বড় প্রমাণ। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জিন্নাতুননেসা। এরপর মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। দুই ঘন্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ৭৭ জন লাজনা ও ২৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

রিনাত ফৌজিয়া স্নিগ্ধা

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

গত ১৪/০৩/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতারমা ফাতেমা তারিক প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনা। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জহুরা তাজনীন। দোয়া পরিচালনা ও আহাদ পাঠ করেন সভানেত্রী। মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন, কোরায়েশা মাজেদ, জহুরা তাজনীন, নাজমা কাসেম, ইসরাত জাহান মিনু এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বক্তব্য রাখেন মোহতারমা সভানেত্রী। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০ জন লাজনা ও নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন।

জহুরা তাজনীন

## বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ১০ম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৮ অনুষ্ঠিত

গত ০১-০৭ মার্চ ২০০৮ সপ্তাহব্যাপী বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ১০ম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত শালশি-ড়িতে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

১লা মার্চ বিকাল ৩ টায় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নযম পাঠের পর ওয়াকফে-নও সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও রাজশাহী-১, শালশিড়ির প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ ইছরাইল দেওয়ান, মৌঃ মনির হোসেন খান মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ ও আহমদনগর জামাআতের সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব তাহের আহমদ । মোট ৪৬ জন ওয়াকফে-নও ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন তাছাড়া উদ্বোধনী ও সমাপনি অধিবেশনে ৩৮ জন মাতা এবং ২৫ জন পিতা উপস্থিত হন। যে সমস্ত জামাআত থেকে ওয়াকফে-নও , সম্মানিত মাতা-পিতা ও অভিভাবকগণ যোগদান করেন জামাআতগুলো হচ্ছে শালশিড়ি, আহমদনগর, ভাতগাঁও, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর, চড়াইখোলা, ম্যানানগর, রংপুর ও মাহিগঞ্জ।

সপ্তাহ ব্যাপী এই মহতী ক্লাশে ওয়াকফে নওদের পাঠদান করেন মাওলানা রইস আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী, মৌঃ মনির হোসেন খান ও মৌঃ হুমায়ুন কবির। ক্লাস পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা রইস আহমদ। ক্লাসে কুরআন, হাদীস, নামায, দোয়া, আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম, উর্দু, মসলা-মাসায়েল তথা আহমদীয়াতের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭ মার্চ বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী ওয়াকফে নও মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব শালশিড়ি জামাআত, নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী ইসরাত জাহান, মাহীগঞ্জ জামাআত। পিতাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব শাহিনুর রহমান (মার্শাল) ম্যানানগর জামাআত। ওয়াকফে নও সম্মেলনের তাৎপর্য ও পিতা-মাতাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, বয়স ভিত্তিক সিলেবাস অধ্যায়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জনাব মহিউদ্দীন আহমদ, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও রাজশাহী-১, মাওলানা রইস আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী, মৌঃ ইছরাইল দেওয়ান প্রেসিডেন্ট শালশিড়ি, সভাপতি সাহেব তার সমাপ্তি ভাষণের পর তিনি ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। স্থানীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সাদেক আহমদ মির, জনাব লোকমান হোসেন, জানাব আরিফ হোসেন ও জনাবা জরিনা বেগম সাত দিন যাবৎ অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

মাহান আল্লাহ্ তাআলা এই উৎসর্গকৃত ওয়াকফে নওদের উত্তম খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং পিতা-মাতাদের জাযা দিন।

মহিউদ্দীন আহমদ

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরের জন্য একজন সার্বক্ষণিক অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর প্রয়োজন। এই পদ পূরণের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সদস্যদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

**প্রার্থী যোগ্যতা ও শর্তাবলী**

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যূনতম এইচ এস সি পাস। প্রার্থীকে বাংলা ইংরেজী কম্পিউটার কম্পোজিং-এ দক্ষ হতে হবে। হিসাব রক্ষণে পারদর্শী হতে হবে।

দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে বসবাসে সম্মত হতে হবে।

বেতন ঃ আলোচনা সাপেক্ষ। দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্থানীয় জামাআতের আমীর/প্রেসিডেন্ট-এর সুপারিশসহ আগামী ২০ মে' ২০০৮ এর মধ্যে সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের বরাবর দরখাস্ত করতে হবে। সাক্ষাৎকার ৩০ মে ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষাৎকারের জন্য কোন টি এ/ডিএ দেয়া হবে না।

কায়েদ উমুমী
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

## শোক সংবাদ

অত্যান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার পিতা জনাব সৈয়দ আহমদ খন্দকার, (মরহুম আবু আহমদ খন্দকার সাহেবের পুত্র) গ্রাম -ভাদুঘর, পোঃ + জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে বসবাসকারী)। গত ০৭/০৩/০৮ রোজ শুক্রবার সকাল ৯ টায় ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি ৫ কন্যা ১ পুত্র ও স্ত্রীসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত লাভের জন্য এবং জান্নাতে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন এবং মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারণ ও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন সেজন্য আন্তরিকভাবে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের কন্যা
বুশরা আক্তার

## পাঠকের অভিমত

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সম্পাদক সাহেব
'পাক্ষিক আহমদী'

আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা .... । আপনাদের সবাইকে আল্লাহ্ পাক রহমতে রাখুন এই কামনা জানাই।

অদ্য ০৯/০৪/০৮ তারিখে পোষ্টম্যান যখনই বাসায় পত্রিকাখানা দিল তখনই মন ভরে গেল। অবসর জীবনে জ্ঞানগর্ভ নির্দেশনামূলক যে কোন বই পুস্তক, পত্রিকা মনের খোরাক যোগায়। আপনাদের 'আহমদী' পত্রিকা খানা খুবই জরুরী ও শিক্ষামূলক এবং তথ্য সমৃদ্ধ। 'আহমদী'র বহুল প্রকাশনা ও সমৃদ্ধির জন্য রহমানুর রাহিমের দরবারে দোয়া পেশ করছি।

গুণমুগ্ধ
এম ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক (অবঃ)
রাজবাড়ী

## মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-১-এর মিলনমেলা ২০০৮ অনুষ্ঠিত

মিলনমেলায় বক্তব্য রাখছেন যয়ীমে আলা, আনসারুল্লাহ্, ঢাকা

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-১ এর উদ্যোগে আনসারুল্লাহ্র ৩য় মিলনমেলা ২৬শে মার্চ ২০০৮ রোজ বুধবার ন্যাশনাল পার্ক (কটেজ-২) গাজীপুরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পরাটা ভাজি দিয়ে প্রাতরাশ সমাপনান্তে সকাল প্রায় ৯টায় ইজতেমায়ী দোয়ার পর একটি বড় বাস, দুটো মাইক্রোবাস ও একটি প্রাইভেট কারযোগে যাত্রা শুরু করে বেলা প্রায় এগারোটায় কাফেলা নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে। মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীদের সরব পদচারণায় আপাত গুমোট পরিবেশ মুহূর্তেই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে, মিলনের সুর গুঞ্জরিত হয় প্রাণে প্রাণে। সময় নষ্ট না করে পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক অনুষ্ঠানস্থল সাজানোর দিকে মনোনিবেশ। ব্যানার টানানো, চেয়ার টেবিল সাজানো, মাইক সেট করা ইত্যকার সব কাজ সুসম্পন্ন হয় স্বল্প সময়ের মধ্যেই। সেই সাথে রান্না-বান্নার আয়োজনও চলে দ্রুততার সাথে।

বেলা ১১-১৫টায় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে মিলনমেলার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অত:পর মোহতারাম সদর সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় মোহতারাম যয়ীমে আলা সাহেব মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে মোহতারাম সদর সাহেবকে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন ও ব্যক্তিগত পরিচিতিপর্ব দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজ শুরু করেন। এরপর আলোচনা পর্ব। "পরিবেশ, প্রকৃতি দর্শন, বন ভ্রমণ ও এ থেকে জ্ঞান অর্জন" এ বিষয়ে সংক্ষেপে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন, হাদীস ও ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব। শালবাগানের মাথার ওপর ভরদুপুরে চৈতী সূর্যের কাঠফাঁটা খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া কণ্ঠ শসা-গাজর পরিবেশনে সিক্ত হয়, তৃপ্ত হয় রসনা, স্বস্তি ফিরে আসে মনেপ্রাণে।

এবার বন পরিদর্শনের পালা। বনবাদারে স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরে প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন ও ঐতিহাসিক জাতীয় দিবসে মহান স্বাধীনতার আমেজে বনজ পরিবেশে নিজেকে উপলব্ধি করার অনুমতি দেয়া হলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মুহূর্তেই হারিয়ে যায় যার যে দিকে খুশি। অত:পর বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে এক এক করে অনুষ্ঠানস্থলে সকলের প্রত্যাবর্তন।

আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেবের ইমামতিতে যোহর আসর নামাজ জমা করে আদায়ের পর দুপুরের খাওয়ার আয়োজন। বরাবরের মত এবারও খাওয়ার মেন্যু বাংলা খাবারের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সাদা ভাতের সাথে করলা ভাজি, কাতলা মাছের ভূনা, গরুর মাংসের রেজালা, লেবু সালাদ ও ডালের সমাহারে ভোজনপর্ব সাঙ্গ হলে রঙিন চেয়ারে গা হেলিয়ে দিয়ে নেয়া হয় হালকা বিশ্রাম।

এছাড়া কিছু খেলাধুলা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ ছিল মিলনমেলার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক। খেলাধুলার মধ্যে ক্রিকেট, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, বালিশ পাসিং, ইন-আউট, শর্টপুট নিক্ষেপ, হাড়ি ভাঙ্গা ইত্যাদি। মজাদার কৌতুক পরিবেশনে সৃষ্টি হয় হাসির খোরাক। নাসিরউদ্দিন মিল্লাত সাহেবের ছেলে রাকীম মিল্লাত (আতফাল)-এর স্বউদ্যোগে সঠিক শব্দচয়ন ও বাংলা-ইংরেজী সংমিশ্রণে খেলাধুলার চলমান ধারাবিবরণী কৌতুহল ও আনন্দের সাথে সবাই উপভোগ করে।

মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ (৪বছর) মনসুর আহমদ পিতা জনাব আবুল কাসেম নোয়াখালী ও বয়োঃজ্যেষ্ঠ হাফেয মৌলভী মুহাম্মদ সেকান্দার আলী সাহেব (৭৭ বছর) -এ দুজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সবশেষে কমলা আপেল পরিবেশন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানসূচী সমাপ্ত হয়। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, শ্রম ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে মিলনমেলা ২০০৮-এর সার্বিক সফলতায় যারা অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে অজস্র কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন!

–মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল

# জলই জীবন/ WATER THERAPY

## জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ–(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

## জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।


ধানমন্ডি

রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানমন্ডি

খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট–এ–কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN,
PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
আর-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

# Advisors counsel SBY against banning Ahmadiyah

**The Jakarta Post, Jakarta** **Date : 23. 04. 2008**

**Desy Nurhayati** :

The Presidential Advisory Council is advising President Susilo Bambang Yudhoyono to cancel the issuance of a joint ministerial decree to outlaw "heretical" Islamic sect Jamaah Ahmadiyah.

A ban on Ahmadiyah would be a "bad precedent" to Indonesia's democracy and freedom of religion, council member and legal expert Adnan Buyung Nasution told a news conference after a meeting with sect leaders here Tuesday.

At the meeting, Ahmadiyah representatives were accompanied by activists from the Alliance of Religious and Belief Freedom.

"We will immediately advise the President to prevent the issuance of the decree for the sake of upholding democracy, tolerance and freedom of religion," Buyung said.

"We only have a little time to analyze the issue and meet with the President before the joint decree is issued. But we can assure that we will seriously handle this matter."

Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo Adi Sucipto said last week the government would issue a joint decree based on a recommendation by the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society (Bakor Pakem).

The decree is currently being drafted by the Religious Affairs Ministry, the Home Ministry and the Attorney General's Office.

Bakor Pakem recommended the government outlaw Ahmadiyah for failing to honor the 12-point declaration regarding faith and social values consistent to Islamic values after being given three months to prove its commitment.

The interdepartmental board led by the junior attorney general of intelligence said it found Ahmadiyah had continued to follow activities that deviated from mainstream Islamic teachings.

Buyung said the board and the planned joint decree had no strong legal basis, and were only serving to take repressive actions against a group of people.

"We think the establishment of the board itself has no firm legal basis even though they acted based on the 1965 law on the prevention of the misuse and disgrace of religion," he said.

Buyung was quoted by detik.com as saying all but one member of the nine-member Presidential Advisory Council opposed a ban on Ahmadiyah.

He identified the disagreeing member as Ma'ruf Amin, who is also deputy leader of the Indonesian Ulema Council that publicly declared Ahmadiyah a "heretical" Islamic sect.

Ahmadiyah spokesman Ahmad Mubarik said his group slammed the Bakor Pakem pronouncement that the sect hadn't committed to the 12-point declaration.

There should be an independent team, instead of the board, to decide whether Ahmadiyah had complied with the declaration or not, he said.

Ahmadiyah advocacy team member Lamardy said the sect demanded the President protect people in their religious beliefs.

Bakor Pakem, which was established in 1994, consists of senior officials from the Attorney General's Office, the Indonesian Military, the National Police, the Religious Affairs Ministry and the Home Ministry.

The Jakarta Legal Aid Institute, which is grouped in the Alliance of Religious and Belief Freedom, urged the Attorney General's Office to dissolve the board, saying it violated people's basic rights.

New Vol. No. 70 ■ 19 & 20th Issue
Fortnightly

# The AHMADI

30 April, 2008 ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

২য় আঞ্চলিক সালানা জলসা (শালসিড়ি), বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চল

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com